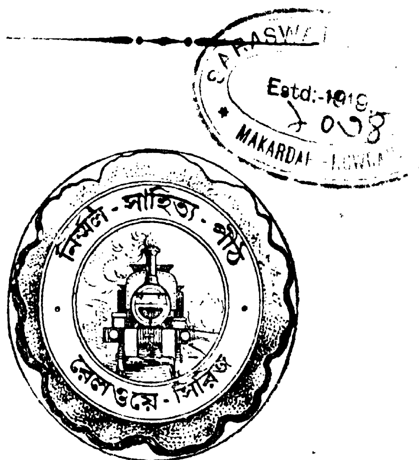
সোনার বাঁধন



প্রথম মুদ্রণ

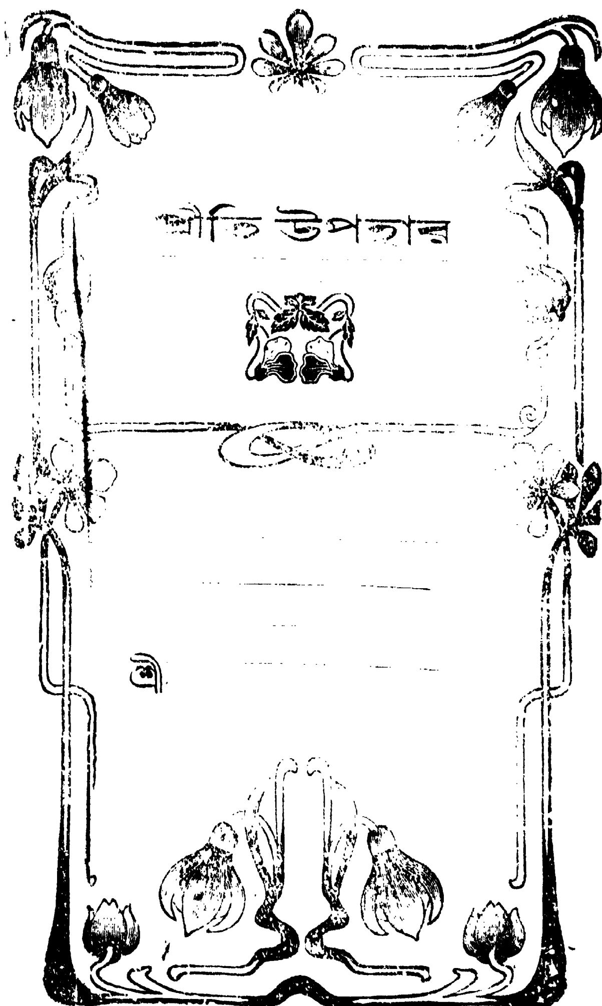
শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

১৲ এক টাকা

—ঃ প্রকাশক ঃ—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির পরিচালিত
নির্মল-সাহিত্য-পীঠ
৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আনন্দময়ী-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কস
কলিকাতা—২৫ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট হইতে


প্রীতি উপহার
শ্রী

তমসাচ্ছন্ন উপন্যাস-সাহিত্যাকাশে
বিদ্যুৎ বিকাশ!

?

— নবাব আলীবর্দ্দীর স্নেহ-পুত্তলি —

বাংলা-মসনদের সৌখীন-আলাল—

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার—নবাব-দুলাল

নবাব-তক্তের বনিয়াদি নবাব

— সেই —

নবাব সিরাজউদ্দৌলা!!!

'কমলিনীর'—'রাজপুতের মেয়ে' প্রণেতা

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধের রচনা

চিত্রবহুল নবাবী-উপাখ্যান

— নবাব —

সিরাজউদ্দৌলা

বিশ্ব-বিশ্রুত-চিত্র-শিল্পীগণের

বিশ্ববিমোহন চিত্রাবলী ভূষিত হইয়া

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।



Mohan Press, Calcutta

সোনার বাঁধন

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ফুটবল্ ম্যাচ্" খেলিতে যাইয়া নিরাপদ যখন গুরুতর চোট্ খাইল, তাহার জ্ঞান চৈতন্য তখন কিছুই ছিল না। খেলোয়াড়ের দল এবং দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই তাহার সংজ্ঞারহিত দেহ-বেষ্টন করিয়া তখন সেবা করিতে লাগিল। কেহ পাখা করিতেছে, কেহ মাথায় বরফ দিতেছে, কেহ তাহার দক্ষিণ হস্তখানা ধীরে ধীরে টানিয়া-টানিয়া সোজা করিবার চেষ্টা করিতেছে, কেহ আহত হাতখানির উপর বরফ লাগাইতেছে, কেহ মুখে চখে জলধারা দিতেছে আর কেহ কেহ বা আলস্যের হাই তুলিয়া মজা দেখিতেছে। সংসারে কত প্রকারের লোকই আছে।

সে যাহাহউক, এত সেবা ও যত্নেও নিরাপদর কিন্তু জ্ঞান হইল না। কাজেই গাড়ী ডাকাইয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইল। খেলা অবশ্য তাহাতে বন্ধ হইল না; নিরাপদ স্থানান্তরিত হইবামাত্র খেলা যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল।

নিরাপদর পিতা বামাপদ অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি। বামাপদ যখন শুনিলেন, তাঁহার পুত্র খেলায় চোট্ খাইয়া অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, তখন তাঁহার চিন্তার আর অবধি রহিল না। নিরাপদর সামান্য চাকুরীর আয়েই তাঁহার সংসার চলে। বৃদ্ধ বামাপদ পূর্ব্বে চাকরী করিতেন। ব্যবসায় বৃত্তিও তাঁহার কিছু কিছু ছিল। কিন্তু গ্রহ ফেরে এখন তাঁহার চাকরীও গিয়াছে, আর ব্যবসায়ও নষ্ট হইয়াছে। সংসারটীও তাঁহার নিতান্ত ছোট নহে। চারিটি পুত্র, তিনটি কন্যা, তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার পত্নীকে লইয়া সংসারে খাইতে নয়টি প্রাণী। কন্যা তিনটীর মধ্যে দুইটীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে—তাহার মধ্যে একটি বাল-বিধবা, আর একটি দরিদ্র স্বামীর পত্নী। কাজেই অক্ষমতা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বামাপদকেই তাহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পুত্রগণের মধ্যে নিরাপদই বড়— অন্যান্য পুত্রগুলি অল্পবয়স্ক।

এক সওদাগরি আফিসে নিরাপদ চাকরী করে—পঞ্চান্নটী টাকা বেতন পায়—তাহাতেই কায়ক্লেশে তাহাদের সংসার একপ্রকারে চলে। আর গুটি পঞ্চাশেক টাকা হইলেই বামাপদর সংসারটি বেশ সুচারুরূপেই চলিত। কিন্তু সে টাকা আসে কোথা হইতে? বামাপদ আশা করিতেছিলেন, তাঁহার অন্যান্য পুত্রগুলি একটু মানুষের মত হইলেই তাহাদের চাকরীর চেষ্টা করিবেন। তাহারা কিছু কিছু আনিতে শিখিলেই সংসারের আর দুঃখ কষ্ট থাকিবে না। এমন সময়ে এই বিপদ।

বামাপদ তাঁহার গৃহিণী মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—

"এখন করি কি বল দেখি? আমার ত অন্নাভাবে, চিন্তাভারে এই ভগ্ন শরীর। একটি পা'ও চলবার শক্তি নেই। এখন হাঁস-

পাতালেই বা যাই কেমন করে আর খরচ পত্রই বা চালাই কোথা থেকে? হতভাগা ছেলেকে কতদিন বলেছি - ওরে ও ছোঁড়া, ও সব অসুরের খেলা খেলিস্‌নে রে খেলিস্‌নে। ও সব খেলা কি গরীবের ছেলের সাজেরে? তা কি ও শুনত গা? সখ্ করতে গিয়ে সর্ব্বনাশ কর্‌লে আমার। হাঁ গা, এখন করি কি বল দেখি?”

বামাপদ যাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিলেন, তাঁহার পরামর্শ দিবার শক্তি যে কতটুক্, তাহা বামাপদর অবিদিত ছিল না। কিন্তু মজ্জমান ব্যক্তি প্রাণ পাইবার আশায় যেমন খড় কটাও ধরিয়া থাকে, বামাপদ সেইরূপ মাতঙ্গিনীর পরামর্শ চাহিতে লাগিলেন। পীড়িত পুত্রের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া জননী তখন সাতিশয় উদ্বিগ্না হইয়া পড়িয়াছেন। অন্য সময় হইলেও বা তিনি একটু আধটু পরামর্শ দিতে পারিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি আর কোনও কথাই কহিতে পারিলেন না---করিতে লাগিলেন কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন।

কিন্তু কাঁদিলেই ত আর বিপদমুক্ত হইতে পারা যায় না। বামাপদ তখন গাড়ী ডাকাইয়া হাঁসপাতালে যাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বিপদে পড়িয়া তিনি কিছু বল সঞ্চয় করিয়াছেন। যিনি সে বল সঞ্চয় করিতে পারেন, বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে।

নিরাপদর মধ্যম সহোদর তারাপদ গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া যখন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন আর একখানা গাড়ীও সেই বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে গাড়ীর আরোহী---মল্লিনাথ---নিরাপদর একজন বন্ধু---ফুট্‌বল্ খেলার একজন সহচর।

মল্লিনাথ হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে নিরাপদর জ্ঞান হইয়াছে, আর ডাক্তার বলিয়াছেন, হাতখানা যদিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নিরাপদর জীবনের কিন্তু আশঙ্কা নাই। মাথার চোট্‌টা খুব সাঙ্ঘাতিক নহে, তবে হাঁসপাতালে নিরাপদকে এখন দশ পনের দিন থাকিতে হইবে। না থাকিলে রোগী সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইতে পারিবে না।

সংবাদটা শুনিয়া বামাপদ কতকটা সুস্থির হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে তিনি কিছুতেই পারিলেন না। হাঁসপাতালে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মাতঙ্গিনীরই সে বিষয়ে বিশেষ জিদ্‌।

বৃদ্ধের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া মল্লিনাথ কহিল—

"আপনারা অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি বল্‌ছি, সেখানে যাবার আপনাদের কোনো দরকার নেই। আমাদের বাড়ীতে যা চিকিৎসা হয়, হাঁসপাতালের চিকিৎসার ব্যবস্থা তা'র চেয়ে ঢের ভাল। অমন ডাক্তার, অমন ওষুধ, অমন পথ্য আর অমন সেবা গৃহস্থ লোকের বাড়ীতে হ'বার উপায় আছে কি? আমি নিজের চোখে সব দেখে এসেছি। তাই এ কথা বল্‌তে পাচ্ছি। সে যা' হ'ক, নিরাপদ আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়েছে—সে এখন অনেকটা ভাল আছে। কেন আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন? আর আপনি গেলেই কি এখন তা'কে দে'খতে পাবেন? হাঁসপাতালে রোগী দেখা শুনা কর্‌বার একটা সময় আছে। সে সময় এখন উত্তীর্ণ হয়েছে। রাত্‌ এখন প্রায় দশটা—এখন কি আর আপনি সেখানে যেতে পার্‌বেন? তা'রা ত ঢুক্‌তে দেবে না।"

কথাগুলা বামাপদ বুঝিলেন—বুঝিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

মল্লিনাথ কহিতে লাগিল—"দেখুন, নিরাপদ বল্‌ছিল, তা'র আফিস বড় খারাপ। কামাই বেশী হ'লে হয়ত তা'র চাকরীটুকুও যেতে পারে। তা আমি অবশ্য তা'র আফিসে খবর দিব। কিন্তু ইতি-মধ্যে যদি আপনাদের কোনো কিছুর দরকার হয়, তা—তা তা'হলে আমাকে এই—এই—আমাকে না হয় বল্‌বেন। আমি চেষ্টা কর্‌ব—যা'তে আপনাদের কোনো কষ্ট না হয়।"

অপরিচিত যৌবনোন্মুখ বালকের অযাচিত সাহায্যদানের কথা শুনিয়া বামাপদ বিস্ময়-মুগ্ধ না হইয়া আর থাকিতে পারিলেন না। কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বামাপদ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি থাক কোথা বাবা ?"

"এই আপনার বাড়ীর খান কয়েক বাড়ীর পরে।"

"কৈ, তোমায় ত কখনো নিরাপদর কাছে দেখিনে বাবা !"

"আজ্ঞে না, আবশ্যক না হ'লে আমি কোথাও বড় একটা যাই না। নিরাপদর সঙ্গে খেলাধূলা করি—তা'তেই তা'র সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ পরিচয় ছিল। আজ তা'র ভারী বিপদ, তাই আলাপটাও খুব বেশী হ'য়ে গেল।"

অদ্ভুত বালকের অদ্ভুত কথা শুনিয়া বামাপদ বিস্ময়স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে মল্লিনাথকে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কি কর বাবা ?"

"আজ্ঞে, পড়ি।"

"তা আমাদের সাহায্য কর্‌তে তুমি টাকা পা'বে কোথায় ?"

"সে কথা, জিজ্ঞাসা কর্‌বার কা'রো অধিকার আছে কিনা,

সেটা ঠিক আমি জানি না। যাইহ'ক, আমি আপনাদের কিছু করতে পারি ব'লে আমার বিশ্বাস আছে। যদি তা' করতে অনুমতি দেন, তা' হ'লে আমি আপনাকে আপনি ধন্য মনে করব। এখন আসি তবে—দরকার হ'লে ডেকে পাঠাবেন। কাকাতুয়াওলা বাড়ীতে আমরা থাকি।"

মল্লিনাথ আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। বামাপদ ভাবিতে লাগিলেন—অপরিচিত বালকটি দাম্ভিক—না সারল্য ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিরাপদকে হাঁসপাতালে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল অনেকদিন। তাহার ভাঙ্গা হাতখানা জোড়া লাগিল বটে, কিন্তু কার্য্য করিবার শক্তি হইতে সে হাত চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইল। মাথায় চোট্ লাগার জন্যও তাহার বুদ্ধি বিবেচনা একটু কমিয়া গিয়াছিল। মোট কথা—হাঁসপাতাল হইতে যখন সে বাহির হইয়া আসিল, নিরাপদ তখন দুর্ব্বল, স্বাস্থ্যহীন, সহায় সম্পদহীন—চাকুরীটি পর্য্যন্ত তাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারেরা বলিয়া দিয়াছেন—এখন কিছুকাল তাহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; পরিশ্রমের কার্য্য এখন সে কিছুই করিতে পারিবে না।

আদেশ ত ডাক্তারেরা করিয়া বসিলেন—কিন্তু বামাপদর সংসার চলে কিরূপে? সংসারটাকে মাথায় করিয়া যে এতদিন রাখিয়াছিল, সেই যদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, তবে সংসার চালায় কে? তারাপদর

বয়স হইলেও চাকুরী করিবার বয়স অবশ্য তাহার এখনও হয় নাই। আর চাকুরীই বা তাহার করিয়া দেয় কে? চাকরী মিলিলেই বা সে তাহা রক্ষা করে কেমন করিয়া? যে বিদ্যা থাকিলে চাকরী করা সম্ভবপর হয়, সে বিদ্যা তাহার একটুও নাই। বামাপদর তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র উমাপদ ও শ্যামাপদ এখনও অপ্রাপ্ত বয়স্ক—তাহাদের ত কথাই নাই।

সুতরাং সংসার লইয়া বামাপদ বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সকল জ্বালা মানুষ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু উদরের জ্বালা কেহ সহ্য করিতে পারে না। উদর পূর্ণ থাকিলে মানুষ দেবতা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু উদর খালি থাকিলে সেই মানুষ পশুরও অধম হয়।

সংসারে এত যে উদর-জ্বালা বাড়িয়াছে, সে জ্বালা যে হওয়াই সম্ভব, নিরাপদ সে কথা মনে মনে জানিত। তবে কোনও কথা এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে শুনায় নাই। তাহার শরীর অসুস্থ—তাহাকে এ সকল কথা শুনাইয়া লাভই বা কি? কিন্তু অন্ন কষ্টের যন্ত্রণা আর কতদিন লুকাইয়া রাখিতে পারা যায়? কাজেই রুগ্ন নিরাপদ শয্যায় পড়িয়া-পড়িয়া অন্ন কষ্ট পীড়িত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর অবস্থা অচিরেই স্বচক্ষে দেখিল এবং অনন্যোপায় হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এতদিন চক্ষের জল না ফেলিয়া যে সে কতকটা স্থির থাকিতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ—তাহার বিশ্বাস ছিল, হয়ত ঋণ করিয়া তাহাদের সংসার চলিতেছে। কিন্তু ঋণ তাহাদের দিবে কে? দরিদ্রকে কি কেহ ঋণ দেয়? ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণ যাহাদের মধ্যে চলে, বামাপদ সে সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, সুতরাং অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাবের যন্ত্রণা অনুভব করা তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য।

নিরাপদ অনেক কাঁদিয়া, অনেক ভাবিয়া একটা উপায় স্থির করিল। মল্লিনাথকে পত্র লিখিয়া ডাকাইয়া আনিয়া সে কহিল—

"হাঁ ভাই, তুমি শুন্‌লেম্ বাবাকে ব'লে গিছ্‌লে, আমাদের সংসারে অভাব দুঃখ হ'লে, তোমাকে জানা'লে তুমি তা'র প্রতিকার ক'রবে—"

একটা দেশ্‌লায়ের বাক্স, এক গোছা চাবির তোড়া ও মুখবন্ধ করা একখানা ছুরী বাজীকরের মত দুই হস্তে লুফিতে লুফিতে নিরাপদর কথায় বাধা দিয়া মল্লিনাথ কহিল—

"তা—তা' নয়—ও সব কথা আমি বুঝি না। কোনো কথা আমাকে জানান হয়েছিল কি?"

"নাই যদি জানান হয়—তোমারও কি খোঁজ নিতে নেই?"

"কেন তা' নেব? একটা কথা উপযাচক হ'য়ে বলেছিলেম ব'লে অপমানিত হয়েছিলেম; খোঁজ খবর নিলে আরো বেশী অপমানিত হ'বার সম্ভাবনা মনে ক'রে আর কোনো খবরই রাখিনে।"

"কি বল্‌ছ তুমি?"

"ঠিক বল্‌ছি—সত্যের মত সত্য বল্‌ছি। ইচ্ছা কর্‌লে তুমি কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার।"

"তুমিই বলনা ভাই, কি হয়েছে।"

"বল্‌ব? বল্‌ছি—তবে শোন।

সেদিন আমি কর্ত্তাকে ব'লেছিলেম, যদি কিছুর আবশ্যক হয়, তা' হ'লে আমাকে বল্‌বেন! তা'র উত্তরে কর্ত্তা কি ব'ললেন জান? বলা হ'ল—সাহায্য কর্‌তে তুমি টাকা পা'বে কোথা'? এমন সব কথা যেখানে হয়, সেখানে মল্লিনাথ আসে না—বুঝেছ হে নিরাপদ? পা'ব কোথা?—চুরী ক'রে, ডাকাতী ক'রে—তা'

না পারি ত ভিক্ষে ক'রে! কিন্তু সে সব কথা তাঁ'র জিজ্ঞাসা কর্‌বার দরকার ছিল কি ?"

মল্লিনাথের স্বভাবই ঐরূপ। তাহার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান অদ্ভুত প্রকারের। নিরাপদ সে সম্বন্ধে কতকটা কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের নিকটে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, আর কতকটা আজ স্বচক্ষে দেখিল।

সে যাহাহউক, নিরাপদর অনুনয়, বিনয়ে সে সম্বন্ধে একটা মীমাংসা সহজেই হইয়া গেল। সেইদিন হইতে নিরাপদদের সংসারে অন্নকষ্টটা আর রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাতঙ্গিনী তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সরযূকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন—

"হাঁরে, তোর দিদিরা থাক্‌তে তুই মাছ কুট্‌তে গেলি কেন বল দেখি? যা' পারিস্ না, তা'তে হাত দিস্ কেন? কই মাছ সে বড় ভালবাসে ব'লেই বাজার থেকে অমন বড় মাছ দুটো আনান গেল। আর তুই কেটে-কুটে অমন বড় মাছ দুটোকে যাচ্ছেতাই ক'রে দিলি! ধন্যি মেয়ে যা হ'ক!

সরযূ দোষ করিয়াছিল—সে আর কথা কহিল না। চুপ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বড়দিদি বিভাবতী জননীকে বুঝাইয়া কহিতে লাগিল—

"ছেলে মানুষ, ক'রে ফেলেছে এক কাজ—ব'কলে আর কি হ'বে বল মা? তারুকে তুমি আর একবার বাজারে পাঠাও—আর দুটো মাছ দেখে শুনে আসুক।"

তপ্ত কড়ায় মসলা-মাখান মাছ দুইটা মুখ ভঙ্গী সহকারে ফেলিয়া দিয়া মাতঙ্গিনী কহিলেন—

"এই রাত্রে বাজার তোমাদের জন্য খোলা আছে, আর মাছও জিয়ান আছে! যা' দেখ্‌তে পারিনা দুচক্ষে, ঠিক সেই কাজগুলোই তোরা ক'রে বস্‌বি।"

সরযূ অপ্রতিভ হইয়াছিল। তবে তাহার বড়দিদির মধ্যস্থতায় লজ্জার হাত হইতে কোনও প্রকারে সে রক্ষা পাইল। সরযূর মেজদিদি সরমা তখন রন্ধনশালার একটা কোণে বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া ময়দা মাখিতেছিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও কথাই সে কহে নাই। সরযূর উদ্দেশ্যে এইবার সে কথা কহিল। সরমা বলিল—

"মেয়ে মানুষের কাজকর্ম্ম অত নোংরা হওয়া ভাল নয়—বুঝলি সরযূ। মা তোর ভালর জন্যই তোকে অত কথা বল্‌ছেন। মল্লিদা' যখন খেতে বস্‌বে, তখন মা কেমন ক'রে ও মাছ পাতে দেবেন বল্ দেখি?

বিভাবতী কহিল—

"তা'র আর কি—মা না দিতে পারেন, সরযূই না হয় দিয়ে আস্‌বে।

মল্লিনাথ সেই সময়ে রন্ধনশালার দাওয়ায় আসিয়া "চ্যাপ্‌টালি" খাইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কি রাঁধছ মা?"

মাতঙ্গিনী শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন—

"এস বাবা এস। এই তোমার তরে কই মাছ দুটো রাঁধছি বাবা। তা' পোড়া মেয়ে সরযূ মাছ দুটো কুট্‌তে গিয়ে সব নষ্ট ক'রে ফেলেছে। তাই আমিও বক্‌ছিলুম আর সরমাও বক্‌ছিল।"

মল্লিনাথ হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—

"বেশ করেছে, বেশ হয়েছে—আবার মাছ কিনে আন, আবার রাঁধ, তবে আমি খা'ব। ভাঙ্গা গুঁড়ো মাছ, আমি ত কিছুতেই খাবনা। কেমন সরযূ, কেমন জব্দ? আমার পাতে বেশী চুণ দিয়ে আমার মুখ পুড়িয়ে দেবে কি আর? ক্ষমা চাও, নাকে খত দাও, তবে মাপ ক'রব—আর ঐ ভাঙ্গা মাছ খেতে রাজী হবে না হ'লে কিছুতেই আজ তোমাদের বাড়ী খাচ্ছিনা। চাও মাপ—দাও খত!

সরযূ অন্যায় করিয়াছিল—কাজেই ভয়ে ভয়ে সে ক্ষমা চাহিয়া ফেলিল। তখন মল্লিনাথ হাসির রোলে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিভাবতী, সরমা প্রভৃতিও আর না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

মাতঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন—

"ভারী আমুদে ছেলে।"

বিভাবতী কহিল—

"আর রাগও তেমনি। পাণ থেকে চুণ খস্‌লে আর রক্ষা থাকে না। তবে মিষ্টি কথার গোলাম—চ'খ রাঙ্গালেই মুস্কিল"

মাতঙ্গিনী। বড় মানুষের ছেলে—চ'খ রাঙ্গানির ধার ধারে ও কার?"

বিভাবতী। ধারাধারির কথা হচ্ছে না—ওর স্বভাবই ঐ রকম।

সরমা। অত বড়লোকের ছেলে, কিন্তু চাল-চলন্ কথা সামান্য লোকের মত। ছেঁড়া কাপড়, কাল জামা, চটি জুতো এই ত মল্লিদার সাজ।

মাতঙ্গিনী। কিন্তু মনটা ভারী উঁচু ওর। এই দুঃসময়ে মল্লিক্ নাথকে না পেলে আমাদের না খেয়েই মারা যেতে হ'ত।



মাতঙ্গিনী অনেক চেষ্টা করিয়াও মল্লিনাথ কিছুতেই বলিতে পারেন না। মল্লিনাথকে তিনি মল্লিক্‌নাথ বলিয়া থাকেন। সেই কারণে তাঁহার পুত্র কন্যারা কথাটা লইয়া একটু রঙ্গ করে।

বিভাবতী হাসিতে হাসিতে বলিল—

"তুমি কোন্ মল্লিকের কথা বল্‌ছ মা, বসু মল্লিক না শুধু মল্লিক?"

বিভাবতীর মনের কথাটা কি, মাতঙ্গিনী তাহা বুঝিতে পারিলেন। মৃদু হাসিয়া তিনি কহিলেন—

"আর বুড়ো মানুষ মা, অত শত নামের মানে জানিনা। যাই হ'ক, কর্ত্তা বলেন, মল্লিকনাথ আর জন্মে আমাদের কেউ না কেউ ছিল। তা' না হ'লে এত করাটাও করে গা! লোকের আপনার জনও এত করেও না আর করতে জানেও না।"

ছুটিতে ছুটিতে হাসিতে হাসিতে মল্লিনাথ আবার আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কি হাসি, আর কি নৃত্য! মল্লিনাথের কাণ্ড দেখিয়া সরযূর জ্বর আসিবার উপক্রম হইল। মল্লিনাথ সরযূর হাত ধরিয়া কহিল—

"চল, এখন কর্ত্তার কাছে। সব কথা আমি তাঁ'কে ব'লে দিয়েছি।"

কোনও সমালোচক সে স্থানে উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয়ই বলিত,—এ কাজটা মল্লিনাথের ভাল হয় নাই। ভয় পাইয়া যে একবার ক্ষমা চাহিয়াছে, মল্লিনাথ তাহার নামে আবার স্থানান্তরে অভিযোগ করিতে যাইল কেন?

মল্লিনাথের সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ শ্রেণীর কোনও সমালোচক সে স্থানে উপস্থিত ছিল না। সুতরাং মল্লিনাথ আসিল আর

অবলীলাক্রমে সরযূকে "পাকড়াও" করিয়া কর্ত্তার নিকট হাজির করিল।

সরযূ ও মল্লিনাথ চলিয়া যাইবার পর মল্লিনাথদের পুরাতন ভৃত্য রন্ধনশালার দাওয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মল্লিনাথের জননী গঙ্গাদেবী পুত্রের আহার্য্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। এমন আহার্য্য পুরাতন ভৃত্যটি প্রতিরাত্রেই আনিয়া থাকে।

মল্লিনাথের সঙ্গে নিরাপদদের এখন খুবই আত্মীয়তা। অতি সামান্য দিনের ভিতরই এইরূপ আত্মীয়তার বন্ধন ঘটিয়া গিয়াছে। নিরাপদদের সংসারের সমস্ত খরচ এখন মল্লিনাথকেই বহন করিতে হয়। কুড়ী বৎসরের যুবক সে ভার অনায়াসে বহন করিতেছে। মল্লিনাথ টাকাটা যোগাড় করে—জননীর বাক্স হইতে। সে তাহার পিতামাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। জনক জননী তাঁহাদের পুত্রের স্বভাবের কথা অবগত ছিলেন বলিয়াই তাহার হস্তে টাকা কড়ি দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিতেন না।

মল্লিনাথ অনেক সময়েই এখন নিরাপদদের বাড়ীতে কাটায়। তবে রাত্রিকালে বাহিরে থাকিবার তাহার হুকুম নাই। কিন্তু মল্লিনাথের রাত্রের আহারটা হয় নিরাপদদের বাটীতে। তবে ভোজ্য সামগ্রী আসে মল্লিনাথদের বাটী হইতে। মল্লিনাথ, নিরাপদ প্রভৃতির সহিত আহার করিয়া বাড়ী চলিয়া যায়।

এইরূপে তাহাদের কিছুদিন কাটিয়া গেল। তাহাতে নিরাপদদের সংসারের অনেক সুবিধা হইল বটে, কিন্তু মল্লিনাথের পড়াশুনার বিশেষ ক্ষতি হইতে লাগিল।

মল্লিনাথের পিতৃদেব হরসুন্দর রায় যখন সমস্ত কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার একটু চিন্তার উদ্রেক হইল। পুত্রকে শক্তকথা

তিনি কোনও দিনই বলেন নাই—আজও বলিতে পারিলেন না। তবে মল্লিনাথের জননী মল্লিনাথকে আচ্ছা করিয়া ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন—

"দেখ বাবু, পড়াশুনায় অমনোযোগী হ'লে একটি পয়সাও তোমাকে দিব না। তখন টের্‌টা পা'বে।"

মল্লিনাথ সতর্ক হইবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু অভ্যাস-দোষ ঘটিলে আর কি সতর্ক হওয়া যায়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিরাপদ সুস্থ হইয়াছে—কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও চাকুরী তাহার মিলিতেছে না। চাকুরীর বাজার বড় মন্দ। বিশেষ কেরাণীর চাকুরী। ভাল বেতন ও খোরাক্ পোষাক দিয়াও একটা ভাল দাস কিম্বা দাসী পাওয়া কঠিন ব্যাপার, কিন্তু পাশ-করা কেরাণী একজন চাহিলে, দশজন আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে চাকুরীর বাজারে আগুন লাগা বিচিত্র নহে। দেশের লোক ব্যবসায় বাণিজ্যে যতদিন মনোযোগী না হইবে, চাকুরীর মায়া যতদিন ত্যাগ না করিতে পারিবে, ততদিন দেশবাসীর অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, কিছুতেই দূর হইবে না—দেশের লোক এ কথা কতদিনে বুঝিবে?

নিরাপদ, মল্লিনাথকে পাখা করিতে করিতে বলিল—

"মল্লিদা, এত চেষ্টা করেও ত চাক্‌রী একটা মিল্‌ল না। তুমি দিচ্ছ, তাই সংসার চল্‌ছে। কিন্তু কতদিন আর তুমি চালা'বে?"

মল্লিনাথ বসিয়াছিল—শুইয়া পড়িয়া কহিল—

"যতদিন পারা যা'বে—কিন্তু সে কৈফিয়ৎ কি তোমাকে দিতে হ'বে? তা' বল, তা' হ'লে স'রে পড়ি।"

"সে কি ভাই, তুমি কৈফিয়ৎ দিবে কি? তোমার জন্যই এতগুলি প্রাণী বেঁচে আছে। তুমি না এলে কি হ'ত বল দেখি?"

মল্লিনাথ উঠিয়া বসিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল—

"চোপ্ রও, তোমার স্তাবকতা শোন্‌বার জন্য তোমাদের বাড়ীতে প'ড়ে থাকি না। যা' কর্ত্তব্য, তাই করা হয়েছে, আর ভবিষ্যতেও তাই করা হ'বে। তোমার চাক্‌রী কর্‌তে হয়, তুমি খুঁজে পেতে নাও। আমার তা'তে কোনো ওজর নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি চাক্‌রী পা'বে না। তা'র প্রথম কারণ—চাক্‌রী একবার গেলে সহজে আর পাওয়া যায় না; দ্বিতীয় কারণ—তোমার ডান্ হাতখানা জখম্ হবার পর থেকে তুমি কেরাণীর কাজে একেবারে অকর্ম্মণ্য না হলেও, খুব কর্ম্মী নও। এমন স্থলে তোমাকে চাক্‌রী দেবে কে বল দেখি? চাক্‌রী কি মুখের কথা না গাছের ফল যে পেলেই হ'ল?"

তিরস্কৃত নিরাপদ এ সকল প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে না পারিয়া অথবা ভয়ে না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। মল্লিনাথ তখনও বলিতেছে—

"দেখ হে, ওসব মৎলব ছাড়। ভিক্ষায়াং নৈব চ। ভিক্ষায় কিছু হ'বে না। তোমার বাপের ব্যবসায় বাণিজ্য কিছু ছিল ত? বে-তদ্বিরে সেগুলো নষ্ট হ'য়ে গেছে। আমি বলি কি, সেই সব কাজ কর্ম্মই কর না কেন?"

বামাপদ ও মাতঙ্গিনী সেই সময়ে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিরাপদর অন্যান্য ভ্রাতা ও ভগিনীগণও তাঁহাদের পশ্চাতে প্রবেশ

করিয়া যে যাহার আসন গ্রহণ করিল। মল্লিনাথের ইচ্ছায় বৃদ্ধ বামাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সকলকেই সন্ধ্যার পর মল্লিনাথের নিকটে বসিয়া গল্পগুজব করিতে হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে নিরাপদদের বাড়ীতে এইরূপ গল্পের বৈঠক বসিয়া থাকে। সে বৈঠকে ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই আলোচনা হইয়া থাকে। কোনও দিন বা মল্লিনাথ, নিরাপদ তারাপদ প্রভৃতিকে কিছু কিছু ইংরাজী ও বাংলা পড়াইয়া থাকে। মল্লিনাথের বয়স অল্প হইলে কি হয়—তাহার বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। অল্প বয়সে মুরুব্বীয়ানা করিবার সুযোগ ও অবসর পাইয়া তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর নিজের ইচ্ছামত সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিবার তাহার শক্তি ও সুযোগ আছে। স্বাধীন মতাবলম্বী, চরিত্রবান মল্লিনাথ বামাপদর সংসারে কর্ত্তৃত্বের পূরা অধিকার পাইয়া যে পূরাদস্তুর কর্ত্তা সাজিবে, কর্ত্তৃত্ব দণ্ড পরিচালন করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? তাহার চরিত্রের সেইটাই বিশেষত্ব। সে বৈশিষ্ট্য যাহার আছে, সে শিশুই হউক, যুবকই হউক আর বৃদ্ধই হউক, তাহার সম্মুখে অনেককেই মস্তক অবনত করিতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল।

গল্প-গুজবের বৈঠকে সেদিন স্থির হইয়া গেল, নিরাপদ, ভ্রাতাগণের সাহচর্য্যে ব্যবসায় বাণিজ্যই করিবে। ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে যে অর্থের আবশ্যক, সে অর্থ মল্লিনাথ যোগাইবে। মল্লিনাথকে ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয় না—অর্থ আসে তাহার স্নেহময়ী জননীর ভাণ্ডার হইতে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, গঙ্গা—পুত্রকে অর্থ দিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে টাকা খরচ করিবার মল্লিনাথের আর ভাবনা কি? সৎকার্য্যে, বিপন্নের উদ্ধারে টাকা খরচ করিতে পাইলে

মল্লিনাথ অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করে—টাকা জমাইবার দিকে তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। টাকা জমাইয়া তাহার তেমন সুখও হয় না। প্রকৃতি হিসাবে রুচির বিশেষত্ব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"তোর সঙ্গে আর পারলুম না মল্লি, তোকে নিয়ে কি ক'রব বল দেখি?"

"কেন মা, করেছি কি?"

"কি করেছিস্? তোর গায়ের কাপড় কোথায়? এই সেদিন গায়ের কাপড় কিনে এল, আর আজ তুই খালি গায়ে বেড়াচ্ছিস্? বল্, গায়ের কাপড় কি কর্লি?"

"গায়ের কাপড়! এঁ্যা গায়ের কাপড় কিনে এসেছিল নাকি! সেখানা আমার গায়ে ছিল নাকি!"

"আবার দুষ্টামী! আচ্ছা থাক্ তুই, আজ থেকে এক পয়সা তোকে দিব না। দেখি তোর দান ধ্যান চলে কোথা থেকে!"

"সে কি মা, আমার উপর রাগ ক'রে তুমি বিপন্নদের বঞ্চিত ক'রবে?"

"তবে বল্, গায়ের কাপড় গেল কোথা?"

"নিজের মুখে নিজের কথা বল্‌তে কি আছে মা? ভেবে নাও, গায়ের কাপড়খানা কাকে ঠোঁটে ক'রে নিয়ে গেছে, কি হারিয়ে

গেছে, কি বাতাসে উড়ে গেছে—এই রকম যা' হয় একটা কিছু। বাস্, লেঠা চুকে গেল!"

কথা হইতেছিল মাতাপুত্রে। সেই সময়ে মল্লিনাথের পিতা হরসুন্দর সেইস্থানে আসিয়া পড়িলেন। পিতৃদেবকে দেখিয়াই মল্লিনাথ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। হরসুন্দর, গঙ্গাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মল্লি পালাল যে?"

"গায়ের কাপড়খানা হারিয়েছে, তাই তোমাকে দেখে পালাল।"

"হুঁ—হারিয়েছে! সে সন্ধান আমি পেয়ে গেছি। শীতবস্ত্রখানা মল্লি দিয়ে এসেছে কা'কে জান?—এক ভিখারীকে। এ কাণ্ড হয়েছিল শ্যামবাজারের চৌমাথায়। যা'রা সেখানে উপস্থিত ছিল, তা'দের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় আছে। তা'রই মুখে খবরটা আমি পেয়ে গেছি।"

"কি ক'রব ও ছেলেকে নিয়ে বল দেখি? প'রবার কাপড়, গায়ের জামা, শোবার বিছানা পর্য্যন্ত যে ও বিলিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে, তা'র কি করি বল দেখি? ও যে আমাকে ভাবিয়ে তুল্লে।

"কোনো ভাবনা নাই গিন্নি। ওকে আমি আর কোনো কথা বলি না। তুমিও ওকে আর কিছু বল না। গুরুদেবের মুখে উপদেশ শুন্‌তে শুন্‌তে ক্রমেই আমি ভিন্ন মানুষ হ'য়ে পড়্‌ছি। তা'রই ফলে হয়ত আমার মনে হচ্ছে, অমন ছেলে অনেক তপস্যার ফলে মিলে গো, অনেক তপস্যার ফলে মিলে।—হাউস্‌ওলার বাড়ীতে মুচ্ছুদ্দিগিরি ক'রে ত অনেক পয়সা ঘরে আনি। ছেলের হাত্ দিয়ে না হয় কিছু দান খয়রাত্ করাই গেল। তা'র জন্য আর ভাবনার কথা কি আছে?"

"ভাবনার কথা আছে বৈকি গো। অমন উড়ন্ চণ্ডে হ'লে এর পরে যে মল্লি ভারী কষ্ট পাবে—সেটা বুঝছ না। চিরদিন ত আর আমরা থা'কব না।"

"মল্লিকে কষ্ট দেয় কে? দাতার দান তোলাই থাকে। ওর' যা' ইচ্ছে, ও তাই করুক্—ওকে আর কিছু ব'ল না।"

"তোমার আদরেই ছেলেটা মাটি হ'তে বসেছে। লেখা পড়া পর্য্যন্ত ওর কিছু হচ্ছে না।"

"ঐ একটা কথা বটে! কিন্তু লেখা পড়া যে ও কিছু কর্‌ছে না—তা' নয়। মল্লির শিক্ষকদের মুখে শুনেছি, অন্য ছেলে যা' এক মাসে করে, মল্লি তা একদিনে সারে। সে অদ্ভুত মেধাবী।—এই সব কথা শুনে আর ওর কাণ্ড দেখেই ত আর ওকে কিছু বল্‌তে চাচ্ছ না। না হ'লে আমিও কি আর ওকে ভৎ সনা ক'রতেম্ না?"

"কিন্তু ছেলেকে যে তুমি ভারী আদর দাও—সেটা আর অস্বীকার কর্‌তে পার না।"

"কে জানে কা'র কথা কতটা সত্য! ছেলেটা ত আমার কাছে একবার আসে না পর্য্যন্ত—আব্‌দার করা ত দূরের কথা।—আমার বোধ হয়, আদরটা পায় তোমার কাছ থেকেই বেশী। সে কথাটী কিন্তু একবারও বল্‌ছ না। মানুষের নিজের দোষ লুকান—ও একটা স্বভাব।—সেই কারণে তোমাকেও আর দোষ দেওয়া চলে না—কি বল গিন্নি?"

"ভাল, এখন থেকে তা' হ'লে আমিই মল্লিকে শাসন ক'রব।—ওর হাতে আর একটী পয়সাও দিচ্ছি না—তা হ'লেই ও দুরন্ত হ'য়ে যা'বে।"

"ও কাজটী ক'র না গিন্নি, ও কাজটী ক'র না। তা হ'লে

ছেলেটা একেবারে বিগ্‌ড়ে যা'বে। যে যার কাজ নিয়ে সংসারে এসেছে। সে কাজে বাধা দেওয়া চ'লে কিনা? বাধা টিক্‌বে কেন? বাধা পেলে অনেক সময়ে মানুষটা ঠিক্ উল্টো হয়ে যায়। আমার বয়স হয়েছে অনেক—অনেক দেখেছি—অনেক শুনেছি—তাই তোমাকে এসব কথা বল্‌তে পা'রছি। মানিয়ে শাসন কর্‌তে পার, কর—তা'তে আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু সীমার বাইরে যেও না—তা হ'লেই মুস্কিল হ'য়ে যা'বে।"

"তুমি কি বল, আমি তা'র কিছুই বু'ঝতে পারি না। তোমার ভয়েই মল্লিকে আমার আর শাসন করা হ'ল না। কে জানে তা'র ফল কি হ'বে।"

"মল্লি শাসনের ছেলে নয় গো। গুরুবাক্যে বিশ্বাস কর—সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মল্লি এসেছে, একটা ভারী কাজ ঘাড়ে ক'রে। জীব ও জগতের মঙ্গল সাধন করা—একটা খুব বড় কথা। সে কথাটা ছেড়ে দিলেও মনে কর্‌তে পারি—খুব একটা ভারী কাজ মল্লির হাতে আছে। সেই কাজের কাজী হবার জন্যে সে এখন থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের বেহুদা শাসন ও মান্‌বে কেন? ওর দূর ভবিষ্যৎ আমি যেন খানিকটা দেখ্‌তে পাচ্ছি। তা' দেখে আমার যেন গৌরব হচ্ছে, স্পর্দ্ধা বাড়ছে।"

"কি বল্‌ছ তুমি?"

"কিছু না, কিছু না। পাঁচ্‌টা নয়, সাত্‌টা নয়—একটা ছেলে। তা'কে অত শাসন ক'রবার আমার সাধ্যও নাই, আর ইচ্ছাও নাই। তবে শাসন ক'রবার চেষ্টা কর্‌তেম, ছেলে যদি বদ্ হ'ত। কিন্তু ভাল ছেলেকে শাসন ক'রে মন্দ করি কেন? কথাটা বুঝলে গিন্নি?"

"না—একটুও না।"

"তবে বুঝ্‌তে আর পার্‌বে না—বুঝেও আর কাজ নাই। যেমন চল্‌ছে, তেমনি চলুক্। কর্ম্মফল ভগবানের চরণে সমর্পণ ক'রে আমরা নিশ্চিন্ত হই এস।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্বামীর কথাতেই পত্নীকে সম্মত হইতে হইল। হরসুন্দর বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন—গঙ্গাদেবী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—শাসন ভাল, না ভগবানের উপর নির্ভর করা ভাল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সরমা, সরযূকে এতদিন যে চক্ষে দেখিত, এখন আর ঠিক সে চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না। এরূপ ব্যাপারটা যে কেন ঘটিল, সরমা, সরযূকে যে কেন লাঞ্ছিতা করে—গঞ্জনা দেয়, তাহা মাতঙ্গিনী ও বিভাবতীর পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। সরযূর চলা, বলা, বসা, দাঁড়ান, কাজ কর্ম্ম কিছুই সরমার পছন্দ হয় না। ছোট ব'ন বলিয়া সরযূর উপর সরমার এতটুকুও টান নাই! নিদাঘ-মধ্যাহ্নের আতপ-তাপ যেরূপ জ্বালাপ্রদ, সরমার বাক্য-যন্ত্রণাও—সরযূর পক্ষে সেইরূপ জ্বালাপ্রদ হইয়া উঠিতে লাগিল। অথচ কেহই বুঝিতে পারিল না—ইহার হেতু কি—সরযূর উপর সরমার এত রাগ কিসের জন্য।

বিভাবতী সরমাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"হ্যাঁ সরমা, সরযূ তোর দুটি চক্ষের বালাই হয়েছে, কেন বল্ দেখি? ছোট ব'ন, আজ বাদে কাল পরের ঘরে চ'লে যা'বে। তা'র সঙ্গে কি অমন কর্‌তে আছে ভাই?"

চ'খ, মুখ রক্তবর্ণ করিয়া সরমা কহিল—

"কি ক'রব আবার? আমার দোষ কি বল? অত বড় বুড়ো হাতী মেয়ে—একটা কাজ জানে না, কর্ম্ম জানে না; যা'তে হাত দেবে, তাই নষ্ট করবে, আর নেচে নেচে হেসে হেসে বেড়িয়ে বেড়াবে—তা' দেখে আমি কি চুপ্ ক'রে থাক্‌ব? তোমরা সহ্য কর্‌তে পার, আমি কিন্তু তা' পেরে উঠিনা।"

বিভাবতী হাসিয়া বলিল—

"তা'হলে এখন থেকে আমাদের বুঝতে হ'বে যে সংসারের সকলকে শাসন কর্‌বার ভার তোর হাতে—কি বল্?"

"তা কেন? আমি কি তাই বল্‌ছি? তবে এটা বল্‌তে পারি যে সরযূ এখন ভারী বেয়াড়া হ'য়েছে। আইবুড়ো মেয়ের এমন বেয়াড়াপণা ত ভাল নয়!"

"কিসে বেয়াড়াপণাটা দেখ্‌লি তা'র?"

"কিসে নয়—তা'ই তুমি বল দেখি?"

"আমি ত কিছুই দেখ্‌তে পাইনা। তবে তুই বলিস্ বটে। কিন্তু বেয়াড়াপণাটা যে সে কি-করে, তা' তুই বল্‌তে পারিস্ না। ছি সরমা, ব'নে ব'নে এমন ঝগ্‌ড়া বিবাদ কি কর্‌তে আছে? তা' কর্‌লে আমাদের দুঃখের সংসারে দুঃখ আরও বাড়্‌বে ভিন্ন কম্‌বে না।"

"আমাদের সংসারে এখন দুঃখ কষ্ট কিসের? সে বটে এক-দিন ছিল—যখন দাদার রোজ্‌গারে আমাদের খেতে হ'ত। এখন মল্লিদা' আমাদের অন্নদাতা—আর আমাদের ভাবনা কি?"

একটু চ'খ তুলিয়া, একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া—একটু নাসিকা ফুলাইয়া বিভাবতী কহিল—

"কি বল্‌ছিস্‌রে তুই! মল্লিনাথের উপরেও তোর রাগ আছে নাকি? কি সর্ব্বনাশ! মল্লিনাথ না থাক্‌লে যে এতদিন আমাদের সকলকে অনাহারে মর্‌তে হ'ত। হ্যাঁরে সরমা, এ তোর কেমন বুদ্ধি? মা, বাবা, নীরু এরা এ কথা যখন শুন্‌বেন, তখন তাঁ'রা কতটা বিরক্ত হবেন বল্‌ দেখি? আর মল্লিনাথের কাণে এ কথা উঠ্‌লে সেই কি তোদের বাড়ীতে আর মাথা গলা'বে রে?"

"মল্লিদার কথা আমি কিছু বল্‌ছি নাকি?"

"নাকি সুরে অমন 'নাকি নাকি' করিস্‌নে বল্‌ছি। শোন্‌—আমি যা' বলি। আমি তোদের বড় ব'ন। কপাল পুড়িয়ে বাপের বাড়ীতে প'ড়ে আছি—"

তাহার কথায় বাধা দিয়া সরমা কহিল—

"মাথার সিঁদুর মাথায় নিয়ে আমিই বুঝি বাপের বাড়ীর ভাত খাচ্ছি, না?"

"সেই কথাই ত আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম্‌ রে। শোন্‌ বলি—আমাদের আর এ সংসারে আগুন জ্বালান উচিত নয়। বাপ মা'র যা'তে শান্তি থাকে, ভাইগুলি যা'তে বজায় হয়, কায়-মন-বাক্যে ভগবানের কাছে আমাদের সেই প্রার্থনা করাই উচিত। হ্যাঁ সরমা, পরের ছেলে মল্লিনাথ—সে আমাদের সংসারে এতটা করে, আর আমরা সেই উপকারের যদি এমন প্রতিদান দিই, তা' হ'লে সেটা কি আমাদের পক্ষে দেখ্‌তে ভাল হ'বে, না ধর্ম্ম থাক্‌বে? কথাগুলো বোঝ্‌ সরমা।"

"ওর আর বোঝাবুঝি কি আছে দিদি? মল্লিদা আমাদের

উপকারী লোক। তাঁ'র উপর আমাদের আর রাগ গোঁসা কি? তিনি যা' কর্‌বেন, তা'ই চল্‌বে। ওর আবার কথা কি!"

"ও কথাটাও ভাল বল্লিনি সরমা!"

"আমার সবই মন্দ দিদি। কপাল মন্দ না হ'লে—"

সরমা আর কথা কহিল না—গর্জ্জনের পর বর্ষণ আরম্ভ হইল। বিনা কারণে সে গর্জ্জন ও সে বর্ষণ দেখিয়া বিভাবতী একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তবে ভগিনীর চক্ষে জলধারা দেখিয়া বিভাবতী স্থির থাকিতে পারিল না। সরমাকে সে অনেক মিষ্ট কথা বলিল, অনেক সান্ত্বনা দিল, অনেক প্রকারে অনেক কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সরমা সে সকল কথা বুঝিল কিনা, তাহার স্নেহাদরে সরমার দুঃখ দূর হইল কিনা, তাহা বুঝিবার আর বিভাবতীর অবসর রহিল না। মল্লিনাথ তখন বাটীতে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিতেছে—

"দিদি—দিদি!"

বিভাবতীকে চলিয়া যাইতে হইল—ডাকিয়া কাহারও দেখা না পাইলে মল্লিনাথ ভারী রাগ করে। মল্লিনাথের রাগ হইলে সকলের সহিত কথা বন্ধ করিয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে সে বসিয়া থাকে—অথবা বিবাদীগণকে অত্যন্ত দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করে। এই সকল কারণে মল্লিনাথকে ক্রুদ্ধভাবাপন্ন করিতে কেহই বড় একটা সাহস করে না।

বিভাবতী চলিয়া গেল—সরমা একাকিনী বসিয়া আপনার কথা আপন মনে আপনার মনের মত করিয়া ভাবিতে লাগিল। কুমতি তখন সরমার ঘাড়ে চাপিয়াছে। কুমতির ভয়ে সুমতি সরমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মল্লিনাথের জামার পকেট হইতে "ব্যাগ্" বাহির করিয়া লইয়া সরযূ বলিল—

"পাঁচটা টাকা আমি নি?"

রুমাল দিয়া চশমা মুছিতে মুছিতে মল্লিনাথ কহিল—

"না বলে কা'রও কোনো জিনিস নিলে তা'কে কি বলে সরযূ?"

প্রশ্নটা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় সরযূ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া আর কোনও কথা বাহির হইল না। বেতসলতার মত সে কাঁপিতেছিল--তাহার হস্ত হইতে "ব্যাগ্টী" মাটীতে পড়িয়া গেল। "ব্যাগে" যে টাকা ও "নোট" গুলি ছিল, "ব্যাগের" মুখ খুলিয়া যাইতে তাহা মেঝ্যার উপর ছড়াইয়া পড়িল। তখন মল্লিনাথের মুখে হাসি আর ধরে না। হাসিতে হাসিতে কাশিতে কাশিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মল্লিনাথ কহিল—

"কেমন ভয় দেখিয়েছি। আমাকে না ব'লে না ক'য়ে আর আমার ব্যাগে হাত্ দেবে?"

লজ্জায় সরযূর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। কোনও কথা না কহিয়া পলাইয়া যাইয়া লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা সে করিতেছিল। কিন্তু মল্লিনাথ তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

"চ'লে যাচ্ছ যে। রাগ হয়েছে বুঝি? পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়া সরযূ কহিল—

"আমায় যেতে দাও মল্লিদা' ?"

"কেন—টাকা চাই না ?"

"না।"

"কেন—রাগ হয়েছে ?"

"না।"

"অভিমান হয়েছে ?"

"না।"

"ক্ষিদে পেয়েছে ?"

সরযূ এবার হাসিয়া ফেলিল। তবে সে হাসি খুব চাপা—অধর কোণে ও নয়ন কোণে সে হাসির রেখাটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল মাত্র। সরযূর সে হাসি দেখিয়া মল্লিনাথ হাসিয়াই কহিল—

"রাগ্‌টা পড়েছে দেখ্‌ছি। তা' বেশ হয়েছে। এখন ক' টাকা চাই বল।

খোঁপাটা একটু কসিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সরযূ বলিল—

"চাই না।"

"ইস্—এখনো রাগ রয়েছে দেখ্‌ছি দাঁড়াও, মাকে আর নিরুকে তোমার রাগের কথা ব'লে দিচ্ছে। তা' হ'লেই টের্‌টা পাবে এখন।"

এ কথায় সরযূ অত্যন্ত ভয় পাইল। সে জানিত, মল্লিদা' যদি মাকে কিম্বা কাহাকেও কোনও কথা বলিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষরূপে তিরস্কৃতা হইতে হইবে। সরযূ হাত মোচ্‌ড়াইতে মোচ্‌ড়াইতে কহিল—

"না মল্লিদা', তুমি কা'কেও কিছু ব'ল না। তোমার পায়ে পড়ি মল্লিদা।"

হাসির উপদ্রবে পেট ফুলিয়া উঠিলে, চেষ্টা করিয়া যতটুকু গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারা যায়, সেই গাম্ভীর্য্যটুকু রক্ষা করিয়া মল্লিনাথ কহিল—

"হুঁ—তবে টাকা নেবে ?"

"নেব।"

"ক টাকা।"

"এক টাকা।"

"এই যে বল্‌ছিলে পাঁচ টাকা ?"

"আচ্ছা পাঁচ টাকাই দাও।"

"তা'হলে—ভয়ে বা উপরোধে টাকা নিচ্ছ ; টাকার দরকার তোমার নেই ?

এ কথার উপরে কি কথা বলিতে হইবে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও সরযু তাহা স্থির করিতে পারিল না। কাজেই তাহাকে চুপ্ করিয়া থাকিতে হইল। মল্লিনাথ জিজ্ঞাসা করিল—

"চুপ ক'রে রইলে যে ?"

"কি বল্‌ব বল !"

"ক টাকা চাই ?"

"পাঁচ টাকা।

"টাকা কি হ'বে ?"

"পশম কি'নব—মা বল্‌ছিলেন, তোমার জন্য একখানা ছাটা ফুলের আসন বুনে দিতে হ'বে'।"

"কি হ'বে আসনে ?"

"তুমি ব'সবে।"

"আর সকলে বস্‌বে কিসে—মাটীতে, নয় !"

সরযুকে আবার কথা বন্ধ করিতে হইল। মল্লিনাথ কহিতে লাগিল—

"তোমার আসন তৈরী কর্‌বার সখ হয়েছে, তা' না হয় কর। কিন্তু সে আসনে আমি বস্‌ছি না। মাটীই আমার আসন—মাটীর চেয়ে পবিত্র আসন আর কি আছে?"

"আসনে তুমি যদি না ব'স, তা' হ'লে—আসন আর বুনবও না। কাজেই টাকারও আর দরকার হ'বে না।"

"আবার রাগ—আবার অভিমান?"

"কৈ, না!"

"বেশ, টাকা পাঁচটা তা' হ'লে নিয়ে যাও। বাকী টাকাগুলো মাটী থেকে তুলে ব্যাগে পুরে যেখানে ছিল, সেইখানে রেখে দাও। বাস্, তা হ'লেই তোমার ছুটি।

সরযূ সেই কার্য্যেই ব্যাপৃতা হইল। বামাপদ সেই সময়ে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া মেঝ্যার উপরে টাকা ছড়ান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আজ কাল টাকা কি তোমার এত সস্তা হয়েছে বাবা?"

মল্লিনাথ কহিল—

দেখুন না, সরযূ রাগ ক'রে সব টাকাগুলো মাটীতে ফেলে দিয়েছিল। আবার ভয় পেয়ে নিজেই সেগুলো কুড়োচ্ছে।"

"সরযূর বাবা যা' করতে পারে না, সরযূ যদি তা ক'র্‌তে পারে, তা' হ'লে তা'র বাহাদুরী আছে। যাক্ গে সে কথা। নিরু, তারাকে ত ব্যবসায় বাণিজ্য ধরা'লে। কিন্তু ওরা পা'রবে কি?"

"সে অঙ্গীকার ত' আমি কর্‌তে পারি না। তবে এইটুকু

বল্‌তে পারি যে চেষ্টা ক'র্‌লে চেষ্টার ফল এক দিনে না হ'ক্, দশ দিনেও ফলে।"

"তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক্ বাবা। তুমিই এখন আমার সর্ব্বস্ব—তুমিই আমার ভগবান। তুমি যেমনটী ব'ল্‌বে, তেমনিটী আমাদের ক'র্‌তে হ'বে।"

"সে কথা আপনি বলেন, মা বলেন, অন্যান্য সকলেও ব'লে থাকে বটে। কিন্তু সরযু তা' মান্‌তে চায় না। কি সরযূ, সব কথা ব'লে দেব না কি?"

সরযূর মুখে কাতরতার চিহ্ন দেখিয়া মল্লিনাথ কাতর হইয়া পড়িল। সে সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গ মল্লিনাথ আর উত্থাপিত করিল না। ব্যবসায় বাণিজ্যের কথাই চলিতে লাগিল। নিরাপদ ও তারাপদ আসিয়া সেই সকল কথাবার্ত্তায় যোগাদান করিল। সেই অবসরে ব্যাগ্‌টী মল্লিনাথের পার্শ্বে আস্তে আস্তে রাখিয়া সরযূ নিঃশব্দে ছুটিয়া পলাইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সরযূর উপর সরমার ভারী হিংসা। মনে মনে সে কোন্ কথা কেমন রঙ্গে রাঙ্গাইয়া ভাবিত, মুখে তাহা কোনও দিনই সে প্রকাশ করে নাই। তবে লক্ষণ দেখিয়া বলিতে হইলে বলিতে পারা যায় যে সরযূকে মল্লিনাথের এতটা ভালবাসাটাই সরমার রাগ ও হিংসার বিশেষ কারণ।

সরযূ, কুমারী। মল্লিনাথের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে তাহারা

আবদ্ধ হইতেছে, সরমার বিশ্বাস—একদিন হয়ত মল্লিনাথ ও সরযূ বিবাহ-পাশে আবদ্ধ হইতে পারে। সরমা স্বয়ং দরিদ্র স্বামীর পত্নী। জীবনে সে অনেক কষ্টই পাইয়াছে আর এখনও পাইতেছে। সেই কারণেই সে কাহারও ভাল, বড় একটা দেখিতে পারে না। সুতরাং তাহার ভগিনী সরযূ যদি এমন "ঘর বর" পায়, তাহা হইলে সরমার তাহাতে সুখ হইবে কেন? সরমা চাহে —তাহার যেমন হইয়াছে, শুধু সরযূর কেন, পৃথিবী শুদ্ধ লোকেরই সেইরূপ হউক। তাহা হইলে কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ বা কাহারও প্রতি সরমার হিংসাদ্বেষের আর কারণই থাকে না। কিন্তু সরযূ যদি মল্লিনাথের বাম পার্শ্বে স্থান পায়, তাহা হইলে সরমার বাঁচা কঠিন হইবে। হিংসার বড় জ্বালা!

কিন্তু এ বিবাহ যে সিদ্ধ হইবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? মল্লিনাথ, সরযূকে কি সত্য সত্যই ভাল বাসে? বাসে বৈ কি! ভাল না বাসিলে, সরযূর এত উৎপাত, এত উপদ্রব মল্লিনাথ সহ্য করিবে কেন? আর সরযূ--সে ত মল্লিনাথের নামে একপ্রকার পাগলিনী। অতএব বুঝা গেল—ইহাদের মধ্যে প্রেম-সঞ্চার হইয়াছে।

সরমার মনে একথা উদয় হইতেই তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল,—মাথায় হাত দিয়া সে বসিয়া পড়িল।

কিন্তু একটা কথা—মল্লিনাথ ও তাহারা ত এক জাতি নহে। এক জাতি না হইলে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইতে পারে না। সরমার মনে একটু আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহার মনে হইতে লাগিল—প্রেমের আবার জাতি বিচার কি? মল্লিনাথ যেরূপ একগুঁয়ে প্রকৃতির যুবক, সে হয়ত সরযূকে বিবাহ

করিবার জন্য হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও করিতে পারে। পুষ্প-ধন্বুর উপদ্রবে অনেকেই ধর্ম্মের গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। মল্লিনাথই বা তাহা না করিবে কেন? তবে এ প্রথার বিবাহে কি মল্লিনাথের পিতামাতা অনুমতি দিবেন?

কিন্তু অনুমতি পাইবার অপেক্ষা করে কে? নায়ক নায়িকার মতের উপর—চ'খের নেশার উপরই ত এরূপ বিবাহ নির্ভর করে। পিতামাতার মতামতের মূল্য সেরূপ স্থলে আর কতটুকু?

সরমা বিষম চিন্তায় পড়িয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—এ এ বিবাহ কেমন করিয়া বন্ধ করা যায়।

এ সম্বন্ধে কাহারও সহিত পরামর্শও ত সে করিতে পারে না। মল্লিনাথের বিরুদ্ধে যাহার নিকট সে কোনও কথা উত্থাপন করিবে, তাহার নিকটই সে লাঞ্ছিতা হইবে। এরূপ স্থলে কাহার সহিত সে কি কথা কহিতে পারে!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সরমা এক উপায় স্থির করিল। দুই দশ দিন গত হইলে এ কথা ও কথা কহিতে কহিতে জননীর নিকট সরমা প্রস্তাব করিল—

"মা, সরযূ ত কলাগাছের মত বেড়ে উঠ্ছে। এই বেলা ওর বিয়ে দাও। বেশী বেড়ে উঠ্লে ওর বর মেলা মুস্কিল হ'বে।"

সরমার কথা শুনিয়া মাতঙ্গিনী বিশেষ প্রীতা হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—সরমা তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীকে দুইটী চক্ষে দেখিতে পারে না। আজ সেই সরমার মুখে সরযূর ভাবী মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে এতগুলি কথা শুনিয়া তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি বিভাবতীকে ডাকিয়া বলিলেন—

"শুন্ছিস্ বিভা, সরমা কি বল্ছে, শুন্ছিস্?"

যে কথাগুলি সরমা তাঁহার নিকট বলিয়াছিল, সেই কথাগুলি বিভাবতীর নিকট বিবৃত করিয়া মাতঙ্গিনী কহিলেন—

"হাজার হ'ক্, মা'র পেটের ব'ন—ঝগড়া ঝাঁটিই করুক্, আর যাই করুক্, সরযূর অমঙ্গল সরমা কি কখনো মনের কোনে ঠাঁই দিতে পারে?"

জননীর মতেই বিভাবতী মত প্রকাশ করিল। তখন কথা হইল, সরযূর বিবাহ সম্বন্ধে মল্লিনাথের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে হইবে। মল্লিনাথের মত ভিন্ন ত আজকাল তাহাদের সংসারে কোনও কাজ হইবার উপায় নাই। এখন কর্ত্তাকে কোনও কথা না বলিলে, তাঁহার সহিত কোনও বিষয়ের পরামর্শ না করিলে বরং চলে, কিন্তু মল্লিনাথের সহিত কথা না কহিলে, পরামর্শ না করিলে কোনও কার্য্যই হইবার উপায় নাই।

সরমা বলিল—

"মল্লিদাকে এখন অত কথা বল্‌বার দরকারটা কি হচ্ছে? মল্লিদার কাজ ত সতের রকমের—পাত্তর খোঁজ্‌বার ভারটাও তাঁ'র ঘাড়ে চাপা'লে চল্‌বে কেন? দাদা, বাবা, আগে পাত্তর ঠিক্ করুন, তা'র পর মল্লিদার সঙ্গে কথা কওয়া যা'বে—কি বল দিদি?"

ঘাড় নাড়িয়া বিভাবতী বলিল—

"তা' কি হয়—মল্লিনাথ কিছু জান্‌বে না, অথচ ভিতরে ভিতরে একটা এত বড় কাজ হ'বে, সেটা কি ভাল কথা? মল্লিনাথ পরে সকল কথাই শুন্‌বে—তখন সে ভারী রাগ কর্‌বে।"

পা ছড়াইয়া বসিয়া মাতঙ্গিনী সুপারি কাটিতেছিলেন। সুপারি কাটা বন্ধ করিয়া যাঁতিখানা মাটীর উপরে রাখিয়া বিভাবতীর পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি কহিলেন—

ঠিক্ বলেছিস্ বিভা। তোর ভারী বুদ্ধি মা। মল্লিনাথকে না ব'লে এখন কি কোনো কাজ করা যেতে পারে! পরের ছেলে আপনার হ'য়েছে। তা'কে চটালে, আবার পর হ'তে তা'র কতক্ষণ? তা'র জন্যই আমরা সকলে দুবেলা আঁচাতে পা'বৃছি, লজ্জা রাখবার বস্তর পাচ্ছি—ছেলেদের একটা কারুকারবারও চল্ছে। ওরে বাপরে, তা'কে না ব'লে কি কোনো কাজ হ'তে পারে? কর্ত্তার কাণে কি নিরু তারার কাণে এ কথা উঠ্লে তা'রা আর রক্ষে রাখ্বে না।"

সেই পরামর্শই অবশেষে সুপরামর্শ বলিয়া স্থির হইল। সরমা অবশ্য সে পরামর্শটাকে সুপরামর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না। তবে সে কথাটা তাহার মনে মনেই রহিল। প্রকাশ্যে তাহাকে অবশ্য বিপরীত ভাবটাই প্রকাশ করিতে হইল। স্বার্থবুদ্ধি যাহাদের পাপ করিতে শিখায়, এরূপ করা ভিন্ন তাহাদের আর কিছু উপায় আছে কি?

নবম পরিচ্ছেদ

খুব মেঘাড়ম্বর, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত ও অতিবৃষ্টির পর সূর্য্যালোক দেখিলে জীবের যেরূপ আনন্দ হয়, খুব দুঃখ কষ্টের পর সুখের ক্ষীণালোক দেখিয়া বামাপদ এবং মাতঙ্গিনী প্রভৃতির সেইরূপই আনন্দ হইল। মল্লিনাথের অর্থসাহায্য, বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে

নিরাপদদের ব্যবসায় বাণিজ্য বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্যবসায়—কাটা কাপড়ের—তাহাতে বেশ দুই পয়সা মুনাফা আছে।

যখন ব্যবসায় চলিল, দুই পয়সা আসিতে লাগিল, তখন নিরাপদ ও তারাপদ প্রভৃতির বিবাহের জন্য ঘটক ঘট্‌কীর যাতায়াতও সে বাড়ীতে বাড়িয়া উঠিল। একদিন যাহারা সে সংসারের খোঁজ্ খবর রাখে নাই, দরিদ্রের সংসার বলিয়া যাহারা সে সংসারকে বরং ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সময় বিশেষে হয়ত লাঞ্ছিতও করিত, তাহারাও এখন অযাচিত ভাবে বামাপদর নিকট উপস্থিত হইয়া বন্ধুভাবে বসে দাঁড়ায়, গল্প গুজব করে, তামাক্ খায় এবং বলিয়া থাকে—তাঁহার যেমন সোণার সংসার, এমন সংসার আজকালের দিনে বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ছেলেদের অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশীদিন রাখিলে তাহাদের যে বিশেষ ক্ষতি হইবে, এমন উপদেশও অনাহুত বন্ধুবর্গ এখন অযাচিত ভাবে দিয়া থাকে। সরলস্বভাব বৃদ্ধ বামাপদর মনটাও যে তাহাতে গলিয়া না যায়, এমন নহে। তাহার উপর মাতঙ্গিনীর অনুনয়, অনুরোধও যে নাই, এমন কথাও বলা চলে না। কিন্তু বামাপদ কি করিতে পারেন—মল্লিনাথের মত্ না হইলে ত তিনি কিছুই করিতে পারেন না। মল্লিনাথের কথা—সংসার আর একটু সচ্ছল না হইলে, সরযূকে উপযুক্ত পাত্রে দান করিতে না পারিলে নিরাপদ ও তারাপদর বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

মল্লিনাথের মতেই সকলের মত। তাহার অমতে কার্য্য করিবার শক্তি সে সংসারে কাহারও নাই। মল্লিনাথ হইতেই তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি; মল্লিনাথের চেষ্টা যত্নেই তাহাদের খ্যাতি সম্মান। সুতরাং মল্লিনাথের অমতে তাহারা কার্য্য করে কোন্ সাহসে?

মল্লিনাথের কথাগুলি কিন্তু অনাহূত হিতৈষী বন্ধুগণের আদৌ ভাল লাগে না। বামাপদকে ঘেরিয়া বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে বামাপদকে তাহারা বুঝাইতে লাগিল—"ও সকল কথা কোনও কাজের কথা নহে। মল্লিনাথের বয়সই বা কি আর বুদ্ধিই বা কি? ছেলে মানুষের কথা তিনি অতটা কাণেই বা তুলিবেন কেন?"

বামাপদ, তাহাদের বুঝাইয়া দিলেন, মল্লিনাথ সে সংসারের কে এবং তাঁহার সংসার মল্লিনাথের নিকট কতটা ঋণী। বামাপদ, উপকারীর উপকার অস্বীকার করিতে জানেন না। সেই কারণেই মল্লিনাথের কথা তিনি গোপন করিলেন না—গোপন করিবার আবশ্যকও বুঝিলেন না। উপকার পাইয়া যাহারা সে উপকারের কথা গোপন করে, বামাপদের মতে তাহারা ঘটী চোর। বামাপদ ঘটীচোর হইতে রাজী নহেন।

বাহিরের গোল্‌মালটা বামাপদ কোনও প্রকারে মিটাইলেন বটে, কিন্তু বাড়ীর ভিতরে যে গোলমালটা চলিয়াছিল, তাহা মিটাইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে খুব কঠিন হইয়া পড়িল। সরমার বুদ্ধিতে পড়িয়া মাতঙ্গিনীকে এখন বুঝিতে হইয়াছে যে কোনও বিশেষ কারণে সরযূর বিবাহ দেওয়া মল্লিনাথের আপাততঃ অভিপ্রেত নহে। নিরাপদ ও তারাপদর বিবাহ দিলে পাছে সেই সঙ্গে সরযূর বিবাহও দিতে হয়, সেই কারণে মল্লিনাথ, তাহাদের বিবাহে আপত্তি করিতেছে।

মাতঙ্গিনী স্বয়ং যেমন বুঝিয়াছিলেন, বামাপদকেও তিনি সেইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কথা কাটাকাটির পর বামাপদকেও বুঝিতে হইল যে, মাতঙ্গিনী যাহা বলিতেছেন, তাহাতে কিছু সত্য নিহিত থাকিলেও থাকিতে পারে।

কিন্তু সে কথা বুঝিয়াই বা তিনি করিবেন কি? মল্লিনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করা তাঁহার সাধ্য নহে। তবে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বামাপদ এক উপায় স্থির করিলেন। মল্লিনাথকে নির্জ্জনে পাইয়া বামাপদ একদিন বলিলেন—

"তুমি যদি একটা কথা রাখ, তা' হলে তোমায় একটী অনুরোধ করি বাবা।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মল্লিনাথ কহিল—

"আপনার অনুরোধ! আচ্ছা, কি বলুন।"

"এই—এই বল্‌ছিলুম কি—এই সরযূর বিয়েটা এখন না হয় থাক্। একটা ভাল ঘর বর দেখে ওর যা' হয় একটা করা যা'বে। সে বিষয় তুমি যেমন বুঝবে, তেমনি কর্‌বে। কিন্তু নিরু, তারার বিয়ের জন্যে পাঁচজনে আমাকে ভারী ধরাধরি কর্‌ছে। তুমি রাজী হ'লেই, আমি রাজী হই।"

"এ বুদ্ধি আপনাকে কে দিল? মেয়ের বিয়ে না দিয়ে ছেলেদের বিয়ে দিতে হ'বে—সেটা কেমন কথা বলুন দেখি?"

"আমি তা' বল্‌ছি না বাবা। তবে বল্‌ছি কি—ছেলেদের বিয়ে দিচ্ছি না ব'লে পাঁচজনে পাঁচ কথা বল্‌ছে।"

"সে পাঁচজন কে?—খুব বুদ্ধি তা'দের। তবে বিয়ে দিবার ইচ্ছা যখন অতটাই হয়েছে, তখন একসঙ্গে ছেলে মেয়ের পাত্রী ও পাত্র খুঁজুন। তা'তে আমার আপত্তি নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, ওদের কার্-কারবার আর একটু ভাল হ'লে, তা'র পর বিয়ে থা দেওয়া যা'বে। কিন্তু তা' যখন আপনাদের পছন্দ হচ্ছে না, তখন আপনা-দের মতেই আমার মত।"

"বেঁচে থাক বাবা—চিরজীবি হও। আমাদের সংসারের জন্য

ভেবে ভেবেই তোমার শরীর নষ্ট হ'ল বাবা। যা' হ'ক, তোমার কল্যাণে যখন ছেলেগুলোর নূন ভাতের যোগাড় হয়েছে, তখন ওদের বিয়ে থা দিয়ে, সংসারে স্থিতি ক'রে মর্‌তে পার্‌লেই আমার সুখ হয়। তুমি যে আমাদের আর জন্মে কে ছিলে বাবা, তা' বল্‌তে পারি না। তবে এ জন্মে তোমাকে বাবা বলেছি—আর বাপের কাজও তুমি কর্‌ছে। এখন এই কাজটুকু ক'রে দাও বাবা। ঐটুকু হ'লেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি তোমাদের কোলে মাথা রেখে মরি, আর তোমাদের কাঁধে—"

বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। মল্লিনাথ, বৃদ্ধের হস্ত দুইখানি ধরিয়া কহিল—

"আপনি কাঁদেন কেন—কান্নাকে আমি বড় ভয় করি। চক্ষের জল মুছুন্‌ আপনি। তা'রপর কথা ক'ব।"

বামাপদর অশ্রুজল মল্লিনাথই মুছাইয়া দিল। তৎপরে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। বামাপদ বুঝিলেন—বিবাহ ব্যাপারে—মল্লিনাথের প্রাণখোলা মত নাই; তবে একান্তই যদি সে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতেও তাহার আপত্তি নাই।

দশম পরিচ্ছেদ

সরযূ এখন আর বড় একটা মল্লিনাথের সম্মুখে আসিতে চাহে না। তাহার কেমন যেন একটা লজ্জার ভাব আসিয়াছে। যৌবনোন্মুখী বালিকা এখন "মল্লিদার" কণ্ঠস্বর শুনিতে ভালবাসে, "মল্লিদার" গল্প শুনিতে ভালবাসে, "মল্লিদাকে" লুকাইয়া দেখিতে ভালবাসে—কিন্তু

"মল্লিদার" সম্মুখে আসিতে হইলেই তাহার যত বিপদ উপস্থিত হয়। মল্লিনাথ তাহাকে দশবার ডাকাডাকি করিয়াও এখন একবার দেখিতে পায় না। মল্লিনাথ ভাবিতে লাগিল—যাহাকে না ডাকিতে দশবার আসিত, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে দশটা কথা কহিয়া ফেলিত, যাহার আদর আব্দার শ্রাবণের ধারার মত অবিরল-বর্ষী ছিল, আজ তাহাকে ডাকিয়াও তাহার দেখা পাওয়া যায় না কেন? অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিভাবতীকে একদিন সে জিজ্ঞাসা করিল—

"দিদি, সরযূকে ডাক্‌লেও আর আসেনা কেন?"

কি বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া—বিভাবতী বলিয়া ফেলিল—

"তা'র ভারী লজ্জা হয়েছে—তা'র বিয়ের কথা হচ্ছে কিনা!"

"কি মুস্কিল! আমি তা'র দাদা—আমার কাছেও তা'র লজ্জা! ডাক তা'কে।"

বিভাবতী, সরযূকে ডাকিতে গেল—কিন্তু সরযূ কিছুতেই "মল্লিদার" নিকট আসিতে চাহে না। সরযূর বিশ্বাস—মল্লিদার সহিতই তাহার বিবাহ হইবে। মল্লিদা ভিন্ন আর কে তাহার বর হইতে পারে?

বালিকার এমন ধারণা যে কেন হইল, সে কথা কেবল প্রণয়ের দেবতাটীই বলিতে পারেন। মল্লিনাথকে জিজ্ঞাসা করিলে, কোনও কথারই সে সদুত্তর দিতে পারে না। মল্লিনাথের স্বভাব—সকলের সহিতই সে আমোদ আহ্লাদ করে, সকলকেই সে মিষ্ট কথা বলে, আবার রাগ কি অভিমান হইলে সকলকেই সে দশ কথা শুনাইয়া দেয়—প্রহার পর্য্যন্ত করিতেও উদ্যত হয়। সেই স্বভাব বশেই সরযূর সহিত সে এতটা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিল। সরযূ দেখিতে ভাল, সরযূর স্বভাব ভাল, সরযূর কথা মিষ্ট, সরযূ সেবানুরাগিণী—এই সকল

কারণেই মল্লিনাথ তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে ভালবাসায় প্রণয়ের এতটুকুও গন্ধ নাই। প্রণয় কাহাকে বলে, এতটা বয়স হইলেও মল্লিনাথ তাহা বুঝিতে বা শিখিতে পারে নাই। সে শিখিয়াছে দরিদ্রের সেবা করিতে, আর্ত্তকে রক্ষা করিতে, বিপন্নের বিপদে মাথা দিতে, স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে। ইহা ভিন্ন তাহার ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, চিন্তা নাই, ধারণা নাই। মল্লিনাথ প্রেমিক বটে, কিন্তু তাহার প্রেম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। তাহার প্রেমাস্পদ, সংসার-সংগ্রামে বিপন্ন জীব—তাহার প্রেম, দরিদ্র নারায়ণের সেবা। যাহার প্রেম, কুলুনাদিনী স্রোতস্বিনীর মত সাগর সঙ্গমে ছুটিয়াছে, সে কেমন করিয়া জানিবে, রমণীর প্রেম কোন্ পথে কেমন করিয়া চলিয়া থাকে। সে প্রেমের সম্মান কেমন করিয়া সে রক্ষা করিবে—কেমন করিয়া সে প্রেমের সে প্রতিদান দিবে? হায় সরযূ, তুমি কি বুঝিয়া কি করিয়াছ? মল্লিনাথের অনন্ত ভালবাসার তরঙ্গে পড়িয়া তুমি তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিলে; কিন্তু সে পদে তোমার স্থান মিলিবে কি? রত্নলাভের আশায় তুমি সাগরে ঝাঁপ দিয়াছ—সে কারণে তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কে জানে—তুমি ডুবিবে কি উঠিবে।

বিভাবতী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"সে আস্‌বে না।"

একটু আশ্চর্য্য হইয়া মল্লিনাথ কহিল—

"আস্‌বে না! কেন আস্‌বে না—রাগ হয়েছে?"

"কি জানি—আজকাল সে ভারী দুষ্ট হয়েছে।"

"চল, তা'র দুষ্টামী বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।"

কথাটা বলিয়াই পাকশালার দিকে মল্লিনাথ অগ্রসর হইল।

সরযূ সেইখানে চুপ্‌টী করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। মল্লিনাথ তাহার মাথাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"রাগ হয়েছে? কেন, বোন্‌বার পশম ফুরিয়েছে নাকি? তা'ত ব'ল্‌লেই হ'ত। অত রাগারাগির দরকারটা হয়েছে কি? এখানে না হয় রাগারাগি চল্‌ছে, বিয়ের পর শশুর বাড়ী গেলে আমাকেই বা সেখানে পা'বে কোথা' আর রাগই বা কর্‌বে কা'র উপরে?"

"এতগুলি কথার একটী উত্তরও সরযূ দিতে পারিল না। লজ্জায় সে মরিয়া যাইতেছিল। সে যেমন চুপ্‌ করিয়া বসিয়াছিল, তেমনই চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল। মল্লিনাথ তাহার দক্ষিণ হস্তখানি ধরিয়া টানিয়া বলিল—

"চল মা'র কাছে। তোমার রাগের বিচার আজ সেইখানেই হ'বে।

মল্লিনাথের করস্পর্শে বালিকার সমস্ত শরীরে যে কি একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রবাহিত হইল, কিরূপ যে একটা বিপুল পুলকের সৃষ্টি হইল, তাহা সরযূ অনুভব করিল মাত্র। তাহা প্রকাশের ভাষা নাই, আর প্রকাশ করিবেই বা সে কাহার কাছে? সে যে কুমারী! তখনও মল্লিনাথের হস্তে সরযূর মৃণাল করপল্লব রহিয়াছে। মল্লিনাথ তখনও জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"যা'বে না?"

নিদ্রোত্থিতের মত সরযূ কহিল—

"কোথায়?"

মল্লিনাথ হাসিয়া বলিল—

"শ্বশুর বাড়ী।"

হাত ছিনাইয়া লইয়া সরযূ দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। মল্লিনাথ হাসিতে হাসিতে চীৎকার করিতে করিতে বলিল—

"দুয়ো, হেরে গেল। দিদি, ধর ধর, সরযূ আমাদের না ব'লে ক'রে শ্বশুর বাড়ী পালাচ্ছে।"

চীৎকার ও লম্ফে বাড়ী সরগরম্ করিয়া মল্লিনাথ বাহিরের ঘরে চলিয়া গেল। আজ তাহাকে নিরাপদদের বাটীতেই রাত্রি যাপন করিতে হইবে। বামাপদ আজ তিনদিন হইল তাঁহার শ্যালক-গৃহে গিয়াছেন। নিরাপদ ও তারাপদও পিতার অন্বেষণে গিয়াছে। তাহাদেরও এ পর্য্যন্ত দেখা নাই। বাটীতে পুরুষ অভিভাবক কেহ নাই বলিয়া মল্লিনাথকেই আজ বাটী রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

মল্লিনাথ চলিয়া গেল—সরমা তাহার মাতার গা ঠেলিয়া বলিল—

"দেখ্‌ছ সব মা! অত বড় আই বুড়ো মেয়ের সঙ্গে মল্লিদার ঐ সব ন্যাকামী করা ভাল দেখায় কি?"

মাতঙ্গিনী কোনও কথা কহিলেন না। বিভাবতী বলিল—

"সরযূ তুই হচ্ছিস্ কি? কা'কে কি বল্‌তে হয়, তা' তুই শিখ্‌লিনি এখনও! মল্লিনাথ তোদের সংসারের কে, তা' কি তুই জানিস্‌নে?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সরমা কহিল—

"তাই ব'লে উনি যা' ই'চ্ছে তা'ই কর্‌বেন বুঝি?"

বিশেষ বিরক্তির সহিত বিভাবতী কহিল—

"চুপ্—কোনো কথা বলিস্ নে—সর্ব্বনাশ হ'য়ে যা'বে।"

সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া—মাতঙ্গিনী কি ভাবিলেন—বলিতে পারা যায় না। তবে তিনিও সরমাকে কিছু তিরস্কার করিলেন। সরমাকে আবার অপ্রতিভ হইতে হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বামাপদ আজ তিন দিন বাড়ী ছাড়া। পিতার সংবাদ আনিবার জন্য নিরাপদ ও তারাপদ দুইজনেই মাতুলালয়ে গিয়াছে। কিন্তু তাহাদেরও কোনও সংবাদ নাই। এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া মল্লিনাথ কখনও বামাপদ, নিরাপদ ও তারাপদর উপর ক্রুদ্ধ হইল, কখনও বা তাহারা কোনও কারণে বিপন্ন হইয়াছে মনে করিয়া তাহাদের জন্য অতি মাত্রায় চিন্তিত হইয়া পড়িল। মল্লিনাথের স্বভাবই এইরূপ। যখন যে ভাব, তাহার মনে উদয় হয়, একাগ্রতাগুণে সে ভাবটাকে মল্লিনাথ খুব বড় করিয়া লয় এবং সেই ভাবে সেইরূপ কার্য্য করিবারও চেষ্টা করে। মল্লিনাথ-চরিত্রের সেইটাই একটা বিশেষত্ব।

মল্লিনাথের যখন মনে হইল যে বৃদ্ধ বামাপদ কোনও না কোনও বিপদে পড়িয়াছেন, তখন করুণা ও সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তখনই মল্লিনাথ, নিরাপদর মাতুলালয়ে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কোথায় যা'বে বাবা ?"

"চুলোয় যা'ব—যেখানে সকলে গিয়ে ব'সে তাল পাকাচ্ছে। একবার আক্কেলটা দেখ দেখি—কর্ত্তা আজ তিন দিন বাড়ী ছাড়া, ছেলে দুটোকে পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন, আর একটা খোঁজ খবর পর্য্যন্ত দিবার সময় হ'ল না! আচ্ছা—দেখা হ'ক্ আগে, তা'রপর এর বিচার হ'বে।"

আর কোনও কথা না বলিয়া মল্লিনাথ বাটীর বাহিরে চলিয়া গেল। খুব রাগ, খুব অভিমান, অথবা খুব করুণা হইলে মল্লিনাথ এইরূপ কথাই বলিয়া থাকে এবং এইরূপ আচরণ করিয়া বসে।

মল্লিনাথ যখন নিরাপদর মাতুলালয়ে উপস্থিত হইল, বামাপদ, নিরাপদ, তারাপদ এবং নিরাপদর মাতুল গোবর্দ্ধন দাস একটা ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে বসিয়া কি একটা বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিল। মল্লিনাথের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া তাহাদের সকলেরই ভয় হইল।

মল্লিনাথের স্বভাবের বিষয় তাহারা সকলেই ত অবগত আছে। সুতরাং ভয় ত তাহাদের হইবারই কথা। মল্লিনাথের ক্রোধ হইলে সে কাহারও বড় একটা খাতির রাখে না।

মল্লিনাথ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতেই তাহার মুখে যাহা আসিল, বামাপদ ও নিরাপদ প্রভৃতির উদ্দেশে তাহাই সে বলিয়া ফেলিল। মাতুল গোবর্দ্ধনও সে ভৎসনা হইতে পরিত্রাণ পাইল না। কিন্তু পেটে খাইলেই পিঠে সহিতে হয়। মল্লিনাথের কুবাক্যগুলি তাহাদের সকলকেই হজম্ করিতে হইল। মল্লিনাথের ভৎসনা সহ্য করা ভিন্ন তাহাদের আর উপায় কি? যে অন্নদাতা—শুভানুধ্যায়ী, তাহার মুখের উপর সহজে আর কে কথা কহিতে পারে? বয়সের অল্পাধিক্য এস্থলে আদৌ বিচার্য্য নহে।

চুপ্ করিয়া থাকিলে কোনও বালাই নাই। বামাপদ প্রভৃতি চুপ্ করিয়া থাকায় মল্লিনাথকে অচিরে চুপ্ করিতে হইল।

তখন মাতুল গোবর্দ্ধন একটু চক্ষের জল ফেলিয়া, একটু নাকি স্বর তুলিয়া মল্লিনাথকে বুঝাইতে লাগিল যে দোষ বামাপদ বা নিরাপদর কিছুই নাই। দোষ যদি কাহারও থাকে, তবে তাহা গোবর্দ্ধন দাসের। গোবর্দ্ধনই বামাপদ ও নিরাপদদের আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে

এবং নিরাপদ ও তারাপদর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক্ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মল্লিনাথের সম্মতি ভিন্ন ত বিবাহ হইতে পারে না। তাই তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিতেছিল যে কেমন করিয়া মল্লিনাথ বাবা-জীবনের সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে। এমন সময়ে ভগবানের দয়ায় মল্লিনাথ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মিষ্ট কথায় মল্লিনাথ অনেকটা নরম হইয়া গিয়াছিল। মৃদু হাস্য করিয়া সে কহিল—

"আর সম্মতি যদি না দিই ?"

বামাপদ তাড়াতাড়ি কহিলেন—

"তা' হ'লে বিয়ে হ'বে না। তুমিই ত আমার সর্ব্বস্ব, বাবা। তোমার অমতে কোনো কাজ কর্‌তে পারি কি ?"

"হুঁ—তা'ই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলেদের বিয়ে দিবার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল ?"

"সে কি বাবা, তাও কি কখনো হয়! বিয়ের কথা আমি কিছুই জান্‌তেম্ না। গোবর্দ্ধন আমাকে আনিয়েছিল—কি বলে গে—হাঁ—কি বলে গে—"

মল্লিনাথের অধরে আবার হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল—

"সন্দেশ খাওয়াতে—বটে ? তা'রপর ছেলেদের বিয়েটাও অম্‌নি হয়ে গেল—কেমন ?"

"না বাবা, তা'ও কি কখনো হয়! তুমি জান্‌লে না, তুমি শুন্‌লে না—বিয়ে কি অম্‌নি হ'লেই হ'ল ?"

মিষ্ট কথা শুনিলে ও চক্ষের জল দেখিলে মল্লিনাথ কেমন একপ্রকার হইয়া পড়ে। এই দুই মহাস্ত্রই বামাপদ, মল্লিনাথের উপর নিক্ষেপ

করিতে ছাড়েন নাই। তাহাতে মল্লিনাথের পরাজয় হইল। পরাজিত মল্লিনাথ তখন বলিল—

"দূর হ'ক্ গে ছাই—কি কর্‌তে হ'বে, তাই বলুন।"

কি করিতে হইবে, বামাপদ ও গোবর্দ্ধন তখন যুক্তি করিয়া মল্লিনাথকে বলিয়া ফেলিলেন। মল্লিনাথ তাঁহাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গোবর্দ্ধনের পাশের বাটীতে নিরাপদ ও তারাপদর জন্য পাত্রী দেখিতে চলিল।

নিরাপদর জন্য যে পাত্রীটি স্থির হইয়াছিল, তাহার বয়স কিছু বেশী হইয়াছে বলিয়া মল্লিনাথ সে বিবাহে সম্মতি দিতে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তবে গোবর্দ্ধনের মুন্সীয়ানায় তাহার সে ইতস্ততঃ ভাবটা শীঘ্রই অপনোদিত হইল। পাত্রী দুইটী সহোদরা,—তাহাদের আশীর্ব্বাদ করা হইয়া গেল। টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল, মল্লিনাথ। এখানেও বয়সের অল্পতায় ক্ষতি হইল না। গরজ বড় বালাই! সেই বালায়ের জন্যই মল্লিনাথ অপরের সংসারের কর্ত্তা; আর বামাপদ সেই কর্তৃত্ব অবাধে সহ্য করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নিরাপদ ও তারাপদর বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু সরযূর বিবাহ হইল না। ইহাতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিতে লাগিল। সে কারণে বামাপদকে অনেকের কাছেই অনেক প্রকার কৈফিয়ৎ দিতে হইল; কিন্তু কৈফিয়ৎ দিলেই কি মানুষ কৈফিয়ৎ বুঝিতে চায়!

সরযূর বিবাহটা "যাহার তাহার" সঙ্গে না হওয়ায় সরযূ আনন্দিতাই হইল। মল্লিনাথকে সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, মল্লিনাথ তাহার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা বলিয়া সে স্থির করিয়া লইয়াছে। সেরূপ স্থলে অন্যের সহিত তাহার বিবাহ হইলে সে কি কখনো সুখী হইতে পারে? অপরের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল বলিয়া সে মরমে মরিয়া গিয়াছিল। সে সম্বন্ধ কোনো কারণে ভাঙ্গিয়া যাইলে তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না।

সরযূর মনে মনে এমন সাধ, এমন বাসনা, এমন আকাঙ্ক্ষা যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, মল্লিনাথ তাহার বিন্দু বিসর্গও অবগত ছিল না। আনন্দময় যুবক মল্লিনাথ—আপনার আনন্দে সে আপনি ভরপুর। প্রণয়ীর আকাঙ্খা, বিরহীর হা-হুতাশ, নিরাশিতের ব্যথা বেদনা তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই। সেই কারণে সরযূর সহিত কথাবার্ত্তা চিরদিন যেমন সে কহিয়া আসিয়াছে, যেমন ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, এখনো ঠিক্ সেইরূপই করিয়া থাকে। কিন্তু সরযূর কথাবার্ত্তা, সরযূর ব্যবহার, ঠিক্ এখন আর তেমনটী নাই। অকারণে সরযূর এরূপ লজ্জা ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মল্লিনাথ সময়ে সময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হয়—সময়ে সময়ে বিরক্তও হয়— আবার সময়ে সময়ে রাগও করিয়া থাকে। তাহাতে সরযূও ব্যথিতা হয়, আর মল্লিনাথেরও মনোকষ্টের সীমা থাকে না। কিন্তু তাহাতেও সরযূর লজ্জা, গাম্ভীর্য্য টুটে কৈ?

সরযূর এখন একটা সুখ—সরমা আর তাহাকে তেমন জ্বালাতন করিবার অবসর পায় না। সেই কারণে নির্জ্জনে বসিয়া এখন তাহার হৃদয়-দেবতাকে প্রাণ ভরিয়া ভাবিবার, প্রীতি প্রেম শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিবার সে সুযোগ পাইয়াছে। সরমার এখন অনেক কাজ। সে এখন ননদিনী—"কালসাপিনী"। ভ্রাতৃজায়া দুইটীর কলঙ্ক-গাথা

প্রচার করিবার জন্য তাহার আহার নিদ্রার সময় পর্য্যন্ত এখন নাই। সরমার স্বভাব—কলঙ্ক-সাগর সৃষ্টি করা, আর সেই সাগরে প্রিয়-জনকে নিমজ্জিত করা। যাহার স্বভাব এমন কুৎসিত, মরিলেও কি তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়?

সরমাকে ডাকিয়া বিভাবতী একদিন কহিল—

"হাঁ রে, তুই যে সকলকে মন কষ্ট দিস্, কেন বল্ দেখি?"

হাত মুখ ঘুরাইয়া সরমা কহিল—"কষ্ট আবার দিলুম্ কা'কে?"

"সকলকে!"

"সকলটা কে—শুনি তবু!"

"এই বউ দুটোকেই ত আপাততঃ দিচ্ছিস্।"

সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া সরমা কহিল—

"দিবনা—দুশোবার দিব, হাজার বার দিব! বৌ দুটোর বাপ জোচ্চোর। সোনার গয়না দেবে ব'লে জোচ্চোরটা পিতলের গয়না দিয়েছে, ফুলশয্যা দিবার কথা ছিল—তা'র কিছুই করেনি। তা'র-পর, কাপড় চোপড় যা' দিয়েছে, তা' বোধ হয় হাড়ী মেথরেও দিতে পারে না। ব'লব না, ব'লবার কাজ করে কেন?"

"তা'তে তা'র মেয়ের অপরাধটা কি? আর অপরাধ থা'কলেও—তুই তা'দের শাসন ক'রবার কে? তোর এই সব ব্যভারের কথা যদি নিরু কি তারু শোনে, তা'রা তোকে কি ব'লবে বল্ দেখি?"

অধিকতর চীৎকার করিয়া সরমা তখন বলিতে লাগিল—

"ওঃ— মাথা কেটে ফেল্বে আর কি! বাবুদের শ্বশুর হ'বেন জোচ্চোর—তা'র কিছু কর্‌তে পা'রবেন না; আর শাসন কর্‌বেন—মা ব'নকে—কেন বল দেখি?"

সরমার চীৎকার শুনিয়া মাতঙ্গিনী সে স্থানে আসিয়া পড়িলেন।

বামাপদকেও সে স্থানে আসিতে হইল। চীৎকারের মাত্রাটা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। বাটীর কর্ত্তা ও গৃহিণীর সে স্থানে উপস্থিত হওয়ার কারণ তাহাই। কর্ত্তা ও গৃহিণী যখন সরমার চীৎকারের কারণ শুনিলেন, তখন তাঁহারা সরমার পক্ষই অবলম্বন করিলেন। এ পক্ষাবলম্বনের একটু কারণ ছিল। কারণটা, নিরাপদ ও তারাপদর শশুরের উপর রাগ। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সরমার জয় হইল।

বিভাবতী তাহার পিতৃদেবকে তথাপি জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়িল না যে নিরাপদ ও তারাপদর বিবাহে তিনি কিছু পাওনার আশা করিয়াছিলেন কি না। বামাপদ কহিলেন—

"তা' একটু ক'রেছিলেম্ বৈ কি। সে আশা না থাক্‌লে মেয়ের বিয়ে স্থগিত ক'রে তাড়াতাড়ি ছেলেদের বিয়ে দিবার আবশ্যকই বা ছিল কি আর তোমার মামার বাসায় তে-রাত্তির কাটাবারই বা দরকারটা ছিল কি? বৈবাহিক মহাশয় বলেছিলেন, অনেক অর্থ ও অনেক অলঙ্কারপত্রই তিনি দান কর্‌বেন। একেবারে বঞ্চিত না ক'রে তিনি যদি কিঞ্চিৎও দিতেন, তা'হ'লে আমার দুঃখ ক্ষোভ থাক্‌ত না। কিন্তু শেষে কর্‌লে কি না আমার সঙ্গে প্রতারণা—ছিঃ।"

পিতার কথা শুনিয়া বিভাবতী আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। পিতা মাতার উৎসাহ পাইয়া সরমা তখন আরও চীৎকার করিতে লাগিল এবং ভ্রাতৃজায়াদিগের উপর আরও বাক্যবাণ চালাইতে লাগিল। সে বাক্য-বর্ষণ আর কিছুতেই বন্ধ হয় না। তখন নিরাপদ ও তারাপদ আপনাদের ব্যবসায়-স্থলে বসিয়া দেনা পাওনার হিসাব করিতেছিল। গৃহে তাহারা উপস্থিত থাকিলে, সরমা এতটা কাণ্ড করিতে সাহস করিত কি না সন্দেহ। আর বামাপদ

মাতঙ্গিনীও তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেন কিনা—সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। পুত্রেরা এখন উপায়ক্ষম—তাহাদের একটু ভয় করিয়াও বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে চলিতে হয়। কলির প্রভাব!

কিন্তু ভাগ্যক্রমে মল্লিনাথ সেই সময়ে সেই স্থানে আসিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়াই সকলের তর্জ্জন গর্জ্জন থামিয়া গেল। মল্লিনাথ সকলের দিকে একবার চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"বাড়ীর মধ্যে এমন ডাকাত্ পড়া চীৎকার হচ্ছিল কেন? ভদ্দর লোকের বাড়ীতে এমন ধারাটা হওয়া ত উচিত নয়।"

মল্লিনাথের কথার উপরে কেহই আর কোনো কথা কহিল না। যখন বারম্বার মল্লিনাথ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল, তখন বামাপদ ও মাতঙ্গিনীকে সকল কথাই মল্লিনাথের কাছে স্বীকার করিতে হইল। ধীরতার সহিত সকল কথা শ্রবণ করিয়া মল্লিনাথ কহিল—

"ঠিক্ হয়েছে—উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। লোভে প'ড়ে তাড়াতাড়ি ছেলেদের বিয়ে দিতে গিছ্লেন—একটু ঠক্বেন বৈ কি! যে কন্যাদায়গ্রস্ত, তা'র দোষ আমি বিশেষ ধরি না। কিন্তু লোভে প'ড়ে আপনি যদি ছেলে বিক্রয় করেন, পণ প্রথায় আপনার যদি আস্থা থাকে, দেশের দারিদ্র্য যদি আপনি বুঝেও না বুঝ্তে পারেন, তা'হলে তা'র প্রায়শ্চিত্ত আপনাকে কর্‌তে হ'বে বৈ কি। কিন্তু সে যাই হ'ক, মেয়ে-কর্ত্তা আপনার বাড়ীতে কবে থেকে হ'ল?"

অপ্রতিভ বামাপদ তাড়াতাড়ি কহিলেন—

"সে কি বাপ—মেয়ে-কর্ত্তা কি রকম?

"হাঁ—তা' হয়েছে বৈকি। এই যে তাদের গলা শুন্‌ছিলেম্—বৌ দুটীর উপর অমৃতবর্ষণ হচ্ছিল!" সরমার মুখ শুকাইয়া গেল। বামাপদ ও মাতঙ্গিনীর মুখও খুব উজ্জ্বল রহিল না। মল্লিনাথ কহিতে লাগিল—

"মানা ক'রে দিচ্ছি আমি—এমন সব কাণ্ড বাড়ীতে আর না হয়। পরের মেয়ে বাড়ীতে এনে নিরপরাধে তা'দের এমন কষ্ট দেওয়া কি কথা শুনান ভদ্রতার পরিচায়ক নয় একেবারেই। দোষ ক'রে থাকে, তা'দের বাপ করেছে—তা'দের অপরাধ কি? এমন ক'রে বৌ গুলোকে কষ্ট দেওয়া ভাল নয় ত!"

মাতঙ্গিনী কহিলেন—

"না বাবা—আমার ঘরের লক্ষী তা'রা; তা'দের কি আমি কষ্ট দিতে পারি।" মল্লিনাথ কহিল—

"আপনারা না দেন—আপনাদের মধ্যমা কন্যা হয়ত দিয়ে থাকেন। সেটা একেবারেই বাঞ্চনীয় নয়। কৈ, দিদি কি সরযূ ত এ সব কথায় একেবারেই থাকে না! সরমা এ কথা বলে কেন—এত কাণ্ড করে কেন?"

বামাপদ ও মাতঙ্গিনী তখন সরমাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সরমা অবশ্য মনে মনে বিলক্ষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল—সে গর্জ্জনের শব্দ কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটুও বাহির হইল না। মল্লিনাথ ভারী শক্ত লোক—তাহার সম্মুখে গর্জ্জন করিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই।

বিবাদ বিসম্বাদের একটা মিটমাট করিয়া দিয়া মল্লিনাথ সরযূর সন্ধানে এ ঘর ও ঘর করিতে লাগিল। মল্লিনাথ জানিতে চাহে—গতকল্য সে যে পশম কিনিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে, সে পশম লইয়া সরযূ কি বুনিতেছে। "পশম বোনায়" সরযূর আজ কাল তেমন আর উৎসাহ নাই বলিয়াই মল্লিনাথের এত তত্ত্ব, এত অনুসন্ধান লইবার আবশ্যক। এরূপ তত্ত্ব লওয়া মল্লিনাথের একটা স্বভাব।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরসুন্দর যে আফিসের মুৎসুদ্দি ছিলেন, কি জানি, কি একটা কারণে সে আফিসটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। হরসুন্দরের অনেকটা টাকা সে আফিসে গচ্ছিত ছিল। টাকাটার কিনারা হরসুন্দর কিছুই করিতে পারিলেন না। আফিসের কর্ত্তারা বলিলেন—টাকা উড়িয়া যাইলে তাহা কি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া হরসুন্দর গঙ্গাদেবীকে কহিলেন—

"শুনেছ গিন্নি, আজ থেকে আমার ছুটী।"

সে কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গঙ্গাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের ছুটী গা? এখন তো কোনো পাল পার্ব্বন নেই—আর রবিবারেরও ত এখনো তিন দিন দেরী আছে।"

"এ ছুটী, সে ছুটী নয় গো, সে ছুটী নয়। এ ছুটীতে আফিস একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে—ছুটোছুটি আর করতে হ'বে না। টাকাকড়ি আফিসে যা' জমা ছিল, তা'ও আর ফিরে পাওয়া যা'বে না।"

গঙ্গাদেবী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, হয়েছে কি?"

চক্ষু বিস্তার করিয়া হরসুন্দর উত্তর দিলেন—"সোজা কথায় যা'কে বলে সর্ব্বনাশ। আফিস উঠে গেছে—বন্ধ হ'য়ে গেছে। টাকাকড়ি আমার যা কিছু ছিল, সব ডুবে গেছে। সে আর ফিরে পাওয়া যাচ্ছে না—বুঝেছ? বাঁচা গেছে—ভাবনার হাত্ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া গেল।

চল এখন কোনো তীর্থস্থানে গিয়ে বাস করিগে,—ভগবানের নাম নিয়ে কোনো মতে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যা'বে।"

"তুমি কি ব'লছ গো?"

"ঠিক্ বল্‌ছি। টাকা টাকা ক'রে এতদিন জালে পড়েছিলাম। টাকা গেছে, এখন জালমুক্ত হ'ব। চল এইবার দিই ছুট্—পরকালের কাজ হ'য়ে যা'বে। ভগবান যা' করেন, তা' মঙ্গলের জন্য।"

"মল্লিনাথ—"

"কে মল্লিনাথ,—কে তুমি? কেউ কারো নয়। মায়া—মায়া—সব মায়া। যে যা'র কর্ম্ম ক'রে, যেখানকার লোক সেইখানে চ'লে যায়।"

"স্থির হও তুমি। এতক্ষণে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সর্ব্বস্ব হারিয়ে—টাকার শোকে তুমি পাগল হ'তে বসেছ। আফিস বন্ধ হ'য়ে থাকে—হ'ক্‌গে'; টাকা গিয়ে থাকে—যাক্‌গে চুলোর দুয়ারে। তুমি স্থির হও, তুমি শান্ত হও—আবার আমাদের সব হবে।"

"আমি স্থিরই হয়েছি—শান্তিতেই আছি গো। সেই জন্যই ত জীবনের বাকী কাজগুলো চট্‌পট্ সেরে ফেল্‌তে চাচ্ছি। তুমি ভাব্‌ছ কি টাকা খুইয়ে আমি পাগল হ'তে বসেছি? আরে ছোঃ—আরে ছোঃ।"

"স্থির হও তুমি—মুখে হাতে জল দাও—তা'রপর যা' বল্‌বার তা'ই বল।"

মুখে হাতে জল দিয়া গামছায় মুখ মুছিতে মুছিতে হরসুন্দর বলিলেন—

"আমি ভাব্‌ছি গিন্নি, টাকার শোকে পাগল তুমি না হও। ছেলেটার জন্য আমি তত ভাব্‌ছি না, যত তোমার জন্য ভাব্‌তে হচ্ছে। টাকা মল্লিনাথের কাছে খোলামকুচির মত। যে পথে সে এখন ছুটেছে, তা'র

গতিরোধ কেউ কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু তোমার কি গতি হ'বে, তাই আমি ভাব্‌ছি গিন্নি।"

"তোমারও যা' গতি, আমারও তাই গতি। তুমি কি ভাব, আমি, তুমি ছাড়া ?"

এ প্রশ্নটায় একটু থতমত খাইয়া হরসুন্দর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দুর্ব্বিপাকের সংবাদ পাইয়া হরসুন্দরের বাটীতে তখন অনেক আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সমবেত হইয়াছে। আত্মীয়তার ছলে প্রশ্ন করিয়া তাহারা হরসুন্দরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। ধীর প্রশান্ত ভাবে হরসুন্দর তাহাদের সকলকে বুঝাইয়া দিলেন—টাকা নষ্ট হওয়ায় কোনো ক্ষতিই হয় নাই। বরং তাহাতে তাঁহাদের মঙ্গলই হইয়াছে। যতদিন টাকা ছিল, টাকার গর্ব্ব ছিল, ততদিন ভান করিয়াও তিনি ভগবানকে ডাকিবার অবসর পান নাই। এখন টাকা গিয়াছে, অভিমান গিয়াছে,—এইবার ভগবানের পদে আত্ম-সমর্পণ করিবার তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইবে।

হরসুন্দরের স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য দেখিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইল। কেহ কেহ.বা বলিতে লাগিল—লোকটা টাকার শোকে এমন উদাস হইয়া পড়িয়াছে। আপনাপন বুদ্ধি ও জ্ঞান মত সকলেই স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হরসুন্দরের নিকট সে সকল অভিমতের কোনই মূল্য নাই দেখিয়া জ্ঞানী আত্মীয়স্বজনের দল অচিরে সেস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। হরসুন্দর তখন গঙ্গাদেবীকে আবার নিকটে ডাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"বাঁচা গেল।" টাকার কথা সংসারের কথা আমার কাছে লোক এখন যত অল্প বলে, আমার পক্ষে ততই মঙ্গল। লোকগুলো আমাকে চিনেও না, বুঝেও না। ওরা ভাব্‌ছে—ওরা পণ্ডিত, আমি পাগল,—হইবেও বা!

গৃহিণী, কর্ত্তাকে সেদিন সে সময়ে আর কোনো কথাই কহিতে দিলেন না। পতিকে আহারাদি করাইয়া পত্নী তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। হরসুন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন—কিন্তু গঙ্গাদেবীর সে রাত্রিতে আর নিদ্রা হইল না।

মল্লিনাথ সে রাত্রিতে বাটিতে ছিল না। একজন দরিদ্র প্রতিবাসীর শব দেহ বহন করিয়া কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে শ্মশান-ঘাটে সে গিয়াছিল। গঙ্গাদেবী ভাবিতে লাগিলেন---মল্লি এ সময়ে কাছে থাকিলে ভাল হইত।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

জ্ঞানহীন শিশু অথবা জ্ঞানানন্দ সাধু বহুমূল্যবান রত্নাভরণ টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া দুঃখ কষ্ট যেমন কিছুই অনুভব করে না, হরসুন্দরের টাকা কড়ি নষ্ট হইয়া যাইলেও তাঁহার সেরূপ দুঃখ কষ্ট কিছুই হইল না হরসুন্দর কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাঁহার দুর্দ্দিন উপস্থিত হওয়ায় সকলে তাঁহাকে বুঝিতে পারিল—চিনিতে পারিল। সামান্য স্বার্থহানি, সম্পত্তি হানি হইলে লোক পাগল হইয়া যায়। আর এতটা টাকা লোক্সান্ হইয়া যাওয়াতেও যে হরসুন্দর একটীবার তাহার জন্য হা-হুতাশ করিলেন না, স্ত্রীপুরুষে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইলেন না—সেটা কি একটা সামান্য কথা! হরসুন্দর প্রকৃতির ব্যক্তি যাঁহারা স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহারা ভাবিতে পারেন—ইহা গল্প-কথা। কিন্তু সেরূপ আদর্শ-পুরুষ দেখিবার এবং তাঁহাদের সান্নিধ্যে যাইবার

যাহাদের সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, তাঁহারাই বুঝিবেন যে হরসুন্দর-চিত্র অপ্রাকৃত বা অতিরঞ্জিত নহে। কাহারও নিকট মাটীও টাকা, আবার কাহারও কাহারও ধারনা ও বিশ্বাস যে টাকা কড়ি ধন সম্পত্তি মাটী ভিন্ন আর কিছুই নহে। হরসুন্দর সংসারী হইলে কি হয়, সংসারে থাকিয়াও তিনি যোগী—ত্যাগী—ঈশ্বরানুরাগী। সুতরাং টাকা তাঁহার নিকট মাটী ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সে "টাকা-মাটী" যতক্ষণ তাঁহার নিকট ছিল, ততক্ষণ সে মাটী লইয়া তিনি খেলা করিতেন। সে মাটী যাহাদের আবশ্যক, তিনি তাহাদের তাহা দান করিতেন। কিন্তু সে মাটী যখন তাঁহার হাতছাড়া হইল, তখন তিনি ভাবিলেন—সে মাটির ভাণ্ডারী হওয়া, সে মাটী লইয়া নাড়া চাড়া করিবার তাঁহার অধিকার আর ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে। ভাণ্ডারীর দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভের বাসনা সকল সাধু-ভাণ্ডারীই করিয়া থাকেন। সে মুক্তি যখন হরসুন্দর মনের গুণে লাভ করিলেন, মুক্তির আনন্দ হইতে তিনি আপনাকে বঞ্চিত করিবেন কেন? এ আনন্দে যে নিরানন্দ হয়, সে ভাগ্যবান নহে। মাটির চিন্তায় যে জীবন যাপন করিতে চায়,—করিয়া আনন্দ পায়, সে তাহাই করিতে থাকুক্। তবে তাহাতে ভগবানের সান্নিধ্যে সে যাইতে পারিবে না—ভগবান লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না—একথা খুব সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। মানুষের ভাবনা যেরূপ, মানুষের সিদ্ধিও সেইরূপ। ভগবানের চিন্তায় মানুষ আত্মহারা না হইলে, মানুষ, ভগবান পাইবে কেমন করিয়া?

কিন্তু এত কথা, এত তত্ত্ব কয়জনই বা বুঝিতে চাহে, আর কয়জনই বা বুঝিতে পারে? মুখে যাহাই বলুন, এত তত্ত্ব গঙ্গাদেবী সহজে বুঝিতে চাহিলেন না। টাকায় তাঁহার খুব দরদ না থাকিলেও টাকা

না থাকিলে যে সংসারে কেহ কাহাকেও বড় একটা মানিতে চাহে না, এমন ধারণা এমন বিশ্বাস তাঁহার খুবই ছিল—আর থাকাও অন্যায় নহে। সেই বিশ্বাস থাকায় টাকা হারাইয়া পতি পুত্রের জন্য তিনি চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। মল্লিনাথ যখন তাহার মাতাকে বুঝাইয়া দিল যে পিতার মত্ অভ্রান্ত, তখন গঙ্গাদেবীর দুঃখ, কষ্ট, ভাবনা, চিন্তা অনেকটা দূর হইল।

এই সুযোগে হরসুন্দর তীর্থ-যাত্রার সকল উদ্যোগই করিয়া ফেলিলেন। হরিদ্বারে হরসুন্দরের গুরুদেবের আশ্রম। তিনি আপাততঃ সেইখানে যাওয়াই স্থির করিলেন। মল্লিনাথ, পিতার সঙ্গে যাইতেও চাহিল না, আর হরসুন্দর তাহাকে সঙ্গেও লইলেন না। কথা রহিল—গুরুদেবের আদেশ হইলে হরসুন্দর আবার সংসারে ফিরিয়া আসিবেন। একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের উপর মল্লিনাথের ভারার্পণ করিয়া হরসুন্দর হরিদ্বারে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে গঙ্গাদেবী অনেক কাঁদিলেন, অনেক যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। একমাত্র পুত্রকে একা রাখিয়া কাহার আর দূর দূরান্তরে যাইতে ইচ্ছা হয়! তবে হরসুন্দরের সংসারের সকল বিধি নিয়মই বিপরীত। সাধারণ সংসারের সহিত তাঁহার সংসারের অনেক বিষয়েই ঐক্য নাই।

যাত্রাকালে হরসুন্দর, মল্লিনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—

"তোমার ভাগ্যে যা' আছে, তা অবশ্যই তোমাকে ভোগ কর্‌তে হ'বে। তা'র অন্যথা হ'বার উপায় নাই; ভগবানের ইচ্ছাই সকল সময়ে পূর্ণ হয়। যা'তে ভগবান তুষ্ট হ'ন, তা'ই ক'র বাবা।"

আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে দুই একজন মল্লিনাথের সম্বন্ধে দুই একটা উপদেশ অযাচিতভাবে হরসুন্দরকে দিতে গিয়াছিল। হরসুন্দর বলিয়া গেলেন—মল্লিনাথের ভোগী হইবার কথা নয়, যোগী

হইবারই কথা। সেইরূপ লক্ষণই ত মল্লিনাথে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তবে তা'র বিপরীত যদি ঘটে, সেটা ভগবানের ইচ্ছা।

সে কথা শুনিয়া হরসুন্দরের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথাই কহিতে লাগিল। কাহারও মত্—হরসুন্দর নির্ম্মম পিতা; কেহবা ভাবিল—টাকার শোকে লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক্, তাহাতে হরসুন্দরের যাত্রা বন্ধ হইল না। হরসুন্দর মল্লিনাথকে বেশ ভালই জানিতেন। তাই তাহাকে একা রাখিয়া যাইতে হরসুন্দরের মনে কোনো দ্বিধাই হইল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মপরায়ণ হরসুন্দর, পুত্রকে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবার শক্তি ও শিক্ষালাভের জন্য সংসারে একা রাখিয়া চলিয়া যাইবার পর পিতামাতার অদর্শনে মল্লিনাথের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। এমন কষ্ট ইতঃপূর্ব্বে তাহাকে আর কখনো পাইতে হয় নাই। আনন্দময় যুবক পিতামাতার অদর্শনজনিত ব্যথা বেদনায় নিতান্ত নিরানন্দ হইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বদাই মনে হইতে লাগিল—সে বুঝি আর বাঁচিবে না, ইহজন্মের মত সে বুঝি আর তাহার জনক জননীকে দেখিতে পাইবে না। তাহার আরও মনে হইতে লাগিল—একটা বাহাদুরী দেখাইবার অভিপ্রায়ে, ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য পালনের অজুহাতে পিতামাতাকে দূরে যাইতে দিয়া সে আদৌ ভাল কাজ করে নাই।

মল্লিনাথকে একা ফেলিয়া রাখিয়া যাইয়া হরসুন্দরেরও ঠিক্ সেই কথাই মনে হইতেছিল। প্রিয়জন অদর্শনের ব্যথা বেদনায় ঋষি,

তাপস—দেবতাও আত্মহারা হইয়া পড়েন—মানুষ ত দূরের কথা! সে কথা হরসুন্দর এতদিন বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার যখন যেমন ইচ্ছা, তখন তেমনই বুঝি করিতে পারেন। কিন্তু পুত্রের অদর্শনজনিত কাতরতায় তাঁহার সে মতের—সে ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পুত্রের পিতা হওয়া—কি সহজ ব্যাপার!

মল্লিনাথের জননী গঙ্গাদেবীর ত আর কথাই নাই। মল্লিনাথের কথা—মল্লিনাথের মুখ মনে পড়িলেই তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে অশ্রু-ধারা বহিতে থাকিত। অনেক বুঝাইয়া—অনেক—প্রবোধ দিয়াও হরসুন্দর সে ধারা রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেন না। বৈরাগ্য ও প্রবৃত্তি—কেমন করিয়া যে কোন্ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে লোকের মনে জাগিয়া উঠে এবং কখন তাহা মিলাইয়া যায়—তাহা ধরিবার ও বুঝিবার বোধ হয় কোনো উপায়ই নাই। তবে চেষ্টার ফলে, শিক্ষার ফলে, সাধনার ফলে সকল জিনিসই সাধ্য হয়—সকল সাধনাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু সে সিদ্ধি কি সহজ, না সে সিদ্ধি একদিনে হয়!

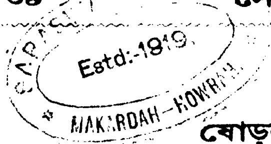
কালের শিক্ষা ও উপদেশ, আদরের প্রলেপ দুই তরফকেই কিন্তু অচিরে শান্ত করিয়া ফেলিল। হরসুন্দরের গুরুদেব মাধবানন্দ সরস্বতী উপদেশ বাক্যে শিষ্য ও শিষ্যাকে সাধন-পথ দেখাইয়া দিয়া তাঁহাদের সকল চিন্তা ভুলাইয়া দিলেন। আর ওদিকে বামাপদ, নিরাপদ, মাতঙ্গিনী প্রভৃতির মিষ্টবাক্যে তুষ্ট হইয়া এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় আত্ম নিয়োযিত করিয়া মল্লিনাথ সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গেল। কর্ম্ম ও সাধনা চলিল দুই তরফেই। ইহাই সংসারের শিক্ষা—এই শিক্ষাই মানুষকে উন্নত করে, মানুষকে উদার করে, মানুষকে দেবতা করে। কিন্তু সে শিক্ষা হয় কয়জনের—সে শিক্ষার সুযোগ পায় কয়জন ভাগ্যবান!

হরসুন্দরের প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই আফিসওয়ালার কৃপায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা অতি সামান্য। সেই সামান্য সম্পত্তির আয়েই মল্লিনাথের জীবন-যাত্রা এক প্রকার সুচারুরূপে চলিতে পারিত। কিন্তু যে একদিন এতটা টাকা পরার্থে খরচ করিয়াছে, এত অল্প টাকায় তাহার আর কি হইবে? মল্লিনাথের আত্মীয়—যাহার উপর হরসুন্দর মল্লিনাথের ভারার্পণ করিয়া গিয়াছিলেন—মল্লিনাথকে সাবধান করিয়া দিবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কথা তখন শুনে কে? দরিদ্র-নারায়ণের সেবাপরায়ণ মল্লিনাথের আয়ের দিকে লক্ষ্য কখনই ছিল না—আজ থাকিবে কেমন করিয়া? চিরদিন সে খরচ করিয়া আসিয়াছে—আজও খরচ করিতেই লাগিল। আর্ত্তের সেবায় ঋণ করিয়া, ভিক্ষা করিয়াও সে অর্থ সংগ্রহ করে। অর্থাভাবে দরিদ্র-সেবা তাহার একদিনও বন্ধ হইল না। সেই আনন্দেই তাহার পিতামাতাকে পর্য্যন্ত সে ভুলিতে পারিয়াছে।

যাহার মনে এরূপ শক্তি, এরূপ একাগ্রতা, অর্থাভাবে কি তাহার সেবা-ধর্ম্ম বন্ধ হয়? মল্লিনাথ বলিত—যেদিন তাহা বন্ধ হইবে, সেদিন বুঝিব—সংসার মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, ভগবান মিথ্যা!

কে জানে—ইহা কিরূপ দার্শনিক বিচার আর কিরূপ মীমাংসা! তবে একটা কথা—পৃথিবীতে অনেক জিনিস আছে, যাহা বুঝিবার একটুও উপায় নাই। সেই অনেক জিনিসের মধ্যে ইহাও না হয় একটা জিনিস।

মল্লিনাথের টাকা কড়ি এখন আর তেমন নাই; কিন্তু সেবার কার্য্য তাহার অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কর্ম্মীর কর্ম্ম তাহাতেও বন্ধ হইল না। প্রবল ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন কর্ম্মীর কর্ম্ম-পথ কে রুদ্ধ করে?



ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এক মল্লিনাথ এখন শত মল্লিনাথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দারিদ্র্য-ভারে যাহারা অবসন্ন; দুঃখ, কষ্ট, শোকে যাহারা মুহ্যমান; যাহাদের গৃহ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই,—মল্লিনাথ তাহাদের; মল্লিনাথের যাতা-য়াত, মল্লিনাথের আত্মীয়তা সেইখানে। ভগবান কি পদার্থ দিয়া যে মল্লিনাথকে গড়িয়াছিলেন, তাহা ভগবানই জানেন। মল্লিনাথকে সাধারণ লোকের বুঝিবার কিছুই উপায় নাই। মল্লিনাথ এইমাত্র যাহাকে গালি দেয়, যাহাকে মারিতে উদ্যত হয়, পরমুহূর্ত্তে হয়ত তাহারই জন্য আপনাকে আপনি আহুতি দিবার সঙ্কল্প করে। দরিদ্র-মাত্রেই তাহার বন্ধু, দরিদ্রমাত্রেই তাহার জীবন। ধনীর দ্বারে সে যাইতে চাহে না—ধনীর ছায়া সে স্পর্শও করে না। তবে বিপন্ন হইয়া যদি কোনো ধনী তাহার শরণাপন্ন হয়, তখন মল্লিনাথ শরণা-পন্নের কার্য্যোদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে—কার্য্যোদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত সে কখনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। কিন্তু সে দুষ্কৃত-দমন। আনন্দময় যুবক হইলেও দুষ্কৃতদমনে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ এবং প্রবল প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির জন্যই তাহার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কিন্তু জগতকে যে গ্রাহ্য করে না, এরূপ হীন শত্রুকে সে কি গ্রাহ্য করিবে—আর কেনই বা করিবে? মল্লিনাথ কি সামান্য যুবক না সে সামান্য প্রাণ? শক্তি সামর্থ্যে সে ভীম, শাসনে সে অসুর, ক্ষমায় সে ঋষি। তাহার সহিত তুলনা কাহার?

নিরাপদদের বহুভাগ্য যে এমন "অসুর-ঋষিকে" তাহারা বন্ধুত্বের হেম-শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারিয়াছে। বামাপদ সে কথা বুঝিতেন বলিয়াই

মল্লিনাথকে তিনি এতটা খাতির করিতেন এবং সেইরূপ খাতির তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে করিতে বলিতেন। কিন্তু তাঁহার সে কথা তখন বুঝে কে আর বুঝিবার চেষ্টাই বা করে কে? বুঝিবার মত বুদ্ধি না থাকিলে মল্লিনাথকে ত এতটুকুও বুঝিতে পারা যায় না। ভবিষ্যতে যে আদর্শ পুরুষ হইবে, সে কি সামান্য মানুষ? কিন্তু মল্লিনাথ যে কত বড়—আরও কত বড় হইবার সম্ভাবনা আছে, সে তাহার কিছুই জানিত না—বুঝিত না—জানিতে বুঝিতে চাহিত না। তাহার কায সে হাসিয়া খেলিয়া করিয়া যায়; আর সহস্র বিস্মিত চক্ষু তাহার কার্য্যাবলী দেখিয়া কেবল তাহারই পানে মন্ত্র মুগ্ধবৎ চাহিয়া থাকে। মল্লিনাথের বয়সও অল্প আর শক্তিও সামান্য। লোকে ভাবিতে লাগিল—এই অল্প বয়সে, এত সামান্য শক্তিতে মল্লিনাথ এমন সব মহৎ কার্য্য কিরূপে করিয়া থাকে। মূর্খের দল বুঝিতে পারে না, পিতৃপুরুষের পুণ্য না থাকিলে, মহাবংশের সন্তান না হইলে, সাধনার পথে না চলিলে এমন সুনাম অর্জ্জন করা কাহারও ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। জীবের মঙ্গল যাহারা অহোরহ চিন্তা করে, সেই হিত-চিন্তায় যাহারা আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে, তাহাদের পুণ্য কি সামান্য, না শক্তি সাধারণ? ছুছুন্দর চন্দন-বিলাস সাজিলে, সমাজে তাহা চলিবে কেন?

সেই অলৌকিক পুণ্য-প্রতিভাসম্পন্ন মল্লিনাথ যখন হাসিয়া হাসিয়া রঙ্গ করিয়া বামাপদর সংসারের সকলের সহিত আনন্দ কৌতুক করিত, তখন জ্বালা, ব্যথা, বেদনা, যন্ত্রণা সে সংসারে আর কিছুই থাকিতনা। অমন যে হিংসাপরায়ণ সরমা, সেও মল্লিনাথের শাসন-নীতিতে অনেকটা দুরস্ত হইয়াছিল। কিন্তু আর একস্থানে সে শাসনের বিপরীত ফল ফলিল। সেই কথাই এখন আলোচনার বিষয়।

মল্লিনাথ দেখিতেও সুরূপ, সুকান্ত ছিল; আর তাহার হাস্য পরিহাস, শক্তি, প্রতিভা, আশ্রিতরক্ষণ-প্রবৃত্তি, স্নেহ, প্রীতি, করুণা, আত্মীয়তাও অসামান্য ছিল। সেই রূপ, সেই গুণ প্রতিদিন দেখিতে [illegible] কণ্ঠস্বর প্রতিদিন শুনিতে শুনি[illegible] সেই [illegible] সেই আদর প্রতিদিন পাইতে পাইতে, সেই স্নেহের শাসনে প্রতিদিন শাসিত হইতে হইতে, বামাপদর সংসারের আর একটী প্রাণী মল্লিনাথকে আত্ম সমর্পণ করিল। সরযূ না বুঝিয়া, না জানিয়া যে মন্ত্রে মল্লিনাথকে ভাল বাসিয়াছে, এ রমণী জানিয়া শুনিয়া সেই মন্ত্রে মল্লিনাথকে প্রণয়াস্পদ বলিয়া স্থির করিয়া লইল—গরলকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিল। এ রমণী বামাপদর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ—নিরাপদর ভার্য্যা। পিত্রালয়ের যথেচ্ছাচারে শশুরালয়ে লাঞ্ছিতা, অবমানিতা ও সকলের পরিত্যক্তা হইয়া মল্লিনাথকে সহকার তরুর মত সে আশ্রয় করিবার মানস করিল। কিন্তু মল্লিনাথ যে সহকার নহে, এ কথা প্রণয়োন্মাদিনী একবারও মনে করিতে পারিল না। কুলবালার কুলক্ষয়ের ইহাই ত প্রথম লক্ষণ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নিরাপদর পত্নী ঊষাসুন্দরী কখন্ যে কোন্ অবসরে মল্লিনাথকে ভালবাসিয়া ফেলিয়া ছিল, সে তাহা নিজেই জানিতে পারে নাই। মল্লিনাথ তাহার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু—তাহাদের সংসারের অশেষ হিতৈষী—সে তাহাদের বাড়ীতে আসে, সকলের সহিত গল্প গুজব

রঙ্গ কৌতুক করে—সকলেই তাহাকে মান্য করিয়া থাকে—সেই সূত্রে উষাসুন্দরীও একের অধিকবার মল্লিনাথের সহিত দেখা করিবার ও কথা কহিবার সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু সে সুযোগ হইতে ত তাহার সহোদরা সরস্বতীও বঞ্চিতা হয় নাই। সরস্বতী তারাপদর স্ত্রী। কৈ, সরস্বতীর ত উষার মত মতিগতি হয় নাই! সুতরাং কিছুতেই বলিতে পারা যায় না যে এই সাক্ষাৎ ও গল্প গুজব রঙ্গ কৌতুকই যত অনিষ্টের মূল। যাহা ঘটিয়াছিল তাহা উষাসুন্দরীর প্রবৃত্তির দোষে—সে প্রবৃত্তি সে কপালদোষ সকলের হয় না।

অনেকে হয়ত আবার উষাসুন্দরীরও প্রবৃত্তির দোষ দিতে চাহিবে না। তাহাদের হয়ত কথা হইবে—ঘটনা স্রোতে পড়িয়া উষা মল্লিনাথকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। উষার পিতা উষার বিবাহকালে—বৈবাহিককে ফাঁকি দেয়। কিন্তু তাহার জন্য নিরপরাধিনী উষা শ্বশুর গৃহে উপেক্ষিতা হয় কেন? অনাদরের মাঝখানে যে যাহার নিকট আদর পায়, সে কি আর তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

আর একটা কথা—একটু বেশী বয়সেই উষার বিবাহ হইয়াছিল। সরস্বতীর অপেক্ষা অনেক জিনিসই সে অনেক ভাল বুঝিত। শ্বশুর গৃহে আসিয়া তাহার প্রথম চেষ্টা হইল, যাহাতে শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী দেবর প্রভৃতিকে সে সুখী করিতে পারে, কুটুম্ব কুটুম্বিতায় যাহাতে কলহ বিবাদের ছায়া না পড়ে। কিন্তু ননদিনী সরমার দোষে সব নষ্ট হইয়া গেল। গোলটা মিটাইবার জন্য বিভাবতী অনেক চেষ্টা করিয়াছিল বটে; কিন্তু সরমার কূট মন্ত্রণায় তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। মুখরা উষাসুন্দরীরও মুখ সেই সময়ে বেশ ফুটিয়া উঠিল। কাজেই নিরাপদও তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া থাকিতে

পারিল না। আদর পাইত উষা কেবল মল্লিনাথের নিকট—মল্লিনাথের প্রকৃতিই সকলকে আদর স্নেহ করা। সে আদর উষার চক্ষে প্রণয়ীর স্নেহাদর স্বরূপ প্রতীয়মান হইল। অনাদরে যাহার হৃদয় মরুভূতুল্য হইয়াছিল, আদরের ধারা পাইয়া সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই উৎফুল্লতাই উষার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। সে কথা উষা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না অথবা বুঝিতে চাহিল না। এ সম্বন্ধে তাহার হৃদয় মধ্যে সুমতি কুমতির তর্ক বিবাদ বাধিয়া গেল। সুমতি, কুমতির নিকট তর্ক যুক্তিতে পরাজিতা হইয়া কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহার সংবাদ, উষাসুন্দরী কিছুই রাখিতে পারিল না।

উষা যখন বেশ স্পষ্ট বুঝিল, মল্লিনাথকে সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে, তখন সে কোন্‌টা উচিত, কোন্‌টা অনুচিত, কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম, কোন্ পথ সুপথ, কোন্ পথ কুপথ, সে দিকে তাহার আর বড় দৃষ্টি থাকিল না। সে তত্ত্ব তাহাকে তখন বুঝাইয়াই বা দেয় কে? মল্লিনাথ সম্বন্ধে কোনো কথাই ত সে কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই —আর প্রকাশ করেই বা কোন্ মুখে? বুক তাহার ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু মুখ তাহার কিছুতেই ফুটিল না। স্ত্রীলোকের দশাই ত ঐ।

ভালবাসার আবর্ত্তে পড়িয়া উষা সরযূর উপর বিশেষ ঈর্ষান্বিতা হইয়া পড়িল। সরমার মত উষারও ভাবনা হইল—মল্লিনাথ যদি সরযূকে বিবাহ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ত তাহার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইবে। কিন্তু সে ব্যাপারের উপর উষার ত কোনো হাতই নাই। মনের হিংসা-বিষ তাহার মনেই রহিল। সে বিষ কাহার উপর আর সে প্রয়োগ করিবে? তবে বিষ যাহার আছে, সে একেবারে স্থির হইয়াও থাকিতে পারে না। বিষের জ্বালা, বড় জ্বালা— "বিষ বিষ" বড় ভয়ঙ্কর!

নিরাপদদের সংসারে তাহাকে লইয়া যে এতটা কাণ্ড চলিতেছিল, সে কথা মল্লিনাথ কিন্তু বিন্দু বিসর্গও জানিত না—জানিতে পারিলেও বিশ্বাস করিত না। তবে একটা ব্যাপার দেখিয়া—মল্লিনাথ এখন যেন কেমন এক প্রকার হইয়া পড়িয়াছে। ঊষা এখন প্রায়ই লুকাইয়া মল্লিনাথকে পান দিয়া যায়, হাসি, চাহনি ও স্পর্শে কেমন যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ মিশাইয়া দেয়,—আর সেই শক্তির বলে মল্লিনাথ কেমন যেন এক প্রকার হইয়া পড়ে। তবে প্রণয় সম্বন্ধে তাহার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মল্লিনাথ স্থির করিল—ঊষার এটা একটা পাগলামীরই অঙ্গ হইবে। ঊষাকে পাগলিনী বলিয়া মল্লিনাথের ধারণা ছিল। কারণ—ঊষা অত্যন্ত বকিত, অত্যন্ত ঝগড়া করিত, সময়ে সময়ে অত্যন্ত নির্লজ্জার মত ব্যবহার করিত—আবার সে অত্যন্ত সেবা-পরায়ণা ছিল। সংসারে উপেক্ষিতা হইলেও সেবা কার্য্যে তাহার উৎসাহ আদৌ কমে নাই।

ঊষার আর একটা রোগ ছিল—জাগিয়া প্রলাপ বকা। লোকে বলিত—সেটা প্রলাপ নহে—"ঠাকুরের ভর।" ভূত, প্রেত, ঠাকুরেরই ভর হউক, অথবা রোগ বা অন্য কিছুরই ভর হউক, সে সময়ে কিন্তু সে ভীষণ প্রকৃতি হইয়া দাঁড়াইত।

মল্লিনাথ ভাবিল—এ পান দানের ব্যাপারটা—সেই বুঝি ভরেরই একটা ডাল পালা। কিন্তু মল্লিনাথের আর একটা ভাবনা হইল—ঊষার করস্পর্শে তাহার একটা আচ্ছন্ন ভাব, একটা উদ্দমভাব তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলে কেন? এরূপ ভাব ত পূর্ব্বে তাহার কখনও হয় নাই!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নিরাপদর সংসার এখন খুবই সুখের। সে সংসারে এখন কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বামাপদ ও মাতঙ্গিনী বেশ সুখী হইতে পারিতেছেন না। সে সংসারে এখন ঝগড়া বিবাদ বাড়িয়াছে, হিংসা দ্বেষ বাড়িয়াছে,—মনের মিল, প্রাণের হাসি সে সংসারে কাহারও বড় একটা নাই; সমবেদনা, সহানুভূতি সে সংসার হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে—তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে, ভ্রাতৃবিরোধ, পরস্পরের নিন্দা, গ্লানি, অসূয়া।

তাহা দেখিয়া বামাপদ কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন—দুঃখের দিন ছিল ভাল। দুঃখের দিনে তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার বাধ্য ছিল—পিতা মাতাকে তাহারা সম্মান করিত—তাহাদের ভক্তি ছিল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি, মমতা ছিল। কিন্তু সুখের দিন আসিতেই সে সংসারে এ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। নির্ধনের ধন হইলে কি এমনই হয়?

মল্লিনাথের শাসনে সে মনোমালিন্য খুব বাড়িয়া উঠিতে পারিতে ছিল না বটে, কিন্তু তাহা বস্ত্র মধ্যস্থ ক্ষীণ অগ্নির মত ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতে লাগিল। তাহার ফল ভবিষ্যতে যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে বামাপদর আর বাকী রহিল না।

মল্লিনাথকে তাহারা সকলে ভয় করে, ভক্তি করে; সুতরাং তাহাদের ঝগড়া, বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া,—তাহাদের শাসন করা—মল্লিনাথের পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার নহে। তবে সে মিট্‌মাট্‌,

সে শাসন কতক্ষণ চলে? স্বার্থবশে যাহাদের মনের মিল নষ্ট হইয়াছে, শাসনের শক্তিতে তাহাদের কি আর মিলিত করা যাইতে পারে? শাসনের সম্মুখে তাহারা ঠিক্ থাকিত, কিন্তু তাহার পশ্চাতে তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িত। স্বার্থচালিত লোকের পক্ষে এরূপ হওয়া খুব অস্বাভাবিক নহে।

এই সকল কাণ্ড দেখিয়া মল্লিনাথ ক্রমেই বিরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার বিরক্তিতে নিরাপদ, তারাপদ প্রভৃতির এখন বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। তাহারা এখন উপার্জ্জনক্ষম—তাহাদের হাতে এখন টাকা আছে—তাহারা কিছু সম্পত্তি করিয়াছে—এখন তাহারা মল্লিনাথকে আর তেমন ভয় করিবে কেন? যাহারা তাহা করে, তাহারা উত্তম, যাহারা না করে—তাহারা অধম। নিরাপদ ও তাহার ভ্রাতাগণ এখন অধমের অধম হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা অকৃতজ্ঞ, তাহারা অধম নহে ত কি?

অধম সহোদরদিগের অধম ব্যবহার দেখিয়া—বিভাবতী দারুণ চটিয়া গিয়াছিল। নিরাপদ প্রভৃতিকে পিতা মাতার সম্মুখে পাইয়া তর্কচ্ছলে সে একদিন বলিল—

"হাঁরে নিরু, তারু, তোরা যে আজকাল কা'কেও বড় একটা মান্‌তে চাস্ না, তা'র কারণ কি বল্ দেখি? গর্ব্ব করিস্ ত কিছু পয়সার—সে পয়সা এল কোথা থেকে বল্ দেখি?"

নিরাপদ, তারাপদ সে কথার উত্তরে কোনো কথা বলিল না। কিন্তু তাহাদের অপর ভ্রাতা দুইটী সমস্বরে কহিল—

"কেন, আমরা রোজগার করি, আমাদের দোকান পাট আছে, ব্যবসা বাণিজ্য আছে—আমাদের টাকার আবার ভাবনা কি?"

সে কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া' গেল। তেমন কথা শুনিবার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না।

সে কথা শুনিয়া বিভাবতী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়াছিল। পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল—

"এরা এত শীগ্ গির যে মল্লিনাথের মহত্ত্ব ভুলে যাবে—অকৃতজ্ঞ হবে, তা কি স্বপ্নেও কখনো ভেবেছিলে কি সেই দিন—যে দিন পেটের জ্বালায় অপরের ফেলে দেওয়া তরকারির খোসাগুলো পর্য্যন্ত রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে সিদ্ধ ক'রে পেটের জ্বালা থামিয়েছি; মনে পড়ে কি সেই দিন—যে দিন অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট, রোগ, শোক, ব্যথা, বেদনা, অপমান, লাঞ্ছনা, উপদ্রব অত্যাচার আমাদের সকলকেই প্রায় মৃত্যুর দ্বার অবধি টেনে নিয়ে গিয়েছিল; মনে পড়ে কি সেই দিন—যেদিন আমাদের দারিদ্র্যের কথা নিয়ে, আমাদের অসহায় অবস্থা দেখে আমাদের প্রতিবাসী, আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের কত বিদ্রূপ না করত? কিন্তু মল্লিনাথ এসে আমাদের পেটের জ্বালা থামিয়েছে; টাকা কড়ির কিছু সংস্থান ক'রে দিয়েছে, যশ মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি এখন আমাদের যা' কিছু, তা' সেই মল্লিনাথেরই কৃপায়। আজ দিন পেয়ে যদি সে দিন ভুলে যাই, তা'হ'লে ক্ষতি তা'তে কা'র? ক্ষতি আমাদের। কারণ, ভগবান যে তা'তে বিরূপ হ'বেন। তখন আমাদের হ'বে কি?"

বিভাবতীর কথায় ও প্রশ্নে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছিল। সে প্রবাহে সকলেরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পূর্ব্বের দিনগুলি—অতীতের স্মৃতি তাহাদের মনে পড়িয়া গেল। তখনকার মত তাহারা মল্লিনাথকে আবার দেবতা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। সেই অবসরে—বামাপদ ও মাতঙ্গিনী সেই প্রবাহে আপন আপন শক্তি

মিশাইয়া দিয়া—পুত্র, কন্যা ও বধূমাতাদিগকে সংসারের সুখ শান্তি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু দারুণ দুর্য্যোগের পর সূর্য্যোদয় হইলে লোকের যেমন সেই দুর্য্যোগের কথা মনে থাকে না, দুঃখের পর সুখের মুখ দেখিয়া নিরাপদদের এত কথা মনে থাকিবে কি? তাহা থাকিলে সে সংসারের অশেষ মঙ্গল হইত, অশেষ উন্নতি হইত। উৎসন্ন মার্গের যাহারা পথিক হইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারা কি আর উপদেশ বাক্য মানিয়া চলে? উপদেশ মানিলে, কর্ত্তব্য পরায়ণ হইলে, কৃতজ্ঞতা থাকিলে, ধর্ম্মভীরু হইলে সংসারে কি এত দুঃখ কষ্ট থাকে, না সংসারে কাহারও সহিত কাহারও মুখ বাঁকাবাঁকি হয়? যাহারা সমস্ত জিনিষ বুঝে বলিয়া গর্ব্ব করে, তাহারা এই সামান্য কথাটা বুঝিতে পারে না কেন? তবু তাহারা বলে—তাহারা বিজ্ঞ। তাহারা যদি বিজ্ঞ হয়,—তবে মূর্খ কে?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মল্লিনাথ তাহার পিতার নিকট হইতে প্রায়ই পত্র পায় এবং প্রায়ই সে সকল পত্রের উত্তর দেয়। কিন্তু এবার যেরূপ পত্র তাহার পিতৃদেবের নিকট হইতে সে পাইল, সেরূপ পত্র ইতঃপূর্ব্বে মল্লিনাথ আর কখনো পায় নাই। পত্রে লেখা ছিল—

বাবা মল্লিনাথ,

তোমায় অনেক দিন দেখি নাই—এখন মাঝে মাঝে তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে। তোমার গর্ভধারিণীরও সেই ইচ্ছা বিশেষ বলবতী

হইয়াছে। তোমার হাতে যদি বিশেষ কোনো কাজ না থাকে, তাহা হইলে তুমি একবার হরিদ্বারে আসিতে পার।

পড়া শুনা তুমি কি কর, না কর, তাহার সংবাদ কখনও লই নাই—আজও লইব না। কারণ—এখনকার কালের পড়াশুনার যেরূপ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত আমার সহানুভূতি নাই। আমার বিশ্বাস—লেখা পড়া শিখিয়া এখনকার কালের অনেকেই গণ্ডমূর্খ হয়, ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলিয়া যায়, ধর্ম্মদ্রোহী হয়, সমাজদ্রোহী হয়, নীতিদ্রোহী হয়—পিতা মাতাকে মানিয়া চলে না, শাসন মানিতে চাহে না, শৃঙ্খলার দিক্ দিয়াও যাইতে চায় না। তাহাতে হয় কি—তাহারা উৎসন্ন মার্গের পথিক হয়—ভগবানকে ভুলিয়া যায়—ভোগবিলাসী হইয়া ইহকাল ও পরকাল সমস্ত নষ্ট করে।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ধর্ম্মে তোমার মতি আছে, ভগবানে তোমার বিশ্বাস আছে, সেবা ধর্ম্মে তুমি আস্থাবান। তাহা লক্ষ্য করিয়াই অধিক বিদ্যা তোমায় শিখাইবার যত্ন করি নাই। সে কারণে তোমার গর্ভধারিণী ও অন্যান্য অনেকেই আমার বুদ্ধির নিন্দা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে করিবেও। কিন্তু তাহাতেও আমি বিচলিত হইবার লোক নহি। সে প্রকৃতির লোক হইলে আমার একমাত্র বংশধরকে একা ফেলিয়া আমি কি হরিদ্বারে থাকিতে পারি? ভগবান আমাকে যাহা করাইয়াছেন, তাহাই আমি করিয়াছি। নিজের বুদ্ধিতে আমি যে কখনও কিছুই করি না—সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা।

যাউক সে কথা। গুরুদেব বলেন, তোমার অদৃষ্ট লিপিতে লেখা আছে—কিছু কালের জন্য তোমায় সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। অন্য পিতা হইলে, কথাটা শুনিয়াই হয়ত ব্যাকুল হইয়া পড়িত।

কিন্তু গুরুদেবের কৃপায় আমি তাহা হই নাই। গুরুদেবকে প্রত্যক্ষ ভগবান বলিয়া আমি মনে করি। আমি যখন ভগবানের সান্নিধ্যে আছি, তখন আর আমার ব্যাকুলতা আসিবে কিসের জন্য ?

কিন্তু তোমার গর্ভধারিণীর সে বিশ্বাস এখনও হয় ত আসে নাই। সেই কারণেই তিনি একটু অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তুমি এখানে আসিয়া তাঁহার ব্যবস্থা করিও।

গুরুদেব তোমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমার এবং তোমার গর্ভধারিণীর আশীর্ব্বাদও তুমি জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার—পিতা।

এমন পত্র কোনো পিতাই বোধ হয় কোনো পুত্রকে লিখেন না। পিতা, পুত্রকে লালন পালন করেন, পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য পুত্রকে লেখা পড়া শিখাইয়া থাকেন এবং পুত্র যাহাতে সর্ব্বতো-ভাবে সুখী হয়, সংসারে যাহাতে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, যশ মান যাহাতে তাহার বাড়িতে পারে—তাহারই চেষ্টা তিনি করিয়া থাকেন। কিন্তু হরসুন্দরের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এরূপ স্বাতন্ত্র্য ভাল কি মন্দ—তাহা বিচার করিবার যাঁহাদের অধিকার আছে, তাঁহারাই তাহা বিচার করিবেন। তবে সে স্বাতন্ত্র্য যে সংসারীর পক্ষে খুব মঙ্গলজনক নহে, এই অবধি ভয়ে ভয়ে বলিতে পারা যায়। সংসারে সকলেই সন্ন্যাসী হইলে সংসার চলিবে কেমন করিয়া—সংসার করিবে কে ?

পিতার পত্র পাইয়া পুত্র খুব আনন্দিতই হইল। সংসারের সেবা করিতে মল্লিনাথ ভালবাসে বটে, কিন্তু সংসার তাহার একটুও ভাল লাগে না। অদ্ভুত পিতার অদ্ভুত পুত্র।

সে যখন শুনিল; সংসার ত্যাগ তাহার ভাগ্যে আছে, তখন

আনন্দ ত তাহার হইবারই কথা। শৈশব হইতে যাহার কোনো বন্ধনই নাই, যৌবনের ভোগ বাসনা যাহার হৃদয় অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সংসার ত্যাগ তাহার পক্ষে সুখের সংবাদ। বিশেষ সে আদেশ—সে সংবাদ যখন তাহার পিতার নিকট হইতে আসিয়াছে।

হরিদ্বারে জনক-জননীর নিকট যাইবার জন্য মল্লিনাথ উদ্যোগ করিতে লাগিল। সে সংবাদ শুনিয়া—মল্লিনাথের যাহারা আশ্রিত, মল্লিনাথ না থাকিলে যাহাদের মধ্যে অনেকেই বাঁচিতে পারে না, তাহারা বজ্রাহত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল—মল্লিনাথ যদি তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়,—তাহা হইলে তাহাদের দিন চলিবে কিসে! সুতরাং মল্লিনাথ হরিদ্বারে যাইলে, তাহাদেরও মল্লিনাথের সঙ্গে যাইতে হইবে।

মল্লিনাথ ভাবিতে লাগিল—এ আবার কি উৎপাত।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নানা কারণে মল্লিনাথের হরিদ্বারে যাইতে দুই দশ দিন বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। সেবক, সেবা-ক্ষেত্র ছাড়িয়া সহজে কি যাইতে পারে? মল্লিনাথের কাজ কত! যাইব বলিলেই কি মল্লিনাথের যাওয়া হয়!

হরিদ্বারে যাইতে তাহার যতই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, সরম গোপনে গোপনে মল্লিনাথের ততই কুৎসা রটনা করিতে আরম্ভ করিল। সরমার আন্তরিক ইচ্ছা—মল্লিনাথ সেই মূহূর্ত্তেই হরিদ্বারে চলিয়া যায়। কিন্তু আজ—কাল করিয়া মল্লিনাথের ত কিছুতেই যাওয়াই হইতেছে না।

সরমা তখন উমাপদ ও শ্যামাপদকে মুরুব্বী ধরিয়া তাহাদের বুঝাইতে লাগিল—মল্লিদা' যে কলিকাতা ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে চাহিতেছে না, তাহার একটা গূঢ় রহস্য আছে। গূঢ় রহস্যের উল্লেখ করিতে যাইয়া সরমা, সরযূ ও মল্লিনাথের নাম একাধিকবার উল্লেখ করিয়া ফেলিল। দুঃখের পর সুখের মুখ দেখিয়া অপদার্থ যুবক দুইটী ইতিমধ্যেই গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। মল্লিনাথের সাহায্যে ও দয়ায় তাহাদের গোষ্ঠী যে অনাহার বশতঃ মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচিয়াছে, সে কথা একেবারেই তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে বাণিজ্য ব্যাপারেই তাহাদের ধনাগম হইয়াছে। সুতরাং মল্লিনাথের কাছে খামকা-খামকা তাহারা এতটা হীন হইয়া থাকিবে কেন—এতটা মাথা হেঁট করিবে কেন?

শ্যামাপদ, উমাপদকে কহিল—

"সেজদ্দা', বাবার কি বুদ্ধি দেখেছ? খেটে খুটে রোজগার কর্‌ছি আমরা, আর নাম হচ্ছে মল্লিদা'র। আচ্ছা, তা'ও না হয় বাবার খাতিরে সহ্য করা গেল। কিন্তু সরযূকে নিয়ে এ কি ঢলাঢলি?"

একখানা জলচৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া—উমাপদ বলিল—

"আমিও তাই ভাবি। কিন্তু বাবা, মা, দাদারা কিছু না বল্‌লে আমরা কি কর্‌তে পারি?"

"আচ্ছা, মল্লিদা' কি ভাল লোক?"

"যা' শুন্‌ছি, তা'তে ত একটুও ভাল লোক ব'লে মনে হয় না।"

"তা' হ'লে উপায়?"

"হরিদ্বারে চ'লে গেলে, সব লেঠাই ত চুকে যায়। কিন্তু যাচ্ছে কৈ?"

"কেন যে যাচ্ছেনা, তা'র কারণও ত শোনা গেল। তাইত

ভাব্ছি—উপায়। এখন আমাদের কিছু মান সম্ভ্রম হয়েছে, কিছু টাকা কড়িও হয়েছে। এখন ত আমাদের আর মল্লিদা'র নামে বিকোন উচিত নয়। তা'র উপর আবার এই অত্যাচার!

"বাবার যেমন কাণ্ড—হুঁঃ।"

"এক কথায় আমি সব ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারি। কিন্তু কি বল্‌ব—মল্লিদা'র সাম্‌নে কোনো কথা বল্‌তে কেমন যেন আমার বাধ-বাধ ঠেকে। তা' না হ'লে মজাটা একবার দেখাতেম।"

"আরে আমরও ত ঐ অবস্থা। না হ'লে আমিই কি ছেড়ে কথা কইতেম্?"

তারাপদ আসিয়াও সে পরামর্শে যোগদান করিল। তারাপদর সম্প্রতি মনের ভাব—মল্লিনাথ, তাহাদের সহিত আর কোনো সম্পর্ক না রাখে। ভ্রাতাগণের মধ্যে তারাপদ বেশ একটু কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। তাহার মনের ইচ্ছা—সকল ভ্রাতাকে ঠকাইয়া তাহাদের বিষয় ও ব্যবসায় সে একা একাই ভোগ করে। কেবল মল্লিনাথের ভয়ে তারাপদর কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া কনিষ্ঠ সহোদরগণের পরামর্শে সে যোগদান করিল এবং জ্যেষ্ঠ নিরাপদও যাহাতে তাহাদের মতাবলম্বী হয়, সে বিষয়েও যথাবিহিত চেষ্টা করিবে বলিয়া উমাপদ ও শ্যামাপদকে উৎসাহ প্রদান করিল।

এ সকল কাণ্ড তাহাদের গোপনে গোপনেই চলিয়াছে। বামাপদ বা মাতঙ্গিনী এ সকল কীর্ত্তির কথা এতটুকুও জানিতে পারেন নাই।

ষড়যন্ত্রের ফলে নিরাপদকেও ভ্রাতাদিগের মতে মত দিতে হইল। তখন ষড়যন্ত্রের সভায় স্থির হইয়া গেল—মল্লিনাথের মত কুৎসিত জীব পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

মল্লিনাথ তখনও দেবতা আছে—বামাপদ, মাতঙ্গিনী, বিভাবতী ও

সরযূর চক্ষে। উষার নয়নে মল্লিনাথ অনুরূপে প্রতিভাত। সে অভাগিনী, বিবাহিতা হইয়াও মল্লিনাথের প্রতি অনুরক্তা!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এত কাণ্ড, এত পরামর্শ, এত ষড়যন্ত্র যে ভিতরে ভিতরে হইয়া গেল, তাহার সংবাদ মল্লিনাথ কিছুই রাখে নাই—তাহার বিন্দু বিসর্গও সে জানিতে পারিল না। তাহা শুনিলে মল্লিনাথ হয়ত কি একটা অলৌকিক শক্তিবলে এক কথায় ত বড় কাণ্ডটা মিটাইয়া দিত। কিন্তু সে যাহাতে এ ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারে, তারাপদ সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। সেটা অবশ্য তারাপদর সয়তানী বুদ্ধি।

দুই এক দিনের মধ্যেই এই কাণ্ডটা একটা প্রকাণ্ডে পরিণত হইল। বামাপদ ও মাতঙ্গিনী অবশ্য এ কাণ্ডের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছিলেন। মল্লিনাথের সহিত তাঁহার পুত্রগণের মনোমালিন্য অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া তাঁহারা মরমে মরমে মরিয়া গেলেন। মল্লিনাথ সে সংসারের জন্য যাহা করিয়াছে, তাহা কে করিতে পারিবে—আর কেনই বা করিবে? সেই মল্লিনাথের বিরুদ্ধে বামাপদর পুত্রগণ এইরূপে ভীষণ ষড়যন্ত্র করিতেছে। মানুষ এতই স্বার্থপর, এতই অকৃতজ্ঞ, এমনিই "নিমক-হারাম! বামাপদ সে বিষয়ে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন—অবশেষে নিজেকে অত্যন্ত অসহায়, নিরুপায় ভাবিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুত্রগণের অভদ্র হীন আচরণ দেখিয়া বামাপদ ও মাতঙ্গিনীর অশ্রু-পাত করা ভিন্ন আর কিছু উপায় ছিল না। নিরাপদ প্রভৃতি এখন উপায়ক্ষম—তাহাদের হাতে টাকা আছে—নিস্ব, অক্ষম, গৌরবহীন জন্মদাতার কথা অথবা গর্ভধারিণীর উপদেশ তাহারা কি আর শুনিবে, না তাঁহাদের আদেশ হতভাগ্য দাম্ভিক সন্তানগণ মাথা পাতিয়া লইবে! কথা যাহারা শুনে, শাসন যাহারা মানে, তাহারা ত কুলতিলক। কিন্তু বামাপদর পুত্রগণকে সে শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা যায় না। স্বার্থের দায়ে, বুদ্ধির দোষে তাহারা পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে। তাহারা কৃতঘ্ন, তাহারা বন্ধুদ্রোহী। সুতরাং তাহারা কুলঘ্ন। কুলঘ্নের নিকট আর কি আশা করিতে পারা যায়?

তথাপি তাহাদের ডাকাইয়া বামাপদ অনেক কথা বুঝাইলেন—তাহাদের আঁটীয়া উঠিতে না পারিয়া বৃদ্ধ অনেক কটু কথা কহিলেন—ইহকালের ও পরকালের ভয় দেখাইয়া অনেক উপদেশই তিনি তাহা-দের দিতে লাগিলেন। কিন্তু তারাপদ সে সকল কথা তাহার সহোদর-বর্গের কাণে পৌঁছাইতেই দিল না। তর্ক করিয়া বিবাদ করিয়া, তাচ্ছিল্য করিয়া পুত্র পিতার কথা "নাকোচ" করিয়া দিল—পিতাকে হারাইয়া দিল। পুত্র ভাবিল—তাহার বুদ্ধি ক্ষুরধার—বিলাতে জন্মা-ইলে সে হয়ত একদিন রাজ-মন্ত্রী হইলেও হইতে পারিত। আর পিতা ভাবিলেন—পুত্ররত্নটী মূর্খ, বর্ব্বর, হীন, কাপুরুষ, অকৃতজ্ঞ।

বামাপদ তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন—এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিত—কোন্ পথ গ্রহণীয়। পুত্রগণের উপর যথেষ্ট ক্রোধ এমন কি ঘৃণারও উদ্রেক হইয়াছিল বটে; কিন্তু তবুও তিনি পুত্রগণের বিরুদ্ধা-চরণ করিতে পারেন না। কু-পুত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু কু-পিতা বা কু-মাতা কয়জন?



যখন কোনো উপায়ই আর রহিল না, যখন বামাপদ তাঁহার পুত্রগণকে কিছুতেই শাসনের গণ্ডীর মধ্যে আনিতে পারিলেন না, তখন বিভাবতী তাহার পিতাকে কহিলেন—"বাবা, এ সব কথা মল্লিনাথকে কি আপনার বলা উচিত নয় ?"

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বামাপদ বলিলেন—"তা'তে লাভ ?"

"লাভ আর কি ! তবে কথাগুলো তা'র কাণে যাওয়া উচিত—তা'তে সে সাবধান হ'তে পারে।"

"কোন্ মুখে তা'কে এ সব ব'লব আমি ?"

"সেই যা কথা। কিন্তু আমরা পাপ কর্‌ছি যে দেবতার বিরুদ্ধে !"

"দেবতার তা'তে আর ক্ষতি কি, বল্ মা ? ক্ষতি আমাদের। আমি ভাব্‌ছি—এই পাপে আমার বংশ নির্ব্বংশ না হয় !"

কথাটা শুনিয়া মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন। কথাটা উচ্চারণ করিয়া বামাপদও যে স্থির ছিলেন—এমন নহে। কিন্তু যে কথা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া আনিবার উপায় কি ? নিরাপদ, তারাপদ, উমাপদ ও শ্যামাপদ সকলেই পিতার অভিশাপের কথা শুনিল। কিন্তু কথাটা তাহারা গায়েই মাখিল না। তাহারা এখন মল্লিনাথের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইয়াছে; কোনো কথা—কোনো হিতবাণী তাহাদের কাণে আর পৌছায় কি ?

আর মল্লিনাথ তখন কি করিতেছিল ? হরিদ্বারে সে চলিয়া যাইলেও নিরাপদদের সংসার যাহাতে সুশৃঙ্খলে চলে, যাহাতে তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্যের কোনো ক্ষতি না হয়, অর্থাগমের পথ যাহাতে বেশ সুগম হয়—যাহাতে তাহাদের মান সম্ভ্রম বজায় থাকে, মান সম্ভ্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়—তাহারই উপায় সে কল্পনা করিতেছিল—তাহারই ব্যবস্থা

করিবার জন্য তাহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবগণের দ্বাবস্থ হইতেছিল। কিন্তু বিধির বিধানচক্র সকল ব্যবস্থাই উল্টাইয়া দিল।

কর্ম্মফল—অদৃষ্ট! ইহার উপর আর কি কথা আছে! মানুষ গড়ে—ভগবান ভাঙ্গেন। কর্ম্মফল—অদৃষ্ট।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মল্লিনাথ তাহার পিতার নিকট হইতে আবার একখানি পত্র পাইল। কলিকাতা ছাড়িয়া হরিদ্বারে যাইবার জন্য সে পত্রে তাহাকে বিশেষ তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এবার আর সে চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিল না। নিরাপদদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ব্যবস্থা করিতে তবু তাহার দুই একদিন বিলম্ব হইয়া গেল। মল্লিনাথ ভাবিল—কি করা যায়, হাতের কাজ ফেলিয়া যাই বলিলেই ত আর যাওয়া চলে না।

নিরাপদের মনের ভাব এখন কিন্তু অন্যরূপ। তাহারা ভাবিতে লাগিল—ও সব কাজের কথা নহে। মল্লিনাথ যে বারম্বার পত্র পাইয়াও কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিতেছে না, তাহার ভিতর একটা বিশেষ কথা আছে। পরের ছেলের এমন কি দায় যে পরের মঙ্গলের জন্য পিতার আদেশ ঠেলিয়া রাখে।

নিরাপদদের মনে এখন পাপ চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা অনেক পাপ কথা ভাবিতে লাগিল। মল্লিনাথ যাহাতে শীঘ্র কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তারাপদর প্ররোচনায় নিরাপদ সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। মল্লিনাথ কিন্তু সে কথার কিছুই বুঝিয়া

উঠিতে পারে নাই। তাহার ধারণা—নিরাপদ প্রভৃতি যে হরিদ্বারে যাইবার জন্য তাহাকে এতটা জিদ্ করিতেছে, সেটা তাহারই মঙ্গলোদ্দেশ্যে।

সেরূপ ভাবা ভিন্ন মল্লিনাথ আর কি ভাবিতে পারে? জীবনে সে কখনো পাপ করে নাই; মঙ্গল ভিন্ন সে কখনও অপরের অমঙ্গল চিন্তা করে নাই; পরার্থ, 'পরসেবা যাহার জীবনের ব্রত, লোকের "ছক্কা পাঞ্জা" সে কেমন করিয়া বুঝিবে—আর কেনই বা তাহা বুঝিতে যাইবে? তাহার কাজের জমা খরচ নাই—হিসাব নিকাস খতিয়ান নাই। জীব ও জগতের কার্য্য করিয়াই সে সুখী—জীব ও জগতকে ভালবাসিয়াই তাহার আনন্দ। অত হিসাব নিকাস সে কেন করিবে—অত ছোট মন তাহার কেন হইবে? হিসাবী হইলে অবশ্য তাহাকে বুঝিতে হইত যে অযাচিত ভাবে কাহাকেও ভালবাসিতে নাই, অযাচিত ভাবে কাহারও কোনো উপকার করিতে নাই। তাহা করিলে উপকারির মান থাকে না—সম্ভ্রম থাকে না—মর্য্যাদা থাকে না। বেশী মেলামেশা করিলে ক্ষুদ্র-চেতা হীন প্রাণ অন্ত্যজের নিকট মহৎকে উপেক্ষিতই হইতে হয়।

কিন্তু সে শিক্ষা ত মল্লিনাথের হয় নাই। সুতরাং যে কুটীল পথ নিরাপদরা ধরিয়াছিল, মল্লিনাথ কিছুতেই তাহার সন্ধান রাখিতে পারিল না। নিরাপদর বারম্বার অনুরোধের উত্তরে—মল্লিনাথ কহিল,—

"তোমরা দেখ্ ছি নিরু, যথার্থই মহৎ। তোমাদের নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে না চেয়ে—যখন তোমরা এক রকম জোর ক'রেই আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ, তখন আমাকে বুঝতে হ'চ্ছে যে আমার মঙ্গলটাই তোমাদের কাম্য। বাবা যখন তোমাদের কথা শুন্বেন, তখন তিনি ভারী খুসী হবেন।"

মুখখানা কাঁদ কাঁদ করিয়া নিরাপদ কহিল—

"তোমাকে ছেড়ে মল্লিদা' আমাদের যে জীবন্মৃত হ'য়ে থাকতে হবে, সে কথা তোমাকে না বললেও তুমি বুঝতে পার। কিন্তু বাবা যখন বার বার চিঠি লিখ্‌ছেন, তখন ত' তোমার আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করা উচিত হচ্ছে না। তারাপদ আমাকে বল্‌ছিল— মল্লিদা' যদি আর কোনো রকমে একটুও দেরী করেন, তাহ'লে আমরা জোর ক'রে তাঁকে ধ'রে রেলগাড়ীতে তুলে দিয়ে আস্‌ব। আর সকলেরও প্রায় ঐ কথা।"

"খুব ভালবাসার কথা বটে! যাক্, কালই আমি রওনা হচ্ছি। সকলকে যা' বল্‌বার আমি সব ব'লে দিয়ে গেলেম্। তোমরা খুব সাবধানে থেক—খুব সাবধানে কাজ কর্ম্ম ক'র। বুঝেছ ত, পয়সা না থাকলে কত কষ্টই পেতে হয়। সে পয়সা যখন হাতে পেয়েছ, নির্ব্বোধের মত সেটা আর হাতছাড়া ক'র না। ভায়ে ভায়ে সদ্ভাবে থেক, কার' সঙ্গে প্রতারণা প্রবঞ্চনা ক'র না, ভগবানে মতি রেখ, বাপ্‌মাকে সুখী কর্‌তে চেষ্টা ক'র—তা'হলেই সব ঠিক্ চ'লে যাবে। বদিয়াতী ক'র না—তা'হলেই দুঃখ পাবে—বর্‌বাদ্ হ'বে। কথা গুলো মন দিয়ে শুন্‌লে ত হে?"

নিরাপদের বুকের ভিতরটা বাতাসে কবাটপড়ার মত ঝণাৎ করিয়া উঠিল। চেষ্টা করিয়া ধাক্কাটা অতিকষ্টে সাম্‌লাইয়া নিরাপদ কহিল—

"তোমার কথা আর বুঝব না মল্লিদা'? তা—তা—"

নিরাপদর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। তাহার ভাগ্যবলে তারাপদ সেই সময়ে সেই স্থানে আসিয়া পড়িল। তারাপদ ভারী খেলোয়াড়। খেলোয়াড়ী করিয়া সমস্ত জিনিষটা

সে সাম্‌লাইয়া লইল। তারাপদ না আসিলে নিরাপদ নিশ্চয়ই একটা গোল বাধাইয়া বসিয়া থাকিত। সেই কারণেই ত তারাপদ যখন তখন বলিয়া থাকে—

"দাদা ভারী বোকা—হস্তী-মূর্খের উপর—মনুমেণ্টমূর্খ।"

সে যাহা হউক, স্থির হইয়া গেল—"মল্লিদা" তারপর দিনই হরিদ্বার যাত্রা করিবে। অদ্য রাত্রিতে তাহাদের বাটীতে মল্লিদা'র ভোজনের নিমন্ত্রণ। ভোজটা বিদায়ী ভোজ!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নিরাপদদের বাড়ীতে মল্লিনাথের আজ রাত্রিতে ভোজের নিমন্ত্রণ। এ ভোজটা বিদায়ী ভোজ। এ ভোজে বক্তৃতাও ছিল, আর চ'খের জলও যথেষ্ট ছিল। এ ব্যাপারে বক্তৃতা যাহারা করিয়াছিল, তাহারা প্রাণহীন—নির্ম্মম। বক্তৃগণের মধ্যে তারাপদই অবশ্য অগ্রণী। বক্তৃতা সে জমাইয়াছিল ভাল। নিরাপদর স্বর একটু বেসুরা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তারাপদ বুদ্ধি করিয়া সেটা খুব সাম্‌লাইয়া লইল। তারাপদ উপস্থিত না থাকিলে হয় ত চালটা ধরা পড়িত।

তবে চ'খের জলটা যাহাদের পড়িয়াছিল, তাহাদের সে জল কর্দ্দমাক্ত নহে। গিরি-সম্ভূতা নির্ঝরিণী যেমন আপন ইচ্ছাবলে পাহাড় ভেদ করিয়া আপনিই বাহির হয়—সে জলে যেমন মলা মাটী থাকে না, মল্লিনাথের জন্য যাহারা কাঁদিয়াছিল, তাহাদের অশ্রুধারা তেমনই মর্ম্মভেদী, তেমনই অনাবিল।

চক্ষের জল পড়িয়াছে—বামাপদ, মাতঙ্গিনী ও বিভাবতীর। সরযূ ও উষাও বুঝি লুকাইয়া লুকাইয়া অনেক কাঁদিয়াছে। কে জানে, কাহারও সম্মুখে মল্লিনাথের কথা কহিতে কিম্বা তাহার জন্ম চ'খের জল ফেলিতে—কেন উষা লজ্জা করে—কেমন যেন সে হইয়া পড়ে।

নিরাপদও একটু কাঁদিয়াছিল। মল্লিনাথকে বিদায় দান করিতে অতীতের অনেক কথাই তাহার মনে পড়িতেছিল। মল্লিনাথ না থাকিলে যে তাহারা বাঁচিতে পারিত না, আজ যাহা হইয়াছে, তাহা যে হইতে পারিত না, সে কথা নিরাপদর বার বার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু চ'খের জলের তোড়ে পাছে—"দাদা গলিয়া যায়," সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে তারাপদর একটুও ঔদাসীন্য ছিল না। কড়া পাহারায় নজরবন্দী হইয়া নিরাপদর অন্তরের অশ্রু অন্তরেই শুকাইয়া গেল। নিরাপদর অশ্রুজল বাহিরে যতটা গড়াইয়া পড়িতেছিল, ভণ্ডামী-বিষ তাহাতে মিলাইয়া দিয়া তারাপদ সে জলটাকে অব্যবহার্য্য করিয়া তুলিল। তারাপদ, উমাপদ, শ্যামাপদ ও সরমাও বড় অল্প কাঁদিল না; কিন্তু লোকলজ্জায় অথবা সয়তানীবুদ্ধিতে চ'খের জল ফেলিয়া নদী নালাকেও যাহারা হার মানাইয়া দেয়, তাহাদের সে জলে কি হলাহল আছে, মল্লিনাথ-চরিত্রের লোক তাহা কখনো বুঝিতে পারে কি? সে কথা না বুঝাই ভাল—তাহা বুঝিলে জগতে মল্লিনাথ-চরিত্র সুদুর্লভ হইবে। সয়তানী ধরিতে শিখিলে ভাল লোকও ক্রমে সয়তান হইয়া পড়ে।

ভোজনাদি শেষ হইতে রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে রাত্রিতে মল্লিনাথের বাসায় ফিরিয়া যাওয়া আর কোনো মতেই ঘটিয়া উঠিল না। বামাপদ ও মাতঙ্গিনী কহিলেন—

"তাও কি হয়—এত রাত্রে কি আর মল্লিনাথের বাসায় যাওয়া হ'তে পারে!"

কথাটা—তারাপদ ও সরমার একটুও ভাল লাগিল না। তাহাদের মনের কথা—এই সহানুভূতির ঘটায় মল্লিনাথ যদি আরও কিছু দিন কলিকাতায় থাকে এবং থাকিতে থাকিতে যদি তাহার হরিদ্বারে যাওয়াটাই আর ঘটিয়া না উঠে, তাহা হইলে ত ভারী বিপদের কথা।

কিন্তু মল্লিনাথের কথায় ত তাহাদের কাহারও কথাটী কহিবার যো-টী নাই। সুতরাং বিরক্ত হইয়াও তাহাদের চুপ করিয়াই থাকিতে হইল। মল্লিনাথ ধীর পদে বহির্ব্বাটীর একটা ঘরে শয়ন করিতে চলিয়া গেল।

মল্লিনাথ একাকীই শয়ন করিয়াছিল। কাহাকেও কাছে লইয়া সে শয়ন করিতে পারে না। মল্লিনাথের আর একটা স্বভাব—অন্ধকারে কিছুতেই তাহার নিদ্রা হয় না। তাহার শয়ন-মন্দিরের বহির্ভাগে একটা আলো থাকা চাই-ই চাই।

এ রাত্রিতেও সে নিয়ম রক্ষিত হইয়াছিল। খোলা দ্বারের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মি গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। সুতরাং খুব বেশী আলো গৃহমধ্যে প্রবেশ না করিলেও—গৃহটী অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। সেই মন্দালোকে গৃহ প্রাচীরস্থ দুই একখানা অস্পষ্ট চিত্র দেখিয়া কি একটা পুরাতন কথা ভাবিতে ভাবিতে মল্লিনাথ ঘুমাইয়া পড়িল।

কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শেষ রাত্রিতে যখন তাহার ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন মল্লিনাথ চোখ মেলিতেই দেখিল—ঘরটা অন্ধকার। সে ভাবিল—হয় তৈলাভাবে না হয় ঝটিকা বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়া থাকিবে। দীপ-শলাকা বাহির করিবার জন্য

মল্লিনাথ আপন উপাধান-তল অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু দীপ শলাকা ত সে স্থানে নাই। মল্লিনাথের মনে পড়িল—উপাধান তলেই দীপ-শলাকা সে রাখিয়াছিল! তাহা গেল কোথায়—আশ্চর্য্য!

ইতিমধ্যে কাহারও নিশ্বাসের শব্দ যেন মল্লিনাথের কাণে আসিতেছিল। মল্লিনাথ একটু ভয় পাইল, একটু কৌতুহলীও হইয়া পড়িল। বিজড়িত স্বরে মল্লিনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

উত্তর হইল—"পেত্নী।"

সত্য সত্য পেত্নীর কথা শুনিলে অথবা তাহার দর্শন পাইলে মল্লিনাথ হয় ত ততটা বিস্মিত হইত না—আর ততটা ভয়ও পাইত না। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া মল্লিনাথ যখন বুঝিল, সে কণ্ঠস্বর উষার, তখন তাহার কেমন একটা ভয়, কেমন একটা বিস্ময় আসিল—যাহা পূর্ব্বে সে কখনও অনুভব করে নাই। রাস্তার দিকের জানালাটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিয়া—এক দৃষ্টিতে "প্রেতিনীর" মুখের দিকে চাহিয়া মল্লিনাথ কহিল—

"সত্যই ত উষা! এত রাত্রিতে অন্ধকারে এ ঘরে তোমার এমন অবস্থায় দেখ্‌লেম্ কেন উষা?"

একটুও সঙ্কোচের ভাব প্রকাশ না করিয়া—ধীর, স্থির, অবিকম্পিত কণ্ঠে উষা বলিল—"কাজ ছিল।"

অধিকতর বিস্ময় সহকারে মল্লিনাথ জিজ্ঞাসা করিল—

"এমন সময়ে আমার কাছে তোমার কিসের কাজ?"

প্রগল্‌ভার মত উষা সে প্রশ্নের কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহা সাম্‌লাইয়া লইয়া সে কহিল—

"তুমি আমায় হরিদ্বারে নিয়ে চল। আমি এখানে আর থাক্‌বও না, আর থাক্‌তে পারব'ও না।"

"তুমি কি বল্‌ছ ?"

"কিছু না। কেবল এই বল্‌ছি—আমি তোমার পদাশ্রয়ে থাকৃতে চাই।"

এ কথার অর্থ মল্লিনাথ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কেমন একটা নিদারুণ ভয় ও লজ্জায় সে অভিভূত হইয়া পড়িল। কেমন একটা অশান্তি যেন তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিল—কেমন একটা জ্বালা, কেমন একটা যন্ত্রণা তাহার মর্ম্মস্থল যেন ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। গৃহে আর সে তিষ্ঠিতে পারিল না। গৃহ হইতে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বামাপদর গৃহ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে সজোরে আঘাত করিয়া সে ডাকিল—

"মা—মা !"

সে আহ্বান শব্দে—বাটীর সকলেই প্রায় উঠিয়া পড়িয়াছিল। মাতঙ্গিনী সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—

"কি হয়েছে বাবা ? কাঁপছ যে ! ভয় পেয়েছ কি বাবা ?"

মল্লিনাথ সে সকল প্রশ্নের কোনো উত্তরই করিতে পারিল না। তাহার প্রাণে তখন কি একটা হাহাকার উঠিয়াছে—কেমন একটা ঝড় বহিতেছে।

মল্লিনাথ একবার ভাবিল—সকল কথাই সে মাতঙ্গিনী ও বামাপদর নিকট বলিয়া ফেলে। তাহাতে কিন্তু ঊষার সমূহ বিপদপাতের সম্ভাবনা আছে বুঝিয়া—সে আর কোনো কথাই কহিল না।

মল্লিনাথ কোনো কথা না বলিলেও—সরমা, তারাপদ প্রভৃতিকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া সকল কথাই বলিয়া দিল। কথা-গুলা অবশ্য অতিরঞ্জিত। সরমা সে রাত্রিতে জাগিয়া ছিল—অলক্ষ্যে

থাকিয়া মল্লিনাথ ও উষার কথোপকথন সে শুনিয়াছিল। তাহার স্বভাবই ঐরূপ।

সরমা যাহা শুনিয়াছিল—তাহার দশগুণ গল্প করিয়া সকলের নিকট সে একটা বিশেষ বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করিল। সে সকল কথা শ্রবণান্তর তারাপদ তাহার পিতৃদেব ও মাতা ঠাকুরাণীকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিল। কথাগুলা অবশ্য মল্লিনাথেরই বিরুদ্ধে। তবে তাহাতে কিম্ভুত কিমাকারের আবরণ ছিল। তাহার কারণ—মল্লিনাথকে স্পষ্ট কোনো কথা বলিতে এখনও তাহাদের সাহস হয় না।

মল্লিনাথ সকল কথা কাণে তুলিয়াছিল কি না—তাহা বলিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, কোনো কথারই মল্লিনাথ প্রত্যুত্তর করিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটী হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বামাপদ ও মাতঙ্গিনীর সহস্র আহ্বানেও আর মল্লিনাথ ফিরিয়া আসিল না।

তারাপদ ও সরমা ভাবিল—আপদ এতদিনে বিদায় হইল। বামাপদ কিন্তু মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন—

"গিন্নি, আমার সংসারের লক্ষ্মী-শ্রী বুঝি ঐ মল্লিনাথের সঙ্গেই গেল গো!"



চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

মল্লিনাথ ত চলিয়া গেল—কিন্তু তাহাতে উষার নির্য্যাতন বাড়িল যে!

তাহাত বাড়িবারই কথা। হিন্দুর ঘরে এমন প্রবৃত্তি লইয়া যে স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে এমন নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে বৈকি? কথাটা—নিষ্ঠুরতার; কিন্তু কুলটা প্রবৃত্তিটাই কোন্ করুণা স্নিগ্ধ। যে স্ত্রীলোক কুলধর্ম্ম গ্রাহ্য করে না, স্বামীর গৌরব মর্য্যাদা রক্ষা করে না, মানবতার যে অপমান করে, তাহাকে সহানুভূতি করিবে কে? শয্যা কলুষিত করিলেই যে স্ত্রীলোক অসতী হয়—এমন নহে; মন কলুষিত করিলেও তাহাকে সে পাপে পাপিনী হইতে হয়।

যে কারণেই হউক, উষা সেই পাপই করিয়াছিল। পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইল। তবে মাত্রাটা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। মাত্রা বৃদ্ধির জন্য সরমাকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা নীতি-বিরুদ্ধ হয়ত হইবে না। ঈর্ষা তাহাকে পশু করিয়াছিল।

স্ত্রীর প্রতি এত অত্যাচার—রূপমুগ্ধ নিরাপদ কিন্তু আর নীরবে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। পত্নীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া এখন সকলকেই বেশ দুই কথা সে শুনাইয়া দিতে লাগিল। কাজেই তাহাতে ঝগড়া বিবাদের বেশ সূত্রপাত হইয়া উঠিল—সংসারটা তাহাতে উৎসন্ন যাইবার পথে দাঁড়াইল। বামাপদ ও মাতঙ্গিনী বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা আর বন্ধ করিতে পারিলেন না।

বামাপদর সুখের সংসার ভাঙ্গিবার বিশেষ একটু কারণ আছে

তারাপদ যত্ন করিয়া প্রতিদিন বিষবৃক্ষমূলে জলসেচন করিত। সুতরাং দিনে দিনে সে বৃক্ষ বেশ পুষ্টই হইতে লাগিল। সংসারে বিবাদ বাধিলে—সংসারটা ভাঙ্গিয়া যাইলে তারাপদরই সমধিক লাভবান হইবার সম্ভাবনা। কারণ সে কৌশলী। তাহার কৌশলেই ত বামাপদর সংসারে এমন ভাঙ্গাভাঙ্গি—এমন ঝগড়া বিবাদ। যতদিন মল্লিনাথ ছিল, ততদিন এ ঝগড়া বিবাদ কেহই করিতে সাহস করে নাই। কিন্তু আজ সাহস বাড়িয়াছে সকলেরই।

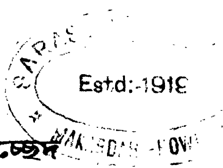
মল্লিনাথ আর সে সংসারের কর্ত্তা নাই বলিয়া—সেখানে এমন বিশৃঙ্খলা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বামাপদ, মাতঙ্গিনী, বিভাবতী ও নিরাপদর প্রতিপদে সে কথা মনে হইতে লাগিল—প্রতি কথায় মল্লিনাথকে মনে পড়িতে লাগিল। কিন্তু সে এখন কোথায়? যাহার জন্য বামাপদর দুঃখের সংসার সুখের হইয়াছে, যাহার চেষ্টায় নগণ্য নিরাপদ ও তাহার ভ্রাতারা সমাজে সম্মান পাইয়াছে, যাহার আত্মবলিতে সে সংসারের প্রতিষ্ঠা, সে যে অভিমানভরে চলিয়া গিয়াছে, সে কথা কেমন করিয়া তাহারা ভুলিতে পারে? মল্লিনাথের কথা মনে পড়িলেই বামাপদ ও মাতঙ্গিনী প্রভৃতির নয়নে জলধারা বহিতে থাকে —প্রাণ যেন ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হয়। কিন্তু তাহাতে কি আর মল্লিনাথ ফিরিয়া আসিবে!

বামাপদর সংসারে ঝগড়া বিবাদ খুবই চলিতেছিল। সহোদরে সহোদরে বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে,—সহোদর সহোদরাগণের মধ্যে একটা বিশেষ অপ্রীতি ঘটিয়াছে—পিতা-মাতাকেও পুত্রেরা এখন আর তেমন মানিয়া চলে না—আর পিতামাতাও বুঝি আর তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারেন না। সে সংসারে কেমন একটা বিশ্রী ওলট্ পালট্ হইয়া গেল। তাহার ফলে তাহাদের তেমন

কার্ কার্‌বার নষ্ট হইল—মান সম্ভ্রম ইজ্জৎ সমস্তই ঘুচিয়া গেল—পড়িয়া রহিল কেবল দুঃখ, কলঙ্ক, অনুতাপ!

এ দুঃখ, এ অনুতাপ তারাপদর অবশ্য কিছুই হয় নাই। কারণ,—বিবাদ বিসম্বাদকে নিমন্ত্রণ করিয়াই তাহাদের সংসারে ডাকিয়া আনিয়া বেশ দুই পয়সার সে সংস্থান করিয়াছে। কার্ কারবার তারাপদই চালাইত। বিবাদ বাধাইয়া দিয়া—টাকা-কড়ি আত্মসাৎ করিবার সে বেশ সুবিধা পাইয়াছে। বিবাদীগণ এখন কি তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য দেখিবার অবসর পায়?

সংসারের জ্বালা ব্যথায় বামাপদ ও মাতঙ্গিনী ক্রমেই অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন—কোনো তীর্থ স্থানে তাঁহাদের শেষ জীবনটা কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহারা ত "যাইব" বলিলেই যাইতে পারেন না। সরযূর বিবাহ না দিয়া তাঁহারা তীর্থ যাত্রা করেন কেমন করিয়া?



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বামাপদর সংসারে যে এরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কেবলই সরমা বা তারাপদর জন্য নহে। তারাপদর পত্নী সরস্বতীকেও ইহার জন্য কতকটা দায়ী করা চলিতে পারে। এ সংসারে যখন সে প্রথম আসিয়াছিল, তখন ছিল সে এক প্রকার। কিন্তু সরমার সহিত মিলিয়া শেষে সে আর একপ্রকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন সরস্বতী—তাহার দিদি উমাকেও ঘৃণার চক্ষে দেখে—তাহার সহিত বাক্যালাপ

পর্য্যন্ত সে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সংসারটা যাহাতে ভাঙ্গিয়া যায়, সরস্বতী এখন সে বিষয়ে চেষ্টা করে এবং তাহার স্বামীকেও সেইমত উপদেশ দিয়া থাকে।

তারাপদ একাই একসহস্র। তাহার উপর পত্নীর উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এবং পত্নীর সহানুভূতি পাইয়া—সংসারে আগুণ জ্বালাইয়া দিবার সে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। চেষ্টার ফলও ফলিল। বামাপদর সংসারে কলহ বিবাদ এখন দিবারাত্রি চলিতেছে। এখন মল্লিনাথ নাই—কে তাহা বন্ধ করে!

বিবাদ যখন চরমে উঠিল, পিতামাতা বর্ত্তমানেও স্ত্রী লইয়া তারাপদ তখন ভিন্ন সংসার পাতিল। পৈত্রিক কারবারটা এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তারাপদ এখন একটা নূতন কারবার খুলিয়াছে—তাহার দোকান পাঠ অবশ্য ভালই চলিতেছে।

দুষ্টলোকে বলিতে লাগিল—তারাপদ সকলকে ফাঁকি দিয়া ব্যবসায়ের সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়া নিজ নামে এখন কারবার চালাইতেছে। সুতরাং আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জিনিষটা উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা নিরাপদ প্রভৃতির খুবই উচিত।

সেই উপায়ই নিরাপদ প্রশস্ত উপায় মনে করিল। দাদার মতে মত দেওয়া ভিন্ন উমাপদ এবং শ্যামাপদও আর কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না। পিতার নিষেধ, মাতার আদেশ কেহই আর এখন মানিতে চাহে না। নিরাপদ কহিল—

"বাবার হুকুম শুন্‌তে গেলে, মায়ের উপদেশ মান্‌তে গেলে, আমাদের সুখ সোয়াস্তি থাকে না।"

কথাটা শুনিয়া বামাপদ ও মাতঙ্গিনী ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু কেবল ক্ষুণ্ণ হইয়াই বা লাভ কি? মনের কথা মনে চাপিয়া রাখিয়া

তারাপদকে ডাকাইয়া বামাপদ তাহাকে অনেক সদুপদেশ দান করিলেন—অনেক ভাল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কিন্তু তারাপদর নিকট হইতে টাকা বাহির হইল না। তারাপদ বলিল—তাহার সহোদরেরা যাহা করিতে পারে, করুক; তাহাতে তাহার কোনো আপত্তি নাই। তারাপদ আরও বলিল—দাদার মত পরের দয়ার উপর কখনই সে নির্ভর করে নাই। যাহা কিছু সে সঞ্চয় করিয়াছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াই তাহাকে করিতে হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে যাহারা তাহাকে চোর বলে, তাহারই সেই নামের যোগ্য—সেই পদবাচ্য।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় বাক্‌বিতণ্ডা তখন খুব চলিল। সে তর্ক বিবাদ অক্ষম বামাপদ কোনো মতেই মিটাইতে পারিলেন না। মাতঙ্গিনী সন্তান-বাৎসল্যবশতঃ সে বিবাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইতে রক্তারক্তি কাণ্ডটা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু ব্যাপারটা আদালতে গড়াইল। কোনও পক্ষই যখন "আপোষ" মানে না, তখন বিচারালয়ের শাসন ভিন্ন তাহা আর কিরূপে মিটিতে পারে? বামাপদ বর্ত্তমানেও বামাপদর পুত্রগণের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। সকলই কর্ম্মফল।

মোকদ্দমা রীতিমতই চলিতে লাগিল। বামাপদের সমাজে মুখ দেখাইবার আর উপায় রহিল না। অনন্যোপায় হইয়া মাতঙ্গিনী, বিভাবতী, সরমা ও সরযূকে সঙ্গে লইয়া তিনি হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল—মল্লিনাথ যত বিরক্তই হউক না কেন, মল্লিনাথের নিকট উপস্থিত হইলে সে আর তাহাদের ফেলিয়া দিতে পারিবে না।

যাইবার সময় পুত্রগণকে ডাকাইয়া তিনি বলিয়া গেলেন—এক ঘরের দুই কন্যা আনিয়াই তাঁহার যত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যত বিপদকে

তিনি ডাকিয়া আনিয়াছেন। বাহিরের আপদ ঘরে না আনিলে এমন বিপদে তাঁহাকে হয় ত কখনই পড়িতে হইত না।

তারাপদ তখন সরমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিতে পশ্চাৎ-পদ হইল না। সে বলিতে লাগিল—সরমাও সে সংসারের অল্প ক্ষতি করে নাই। কিন্তু বামাপদ সে সকল কথা বড় একটা কাণে তুলিল না।

বামাপদ হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পুত্রেরা সেই সুযোগে আদালতের উকীল মোক্তারগণের দ্বারস্থ হইল এবং ঘরের টাকা পরের হাতে তুলিয়া দিয়া পথের ভিখারী হইবার পথ প্রশস্ত করিল। আদালতগৃহে এবং আদালতের অলিন্দে ব্যবহারাজীবগণের পশ্চাতে পশ্চাতে বামাপদের পুত্রগণ এখন ক্রীতদাসের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। মামলা মোকদ্দমা করার বিপদ কত!—মানুষ তবু ত বুঝিয়াও বুঝিবে না!

ষষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

যে আশায় বুক বাঁধিয়া বৃদ্ধ বামাপদ হরিদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সে আশায় তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইল। এতটা পথ এত কষ্ট করিয়া যাইয়াও—বামাপদ মল্লিনাথের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলেন না। মল্লিনাথ হরিদ্বারে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বামাপদের কোনও উপায় নাই। যে মল্লিনাথ জীব ও জগতকে ভালবাসিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত, সেবাধর্ম্মে

যে মল্লিনাথ আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিত, মানুষকে ভালবাসিয়া, মানুষের সেবা করিয়া যে মল্লিনাথ ভগবৎপ্রেমে অধিকারী হইবার আশা করিতেছিল, সেই মল্লিনাথ এখন সেবাধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ, নির্ম্মম, নির্দ্দয়, নর-বিদ্বেষী। মানুষের নাম শুনিলে, মানুষের ছায়া দেখিলে সে এখন চমকিত হয়। মানুষের নিকট সে এখন থাকেও না—মানুষের সন্নিধানে সে আর যাইতেও চাহে না। মানুষ এখন মল্লিনাথের চক্ষে অতি ঘৃণ্য—পশুর অধম; মানুষ দেখিলে মল্লিনাথ এখন ক্ষেপিয়া উঠে। মানুষ তাহার কাছে যাইলে, মানুষকে মারিতে সে তাড়া করে।

মল্লিনাথ থাকে এখন নীরব কুটীরে—নির্জ্জনে! তাহার পিতা-মাতার সহিতও মল্লিনাথের বড় একটা দেখা হয় না। মল্লিনাথের সহিত কাহারও দেখা করিতে—কথাবার্ত্তা কহিতে আপাততঃ নিষেধ আছে। নিষেধ কর্ত্তা—হরসুন্দরের গুরুদেব—মাধবানন্দস্বামী। সাধু যতি বলিয়া মাধবানন্দস্বামীর প্রসিদ্ধি আছে।

মাধবানন্দ নিষেধ-বাক্যে কহিয়াছেন—মল্লিনাথের নিকট আপাততঃ যেন কেহ না যায়। সে বড় ঘা পাইয়াছে—তাহাতেই সে নর-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের এমনটাই হইয়া থাকে—এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। সে যাহা হউক, যতদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ের ক্ষত ভাল না হয়, যতদিন তাহার মানসিক ব্যাধি না সারে, ততদিন তাহার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক নাই।

মল্লিনাথের রোগ যদিও দুশ্চিকিৎস্য, তথাপি তাহার চিকিৎসার ভার লইয়াছেন মাধবানন্দস্বামী স্বয়ং। তিনি ভিন্ন রোগীর কাছে আর কেহ যাইতেও পায় না—আর যাইতেও চাহে না। সে স্থানে আছেই বা কত লোক—আর নর-বিদ্বেষীর কাছে সহজে যাইতেই বা চাহে কে?

মল্লিনাথের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া ভগ্ন-মনোরথ বামাপদ হরসুন্দরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌বার তাহ'লে এখন আর উপায় নেই ?"

সদানন্দ প্রকৃতি হরসুন্দর হাস্যমুখে কহিলেন—

"গুরুদেবের নিষেধে আপাততঃ সে উপায় নাই বটে, কিন্তু পরে যে হবে না, তাই বা আপনাকে কে ব'লেছে ?"

"তাহ'লে এখন আমি কি ক'রব ?"

"ইচ্ছা হয়, এখানে থাক্‌বেন, খাবেন-দাবেন, আনন্দ ক'রে বেড়াবেন।"

"আমার স্ত্রী, কন্যা—এই এত গুলিকে নিয়ে !"

"ইচ্ছা হয়, আরো দু-দশ জনকে ডেকে আন্‌তে পারেন। গুরুদেবের আশ্রমে কিছুরই অভাব হ'বে না।"

অপ্রতিভ বামাপদ তাড়াতাড়ি কহিলেন—

"আমি তা' বল্‌ছিনা—শুধু এই বল্‌ছি যে সংসার-প্রপীড়িত জীব আমরা,—আমাদের বসবাসে আশ্রম কলুষিত না হয় !"

"সে বিচারের ভার গুরুদেব আমার উপর দেন নাই। অতিথি আপনারা, অতিথি সৎকারের ভার আমি গ্রহণ কর্‌তে পারি। তারপর গুরুদেব এসে যথোচিত ব্যবস্থা কর্‌বেন।"

গুরুদেব এখন কোথায়—কবে তাঁ'র দর্শন পাওয়া যেতে পারে ?"

"সাধু-সন্ন্যাসী কখন কোথায় অবস্থান করেন, কেমন ক'রে তা' স্বরূপ বলা যেতে পারে ? তবে কার্য্যান্তে তিনি যে আশ্রমেই ফির্‌বেন, এইটুকুমাত্র তিনি ব'লে গেছেন।"

বামাপদ আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না। হরসুন্দরের অনুমতি লইয়া তিনি সপরিবারে সেই আশ্রমেই বাস করিতে লাগিলেন।

মল্লিনাথ সম্বন্ধে এবং তাঁহার আপনার সংসারের সম্পর্কে হরসুন্দরের সহিত বামাপদ অনেকবারই অনেক কথা কহিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হরসুন্দরের সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া—সে সকল কথা কহিতে বামাপদের আর সাহসে কুলায় নাই। হরসুন্দর এখন সংসারত্যাগী। সংসারের তত কথা তিনি শুনিবেনই কেন আর? কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সংসারত্যাগী হরসুন্দর অতিথি সেবাই করিতে লাগিলেন—সংসারের কথা তিনি আর কহিতে চাহিলেন না।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সহোদরে সহোদরে মামলা মোকদ্দমা চলিতে লাগিল খুব। "ষাঁড়াষাঁড়ি-বাণ" ডাকিলে নদীর জল যেমন ফুলিয়া উঠে, গর্জ্জিতে থাকে, সহোদরের সহিত সহোদরের বিবাদ বিসম্বাদে দ্বেষ, হিংসা পরস্পরের মনের ভিতর তেমনই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—নিন্দা, গ্লানি, কুৎসা তেমনই চলিতে লাগিল। বাণ ডাকিলে দুকূল ভাসিয়া যায়, ঝগড়া বিবাদে প্রিয়জনের প্রিয় সম্বন্ধ নষ্ট হইল—আত্মীয়তা ঘুচিয়া গেল। তখন বাহিরের লোক ভিতরের অনেক কথা শুনিয়া ফেলিল। তাহাতে বামাপদর পুত্রগণের মুখ পুড়িল ভিন্ন উজ্জ্বল হইল না। যাহাদের ঘরের কথা বাহিরে আসে, তাহাদের মুখ এমন করিয়াই পুড়িয়া যায়।

মামলা মোকদ্দমায় সর্ব্বস্বান্ত হয় সকলেই। বামাপদর পুত্রগণের

ভাগ্যেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল—নগদ টাকা কড়ি অলঙ্কার পত্র যাহা কিছু ছিল, এইবার তাহা সমস্তই নষ্ট হইল। মামলায় জয় পরাজয় কোনো পক্ষে স্থির হইবার পূর্ব্বেই তাহারা সকলেই পথের ভিখারী হইয়া পড়িল। উপরন্তু লাভ হইল—কলঙ্ক। অনধিকারী বাহিরের লোক এখন বিচার করিতে বসিয়াছে, বামাপদর জ্যেষ্ঠা পুত্র-বধূকে সমাজে স্থান দিতে পারা যায় কি না।

স্ত্রী লইয়া নিরাপদ বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেল। সমালোচকের সমালোচনা তখন এমনই প্রখর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে তাহার ঝাঁঝে সমাজে নিরাপদর মুখ দেখান ভার হইয়া পড়িল। সে ঝাঁঝ প্রথম বাহির হইয়াছিল তারাপদর মুখ হইতে। সমালোচকবৃন্দের মুখে এখন তাহা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

নিরুপায় নিরাপদ সে ঝাঁঝ হইতে বাঁচিবার আশায় ভ্রাতৃবধূর নামে কলঙ্ক ঘোষণা করিতেও পশ্চাৎপদ হইল না। সমালোচক-গণের উৎসাহ তখন আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা গল্প গুজব করিয়া চারিদিকে ঘোষণা করিতে লাগিল যে বামাপদর বংশের মত এমন কলঙ্ক-কালিমা মাখা বংশ বাংলা দেশে বোধ হয় আর একটীও নাই। সুতরাং তাহাদের সমাজচ্যুত করাই উচিত।

সমালোচকগণের চেষ্টার ফলে নিরাপদ ও তারাপদ সমাজচ্যুত হইয়াও গেল। এখন তাহারা বুঝিতে লাগিল যে আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে দুর্দ্দশাটা—এমনই হয়। মল্লিনাথকে তখন পদে পদে তাহাদের মনে হইতে লাগিল। মল্লিনাথ সহায় থাকিলে তাহাদের এমন হীনাবস্থা হয়ত হইত না। কিন্তু সে অনুতাপ এখন বৃথা!

শ্যামাপদ ও উমাপদ দেখিল—অগ্রজদ্বয়ের আওতায় পড়িয়া তাহারাও মারা যাইতে বসিয়াছে। তখন তাহারা বুদ্ধি করিয়া স্থির করিল—অগ্রজদের সম্পর্কে না থাকাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। অবিবাহিত যুবক তাহারা। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তাহাদের আদৌ বিলম্ব ঘটিল না। সামান্য বেতনে থিয়েটারের দলে তাহারা ভর্ত্তি হইয়া গেল। সে দলে যোগদান করিয়া কিছুদিনের জন্য তাহাদের জঠরানল শান্ত হইল বটে, কিন্তু আর একটা অনল যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাহাদের নরক যন্ত্রণার আর সীমা রহিল না। সঙ্গদোষে এমনই হয়।

সমালোচকগণের কশাঘাত নিরাপদ যখন আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না, তখন সে একটা স্বাধীন সমাজে নাম লিখাইয়া ফেলিল। সেই সমাজভুক্ত একজন ডাক্তার কি জানি কিসের লোভে এখন নিরাপদর বিশেষ বন্ধু। ডাক্তারের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অবধি নিরাপদর বাটীতে রোগের আর বিরাম নাই। ডাক্তারকে অবশ্য টাকা দিতে হয় না—ডাক্তার আপনিই আসে, আপনিই রোগী দেখিয়া চলিয়া যায়—কখনো কখনো বা সেবা সুশ্রূষাও করিতে হয়। সুতরাং ডাক্তারের নিকট নিরাপদকে কৃতজ্ঞ থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু মাঝে মাঝে নিরাপদর প্রাণে কেমন যেন একটা "চিড়িক্" মারে—মল্লিনাথের কাছে ত নিরাপদ কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে নাই। সে কথা যখন তাহার মনে হইত, নিরাপদর বুকটা তখন হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। তেমন উপকারী, তেমন নিঃস্বার্থ বন্ধু কি এখনকার দিনে সহজে পাওয়া যায়! কাঞ্চন ফেলিয়া নিরাপদ কাচখণ্ড ঘরে তুলিয়াছিল। এ মর্ম্ম-বেদনা অনুতাপ—নিরাপদর সেই মহাপাপেরই প্রায়শ্চিত্ত।

উষাসুন্দরীর কথার উপর নিরাপদর কথা কহিবার কখনই সাহস ছিল না—এখনও নাই। তবে নিরাপদকে এখন যেন আরও একটু বেশী রকমের কাপুরুষ হইতে হইয়াছে। স্বাধীন সমাজের অভিনব অভিমতে উষাসুন্দরী এখন অনুপ্রাণিতা। নিরাপদ এখন কি তাহার উপর কথা কহিতে পারে না তাহাকে শাসন করিতে পারে? তাহা পারে না বলিয়াই তাহার প্রাণের জ্বালা এখন বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাণের জ্বালা তাহাকে প্রাণেই চাপিতে হইল। প্রাণের দায়ে, মনুষ্যত্বের অভাবে সে আপন সমাজ ছাড়িয়াছে, ধর্ম্ম ছাড়িয়াছে, আপন জন ছাড়িয়াছে,—তবে প্রাণের দায়ে স্ত্রীর শাসন, স্ত্রীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিবেই বা কেন? হীন প্রাণ হইলে পরিণামে এমনই হীনের হীন হইতে হয়—এমনই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়—পোকা মাকড়ের মত এমনই পদদলিত হইতে হয়।

আর তারাপদ!—সরস্বতীকে লইয়াই বা এখন সে কি অবস্থায় আছে? রোগের ঝুড়ী স্কন্ধে করিয়া প্রবল প্রতাপ তারাপদ এখন হাঁস্-পাতালের দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যা দখল করিয়া রহিয়াছে। রোগ-শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া তারাপদ ভাবে—মল্লিনাথকে লাঞ্ছিত করিয়াই কি তাহাদের এমন অধঃপতন হইল। 'সুমতি' নিপুণা সেবিকার বেশে অচৈতন্য তারাপদর কাণে-কাণে মাঝে-মাঝে বলিয়া যাইত—"তাহাই ত বটে।" সে কথা শুনিয়া তারাপদ শিহরিয়া উঠিত—ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চীৎকার করিত—আর ভয়ে ও নৈরাশ্যে তাহার সমস্ত দেহটা কাঁপিতে থাকিত। তখন হাঁস্পাতালের লোকেরা আসিয়া রোগীর মাথায় পর্ব্বত প্রমাণ বরফ চাপাইয়া দিত। তাহাদের মতে রোগীর এটা "প্রলাপ বকা"। কিন্তু রোগী স্বয়ং তাহা স্বীকার করিত না।

হাঁস্পাতালের লোকজন বলিত—বিকারের সেটাও একটা অবস্থা বিশেষ।

অভাগিনী সরস্বতী এখন পরগৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিতেছে। তাহা ভিন্ন আপাততঃ তাহার আর উপায় কি? তবে যে গৃহস্থের ঘরে সরস্বতী আশ্রয় পাইয়াছে, সে গৃহস্থটী অত্যন্ত সৎ। তাহাতেই তাহার যেটুক্ সুখ। কিন্তু প্রাণের জ্বালায় যে সর্ব্বদা জ্বলিতেছে, স্বামী যাহার অসহায় অবস্থায় হাঁস্পাতালে পড়িয়া আছে, তাহার মনের সুখ আর থাকে কেমন করিয়া?

বিপদে পড়িয়া সরস্বতী বিপদবারণকে স্মরণ করিতে লাগিল। এই হিসাবে সরস্বতীকে কতকটা ভাগ্যবতী বলা যাইতে পারে। কারণ, বিপদে পড়িয়াও ত অনেকে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে পারে না। সরস্বতীর সে নাম মনে পড়িয়াছে—ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া নির্জ্জনে সে ভগবানকে ডাকে—উদ্দেশে তাঁহার নিকট সে তাহার প্রাণের বেদনা জানায়—বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাঁহার চরণে সে নিবেদন করে। কে জানে—এ ব্যাকুল নিবেদন তাঁহার চরণে পৌছাইবে কি না!

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

হরসুন্দর ও গঙ্গাদেবী যদিও তখন সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি বামাপদ ও তাঁহার পত্নী, কন্যাগণকে আদর আপ্যায়ন করিতে তাহারা ক্রুটী করিলেন না। অতিথি সৎকার—গৃহস্থেরও ধর্ম্ম বটে আর সাধু; যতি, সন্ন্যাসীরও ধর্ম্ম বটে!

বামাপদ, সাধুর আশ্রমে খুব আদর যত্নেই থাকিলেন। তবে একটা বিষয়ে বামাপদ ও অন্যান্য সকলের উপর একটা নিষেধ ছিল। নিষেধটা—আশ্রম-বনস্থালীর যে ভাগে মল্লিনাথ এক্ষণে অবস্থান করে, সেদিকে কেহ না যায়।

সে নিষেধ মানিয়া সকলকেই চলিতে হইতেছিল। নিষেধটা মানিয়া চলিবার ইচ্ছা ছিল না কেবল—সরমার। স্ত্রী সুলভ চাঞ্চল্য ও ঔৎসুক্যবশে মল্লিনাথের নির্জ্জনবাসটা দেখিবার জন্য সরমা অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। সে কথা বুঝিতে পারিয়া সরযূ সরমাকে কহিল—

"অমন কাজ ক'রনা মেজদি'। যেটায় নিষেধ আছে, সেটা করবার দরকার কি?"

বিরক্তির সহিত সরমা কহিল—

"কেন, করলে কি হয়?"

"পাপ হয়—অপরাধ হয়।"

"কি অপরাধটা হয়—শুনি?"

"তা' জানি না—কেবল অপরাধ হয়, তাই জানি।"

"যা' জানিস্ না—বুঝিস্ না, তা'তে কথা ক'স কেন, সেইটে আমায় বুঝিয়ে বল্‌তে পারিস্? তা' বোঝাবার ত শক্তি নেই—কেবল জানিস, ন্যাকা-ন্যাকা কথা কইতে। শোন, বলি—কি করব। লুকিয়ে লুকিয়ে মল্লিদা' কি করে, কি খায়, তাই দে'খব। বল্ দেখি—তা'তে মহাভারত অশুদ্ধ হ'বে কি?"

"মহাভারত, রামায়ণ কা'রো হাতে প'ড়ে কখনো অশুদ্ধ হয় কিনা সে জ্ঞান আমার নেই। তবে এটা জানি, এটা বুঝি যে তুমি সেখানে গেলে যোগীর হয় ত যোগ ভঙ্গ হ'বে। সেটা একটা পাপ—তা'তে অপরাধ হয়।"

"ইস্! মল্লিদা' যোগী হয়েছে নাকি?—ক'বে থেকে? ভাল—ভাল। তা' তুই এক কর্ম্ম করিস্—তুই তা'র সঙ্গে যোগিনী হ'স—তা' হ'লেই সকল'গোল মিটে যাবে।"

সরমার এ বিদ্রূপে যে বিষ ছিল, সে বিষের প্রভাবে সরযূর কথা বন্ধ হইয়া গেল। সে আর সে স্থানে দাঁড়াইল না। সরমা তাহাতে কৌতুকানুভব করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য তাহার মনের গঠন! হিতাকাঙ্ক্ষীর অহিতাকাঙ্ক্ষা করিতে সে একটুও পশ্চাৎপদ হয় না। তাহারই কুবুদ্ধির ফলে তাহাদের সংসারে এমন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে—তাহার ফলে তাহাদের সকলকেই গৃহহীন হইতে হইয়াছে—বিপন্ন হইয়া তাহাদের পিতৃদেবকে হরিদ্বারে আসিতে হইয়াছে—তথাপি সরমার মতি গতির পরিবর্ত্তন হইল না। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে। সৃষ্টির বিধান বিচিত্র।

কথাটা ক্রমে বিভাবতী, মাতঙ্গিনী, এমন কি বামাপদেরও কাণে উঠিল। সে কারণে সরমা সকলের নিকট ভর্ৎসিতা হইল। কিন্তু তাহাতে সরমার কি যায় আসে। প্রবৃত্তির দোষে তাহার ঔৎসুক্য কিছুতেই নিবৃত্তি লাভ করিল না—বরং তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল। অবশেষে গোপনে একদিন মল্লিনাথের আশ্রম-কুটীর দেখিতে সে চলিয়া গেল।

নিবিড় বনস্থলী তখন ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। আকাশ-পথে ক্ষপাকরের ক্ষীণ রজতধারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু বনান্ধকার তাহাতে দূরীভূত হয় নাই। তখন আশ্রমের ওঙ্কারধ্বনি বায়ুতরঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনস্থলী ঝঙ্কৃত করিয়া মহাব্যোমে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই ছন্দোবন্ধময় ওঙ্কারধ্বনি শুনিতে শুনিতে সরমা মল্লিনাথের আশ্রমের দিকে ধীর পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিতেছিল। পাপী পাপাচরণ করিতে অগ্রসর হইলে পাপীর হৃদয়ে যেরূপ আতঙ্ক জাগিয়া উঠে, সরমারও সেইরূপ আতঙ্ক হইতেছিল—কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধিবশে যে পথে সে চলিয়াছিল, সে পথ হইতে পাপিনী কোনও মতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিল না। বিবেকের তাড়না উপেক্ষা করিয়া—বিচারের অবসর না রাখিয়া—প্রবৃত্তির উদ্দীপনায় গন্তব্য স্থানাভিমুখে উদ্দামবেগে সে এখন চলিতে লাগিল। চরণ তাহার পথরোধ করিলেও মন তাহার সে পথ মুক্ত করিয়া দিল।

কিন্তু অভিলষিত স্থানে পৌছাইয়া সরমা দেখিল কি? অন্ধকার! অন্ধকার! চারিদিকে অন্ধকার! ঘনপ্লাবী জমাট অন্ধকারের ভীষণতা সরমা আর সহ্য করিতে পারিল না। এইবার তাহার দারুণ ভয় হইল—ভয়ে সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

সে চীৎকারে অন্ধকারাচ্ছাদিত কুটীরবাসীর শান্তিভঙ্গ হইয়া গেল। কুটীরাভ্যন্তর হইতে প্রশ্ন হইল—"কে?"

প্রশ্নকর্ত্তা—মল্লিনাথ! প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া—মল্লিনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কে, গুরুদেব?"

সে বারেও প্রশ্নের উত্তর নাই। প্রশ্নকর্ত্তা দীপ-শলাকার সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া—সেই আলোকে চারিদিক দেখিতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। সরমা একটা বৃক্ষের আড়ালে দাড়াইয়াছিল। তাহাকে মল্লিনাথ দেখিতে না পাইলেও সে মল্লিনাথকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।

মল্লিনাথ আগে যেমনটী ছিল, এখন আর তেমনটী নাই। তাহার আকৃতির এখন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বস্ত্রাদি পরিধানেরও তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মল্লিনাথ এখন গৈরিকধারী।

কাহারও উত্তর না পাইয়া মল্লিনাথ স্থির হইয়া আপনার আসনে বসিয়া পড়িল। অগ্নি যেমন জ্বলিয়াছিল, তেমনই জ্বলিতে লাগিল।

ততটুকু সময়ের মধ্যে সরমা কতকটা বল সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিল। সে ভাবিল—মল্লিদা'র চেহারার যদিও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু 'মল্লিদা'ত প্রায় সেই মল্লিদাই আছে। অতএব তাহাকে আর ভয়টা কিসের?'

মল্লিনাথের সম্মুখে যাইতে যদিও সরমার প্রথমে খানিকটা লজ্জা, খানিকটা সঙ্কোচ আসিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই চেষ্টা করিয়া সে ভাবটাকে সরমা সরাইয়া দিতে সমর্থ হইল। সে ভাবিল—এতটা পথ যখন এত কষ্ট করিয়া আসা গিয়াছে, তখন মল্লিদা'র সঙ্গে দুইটা কথা কহিতে ক্ষতি কি? মল্লিদা'ত আর রাক্ষস নহে যে তাহাকে ধরিয়া সে গিলিয়া ফেলিবে? সরমা আরও ভাবিল—মল্লিদার নিকটে যাইলে—ফিরিবার পথে আলোকের সাহায্য সে পাইতে পারে। তাহাতে অন্ধকারের ভয় তাহার আর কিছুই থাকিবে না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া,—অনেকবার অগ্রসর হইয়া অনেকবার পশ্চাৎপদ হইয়া—সরমা সাহসে ভর করিয়া অবশেষে মল্লিনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ডাকিল—"মল্লিদা!"

মল্লিনাথ বিস্মিত চক্ষে সরমার দিকে চাহিয়া—বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে জিজ্ঞাসা করিল—

"কে তুমি?"

বিজড়িত কণ্ঠে সরমা কহিল—

"আমি—আমি মল্লিদা!"

"আমি—কোন্ আমি? পেত্নী আমি,—মানুষ আমি—না দেবাত্মা

আমি? বল্ শীগ্গির তুই কে—কোথায় তোর বাসা? অন্ধকারে একলা থাকি—এখানেও আমির উৎপাত!

"তুমি চিন্‌তে পারছনা, মল্লিদা? এ আমি যে!

"তুর্ত্তোর্ আমির নিকিচি করেছে। আমি, আমি মুছে ফেলেছি। তুই বল্, তুই কোন্ আমি?"

আলো ও ছায়ায় মল্লিনাথ ঠিক সরমাকে চিনিতে পারে নাই। মল্লিনাথ অন্যমনস্কভাবে আবার জিজ্ঞাসা করিল—

"তুই থাকিস্ কোন্ গাছে! বল্, গুরুদেব এলে সব কথা তাঁকে বল্‌তে হবে। তুই যদি পরিচয় না দিস্ ত বল্ এই জ্বলন্ত আংরা তোর গায়ে দিই ফেলে।"

সরমা দেখিল—সমূহ বিপদ। সে জ্বলন্ত অঙ্গার তাহার শরীরের উপর পড়িলে আর রক্ষা নাই। নিদারুণ ভয়ে চীৎকার করিয়া সরমা বলিল—

"আমি সরমা—মল্লিদা।"

নামটা শুনিয়া মল্লিনাথ চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার পর একটা অস্বাভাবিক শব্দ করিয়া সে কহিল—

"এ্যাঁ—মানুষ! দূর হ, দূর হ। মানুষের মুখ আর দেখব না আমি—মানুষ যেখানে থাকে, সেখানে যাই না আমি—মানুষের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখি না আমি। কোন্ সাহসে তুই আমার সাম্‌নে এসেছিস্ বল ত? জানিস্ নে—এখানে খুন্ ক'রে ফেলব?"

জ্বলন্ত অঙ্গার তুলিয়া মল্লিনাথ চারিদিকে ছুঁড়িতে লাগিল। সরমা ভয়ে বৃক্ষান্তরালে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আর থাকিতে পারিল না। তখন মল্লিনাথের মূর্ত্তি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড ঘুরাইতে ঘুরাইতে বনভাগে সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনস্থলী তখন আলোড়িত হইয়া উঠিল। হরসুন্দর তখন আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না—পুত্র সন্নিধানে তাঁহাকে ছুটিয়া আসিতে হইল। মল্লিনাথ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; সরমা মূর্চ্ছিতা হইয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া আছে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অনেক বুঝাইয়া, অনেক মিষ্ট কথা বলিয়া মল্লিনাথকে হরসুন্দর শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাহা অল্পকালের জন্য। গঙ্গাদেবীও অনেক মিষ্টকথা বলিয়া মল্লিনাথকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাকে শান্ত করা কি এখন সহজ ব্যাপার? এখনকার নরবিদ্বেষী মল্লিনাথ কি আর তখনকার সে মল্লিনাথ আছে?

তবে মল্লিনাথকে শান্ত করিবার একটা বিশেষ সুযোগ তৎপর-দিবস ঘটিয়া গেল। হরসুন্দরের গুরুদেব মাধবানন্দস্বামী—সেই দিন আসিয়া পড়িলেন। মল্লিনাথও স্বামীজির মন্ত্রশিষ্য। মল্লিনাথকে নির্জ্জনে লইয়া যাইয়া গুরুদেব কহিলেন—

"তোমার চাঞ্চল্য ঘটেছে বৎস! সে চাঞ্চল্য থাক্‌লে সাধনার পথে অনেক বাধা পাবে।"

গুরুদেবকে দেখিয়া অবধি মল্লিনাথ একেবারে ভিন্ন মানুষ হইয়া গিয়াছিল। শান্ত ভাবে এখন সে কহিল—

"আপনাকে ত আমি বলেছিলেম্ যে মানুষের মুখ আর আমি

দেখব না। কিন্তু সেই মানুষ যখন আবার আমায় বিরক্ত করতে এসেছে, তখন আমি স্থির থাকি কেমন ক'রে বলুন?"

গুরুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"অভিমানের বন্যায় প'ড়ে তুমি আপনাকে আপনি ভুলে গেছ বৎস। তোমার নির্জ্জন-বাসের যে আমি ব্যবস্থা করেছিলেম, তার গূঢ় কারণ ছিল। সে কারণ আর কিছুই নয়—কেবল তোমার মনস্থির করবার জন্য। কিন্তু আমি দেখ্ছি,—আমার ব্যবস্থার সুফল ফলে নাই। তাতে আমি দুঃখিত হ'লেম।"

গুরুদেব দুঃখিত হইয়াছেন শুনিয়া—মল্লিনাথ অপরাধ ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল। অপরাধীর মত বিশুষ্ক বদনে সে কহিল—

"আমি আপনার একান্ত আশ্রিত—সেবক, শিষ্য। আমার প্রতি আপনি বিরূপ হ'লে আমার কি উপায় হবে, গুরুদেব?"

মাধবানন্দস্বামী এবারও হাসিলেন। সে হাসিতে শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের অভয় সঙ্কেত ছিল। আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আশীষ বচনে স্বামীজি কহিলেন—

"তোমার বয়সে তোমার মত ভক্ত শিষ্য খুব অল্পই দেখা যায়। তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হ'ক বৎস! কিন্তু নরবিদ্বেষী হ'লে তোমার ত চল্‌বে না। তুমি যে কু-পথগামীর উপায়—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।"

করযোড়ে মল্লিনাথ বলিল—

"দয়া ক'রে ঐ আদেশটুকু ফিরিয়ে নিন্, গুরুদেব। মানুষের মুখ আর আমি দেখ্‌তে পার্‌বনা। তারা এত স্বার্থপর, এত হীন, এত কৃতঘ্ন, এমন কদাচারী!"

কৌতুকানন্দে মাধবানন্দস্বামী কহিলেন—

"তুমিও ত মানুষ, বৎস! মানুষ হ'য়ে মানুষকে তবে ঘৃণা কর্‌বে

কেন? মানুষ ত আর দেবতা নয়, তবে তারা দোষশূন্য হবে কেমন ক'রে? সকল মানুষেরই কিছু না কিছু গুণ আছে। সেই গুণের ভাগ যখন খুব বেশী হয়, তখন মানুষ আপনা আপনি দেবতা হ'য়ে যায়। এমন যে মানুষ, তা'কে কি ঘৃণা করতে আছে, বাবা?"

"কিন্তু আমার প্রতি যে তারা ভীষণ অত্যাচার করেছে। তা'দের সেবা ক'র্‌তে গিয়ে, তা'দের সুখ শান্তির বিধান করতে গিয়ে আমি যে দারুণ মর্ম্মব্যথা পেয়েছি!"

"তা'ত হয়েই থাকে—যে যত সহ্য করে, তা'র উপর তত অত্যাচারই হ'য়ে থাকে। কিন্তু তাই ব'লে কি ঘরে আগুণ ধরাতে হবে? একজন অত্যাচার করেছে বলে সকলকে ঘৃণার চক্ষে—অবহেলার চক্ষে দেখ্‌তে থাক্‌বে? তুমি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছ, সে মন্ত্রের সার হচ্ছে—জীবে দয়া। সেই জীবকে যদি তুমি প্রীতির চক্ষে না দেখ্‌তে পার, তবে তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হবে কেমন ক'রে? অভিমান ভরে, অহমিকা জ্ঞানে, ধর্ম্মের শাসন অগ্রাহ্য ক'র না বৎস। তা' করলে ঠিক্ ধর্ম্মদ্রোহী না হও, ঠিক্ গুরুদ্রোহী না হও, একটা কিছুর যে দ্রোহী হবে, সেটা নিশ্চয়। ভালবাসার চেয়ে বড় ধর্ম্ম আর কিছু আছে কি না, সেটা আমার এখনও ঠিক্ জানা নাই। তোমার পিতৃদেব, তোমার মাতৃদেবী—সেই ধর্ম্মের প্রভাবে জগৎ সংসারকে ভালবাসতে শিখ্‌ছেন। আমার অনুরোধ বৎস, তুমিও সেই পথের পথিক হও। তা'তে তোমারও মঙ্গল, আর জগৎ সংসারের মঙ্গল।"

করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া মল্লিনাথ গুরুদেবের কথা শুনিতেছিল, আর আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি একটা ভাবিতেছিল। মাধবানন্দস্বামী তখনও কহিতেছেন—

"সকলই অসার—সার বস্তু কেবল ভগবৎ প্রেম। সেই প্রেমে প্রেমিক হ'তে হ'লে লজ্জা, মান, ভয় সকলই ত্যাগ কর্‌তে হয়—জীব ও জগৎকে ভালবাস্‌তে হয়—বিশ্বের সেবক হ'তে হয়, দরিদ্র-নারায়ণের অনুরাগী হ'তে হয়। তবে ত জন্ম সার্থক হবে, তবে ত জীবন ধন্য হবে। জীবের কল্যাণ সাধন কর্‌তে হ'লে, জীব-বিদ্বেষী হ'লে চল্‌বে কেন বৎস? হিংসা কর্‌বার, বিদ্বেষ কর্‌বার ভণ্ড ত জগতে অনেকই আছে। সেটা কর্‌বার জন্য জগতে তোমার আস্‌বার আবশ্যক ছিল কি?"

মল্লিনাথ চুপ করিয়া বসিয়াছিল—সেইভাবেই সে বসিয়া রহিল। আচার্য্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন—

"দেখ বৎস, গর্ব্ব অভিমান কিছুই করবার নাই এখানে। গর্ব্ব অভিমান, স্বার্থ, সংশয় সব ভুলে গিয়ে তন্ময় হ'য়ে একবার তোমার অতীত ইতিহাস, ভবিষ্যতের করণীয়ের প্রতি দিব্য দৃষ্টি দাও দেখি, ধ্যান-পরায়ণ হ'য়ে একটু চিন্তা কর দেখি, সব ওলট্‌ পালট্‌ হ'য়ে যাবে—মাটির মানুষ হ'য়ে পড়্‌বে—দেবতার মত উদার হবে। তখন হিংসা, দ্বেষ, জ্বালা যন্ত্রণা, দর্প অভিমান, ব্যথা বেদনা আর কিছুই থাক্‌বে না; তখন মনে হবে—তুমিই বুঝি সর্ব্বনিয়ন্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান আর বিশ্ব সংসার বুঝি তোমাকে পাবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত। সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তখন আর তুমি আবদ্ধ থাক্‌বেনা, তখন সেধে-সেধে যেচে-যেচে আপনাকে আপনি বিলিয়ে দিবে তুমি—তখন বুঝবে, তুমি আদিতে ছিলে, মধ্যে আছ, অন্তেও থাক্‌বে। মহা প্রলয়েও তোমার বিনাশ নাই—তুমি বীজ, তুমিই সৃষ্টির এক মহা উপাদান। তখন তুমিই এক—তুমিই বহু। তখন হিংসা, দ্বেষ, অভিমান কা'র উপর আর কর্‌তে পার্‌বে, বৎস?"

ভাবের কথা শুনিতে শুনিতে মল্লিনাথ ভাব-সাগরে ডুবিয়া যাইতে ছিল। শিষ্যের ভাব-সমাধি গুরু আর ভঙ্গ করিলেন না। মাধবানন্দস্বামী নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। ভাবমগ্ন মল্লিনাথ তখন "ভাবের ভাব" হইয়া জীব ও শিবের কথা ভাবিতে লাগিল।

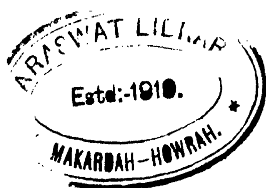
মল্লিনাথের সমাধি যখন ভঙ্গ হইল, তাহার অভিমানের দাহিকা শক্তি তখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে তখন আকাশের মত উদার, বসন্তানিলের মত মধুর, জাহ্নবী সলিলের মত পবিত্র, তাপসের মত সর্ব্বত্যাগী, ব্রজকিশোরের মত প্রেমোন্মত্ত। গুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ সে তখন মাথায় করিয়া লইল, দীনাতিদীন বিশ্বসেবক হইবার যে ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না; গুরুর সন্ধানে মল্লিনাথ তখন ছুটিয়া চলিল। গুরু নহিলে পথের সন্ধান বলিয়া দিবে কে?

গুরু সন্নিধানে আসিয়া মল্লিনাথ কি দেখিল? যাহা দেখিল, মল্লিনাথ জীবনে আর ভুলিতে পারিবে না। সরমা তখন ভূ-শয্যায় পড়িয়া আছে। অভাগিনীর তখন আর চৈতন্য নাই। প্রলাপ-বচনে সে যে তখন কত পাপ, কত অত্যাচার, কত হিংসা, কত পর-পীড়নের কথা আপন মুখে ব্যক্ত করিতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। তাহার নাসিকারন্ধ্র দিয়া তখন শোণিত ধারা বহিতেছিল, যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভূমিতলে সে মুখ ঘসিতেছিল। সে কি করুণ দৃশ্য!

সে দৃশ্য দেখিয়া মল্লিনাথ কাঁদিয়া ফেলিল। মানুষের দুঃখে মল্লিনাথ কাঁদিতেছে দেখিয়া হরসুন্দর ও গঙ্গাদেবী উভয়েই একটু আশ্চর্য্য হইলেন। কারণ—এই মল্লিনাথই না নরবিদ্বেষী ছিল?

সে যাহা হউক, গুরুদেবের ইঙ্গিতে মল্লিনাথ অন্যান্য সকলের সঙ্গে সরমার সেবা করিতে লাগিল। নর-বিদ্বেষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মল্লিনাথের সেই প্রথম সেবা।

গুরুর কৃপা হইলে সব হয়—গুরু যে প্রত্যক্ষ ভগবান!



ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মেঘাড়ম্বর ও ধারাশ্রাবণের পর আকাশ যেমন নির্ম্মল হয়, কুঞ্জ-কানন যেরূপ শ্যামল-শ্রী ধারণ করে, জগৎ সংসারে যেরূপ একটা কমনীয়তা ফুটিয়া উঠে, অভিমান-মেঘ কাটিয়া যাইতেই মল্লিনাথের প্রফুল্ল-শ্রী সেইরূপ প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। মানুষ স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থে আত্ম নিয়োগ করিলে, ভগবানের ভক্ত হইলে মানুষের এমনই দিব্য-কান্তি ফুটিয়া উঠে। মল্লিনাথের সে শ্রী দেখিয়া মাধবানন্দস্বামী কহিলেন—

"যিনি অনভিমানী, যিনি অহিংস, যিনি সেবক, করুণা যাঁ'র মন্ত্র, ত্যাগ যাঁ'র ধর্ম্ম, ভূমা যাঁ'র লক্ষ্য, তাঁ'র মুখশ্রীতে যে দিব্যালোক ফুটে উঠে, তোমার মুখেও সেই আলোকের প্রথম রশ্মি ফুটে উঠেছে। এখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আর্ত্তের উদ্ধারকল্পে, পাপীর

পাপ মোচনার্থে—ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে—তাঁ'র মহিমা কীর্ত্তন কর্‌তে থাক। বনজঙ্গলে ব'সে থাক্‌লে আর ত তোমার চল্‌বে না!"

মল্লিনাথ উদাসভাবে কহিল—

"তা' হ'লে আবার সংসারে ফিরে যেতে হ'ল, গুরুদেব!"

"নিশ্চয়। সেখানে তাপ-দগ্ধ অসহায় জীব তোমার প্রতীক্ষায় ব'সে আছে। মন্ত্র তোমার সফল হ'য়েছে, সাধনায় তুমি সিদ্ধি-লাভ করেছ, পরীক্ষা-সাগর তুমি উত্তীর্ণ হ'য়েছ; এখন যাও বৎস, জীবন্মুক্ত পুরুষ তুমি—সংসারের হিত সাধন কর্‌তে।"

গুরুর আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া ভক্ত-শিষ্য কর্ম্মের সংসারে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তবে তখনো সরমা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই, সেই কারণে গুরুর আশ্রম ত্যাগ করিতে মল্লিনাথের দুই-চারি দিন বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। সেবা, সুশ্রূষা ও গুরুর কৃপায় সরমা যখন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল, তখন মল্লিনাথ নবজীবন লইয়া নবোদ্যমে নূতন পথের পথিক হইতে চলিল। সে পথ—ভগবানের নাম গান—সেবা ধর্ম্ম পালন—জগতে ধর্ম্মভাব প্রচার করণ।

পুত্রের মহৎকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য হরসুন্দর ও গঙ্গা-দেবী সাধু পুত্রের সঙ্গে চলিলেন। বামাপদ, মাতঙ্গিনী, বিভাবতী, সরমা, সরযূ সকলেই তখন নবধর্ম্মের নব পুরোহিতের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। ভক্তির আকর্ষণে—ভাবের বন্যায় পড়িয়া—মাধবানন্দস্বামীকেও শিষ্যের পাছে পাছে ছুটিতে হইল। নামের এমনই গুণ—নাম শুনিলে প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে।

নিরাপদ, তারাপদ, উমাপদ, শ্যামাপদ, উষাসুন্দরী ও সরস্বতী মরু-পথে পড়িয়া—এতদিন বড় কষ্টই পাইতেছিল, বড় যন্ত্রণাই ভোগ করিতেছিল, বড় লাঞ্ছনাই সহ্য করিতেছিল। প্রেম-যজ্ঞের ঋত্বিক

মল্লিনাথকে ফিরিয়া পাইয়া—মল্লিনাথের ক্ষমা-তরুর সুশীতল ছায়ায় স্নিগ্ধ শান্ত হইয়া আবার তাহারা ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিল—আবার তাহারা মল্লিনাথের প্রিয়জন হইল।

মল্লিনাথ প্রেমানন্দে এখন আত্মহারা! ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সে এখন পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সকলের দ্বারে দ্বারে যাইয়া—সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া সে বলিতে লাগিল—

"তোমার পাপ আমায় দাও ভাই, সে পাপ আমি বহন কর্‌ব। তুমি সুখী হও, তুমি শান্তিতে থাক, তোমার মঙ্গল সাধিত হ'ক্।"

কেহবা ব্যঙ্গ করিয়া—কেহবা সহানুভূতিতে বলিল—

"আমাদের পাপ তুমি ত ঘাড়ে নিতে চাচ্ছ। তোমার সে পাপ কাট্‌বে কেমন ক'রে?"

মল্লিনাথ মধুর হাসি হাসিয়া কহিল—

"ভগবানের নামের গুণে আর গুরুর কৃপায়। ভয় কি—ভাবনা কি? কলুষ-তারণ যে আমায় বুকের ভিতরেই বিরাজ কর্‌ছেন। আমার সর্ব্বস্ব তিনি—তিনিই আমাকে ত্রাণ কর্‌বেন—তাঁ'র অভয় চরণতলেই আমি আশ্রয় পা'ব।"

কথাটা খুব জোরের। সে কথায় অনেকেই মল্লিনাথের মতাবলম্বী হইয়া পড়িল। তখন কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিপথের নির্ভীক পথিক, সেবা-তীর্থের পরিব্রাজক মল্লিনাথ ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া সেবাধর্ম্ম পালন করিতে লাগিল আর লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া গাহিতে লাগিল—

এ সংসার কা'র, তুমি বা কাহার
একবার ভেবে দেখ্ রে জীব;

তুমি, আমি সব হ'য়ে যা'ব শব
শব না হইতে খোঁজ রে শিব।
তুমি না ডাকিতে আসে যেবা কাছে,
তব তরে যেবা ঘুরে পাছে পাছে,
কেন তা'রে ভুলে, ভাস রে অকূলে
কূলহারা হ'লে হ'বে কি পার;
শুন সে আহ্বান— বাঁশরীর তান
পথ ভুলে যেন যেওনা আর!

সে কথা শুনিয়া কেহবা বিদ্রূপ করিত আর কেহ কেহ বা প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিত। কিন্তু দিন যত যাইতে লাগিল, মল্লিনাথের ভক্তসংখ্যা তত অধিক বাড়িতে লাগিল। মল্লিনাথকে আর বড় একটা কেহ জিজ্ঞাসা করে না—তত অল্প বয়সে বৈরাগ্যের পথ সে অবলম্বন করিল কেন? কারণ সকলেই এখন বুঝিয়াছে, মল্লিনাথ তাহার সর্ব্বস্ব ভগবানের পদে অর্পণ করিয়াছে। সরযূর সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বিশ্বপ্রেমে যাহারা ডুবিয়াছে, তাহাদের ধারাই ঐরূপ। মেদ, মাংস, পুরীষ, শোণিতে নির্ম্মিত দেহের সুখের জন্য তাহারা একটুও লালায়িত নহে, অসার সম্মান, সম্ভ্রম, সঙ্কোচের দায়ে তাহারা আত্মবিস্মৃত হয় না; স্বার্থরক্ষার প্রলোভনে, দ্বেষ হিংসার তাড়নায় মনুষ্যত্ব তাহারা হারাইতে চাহে না—কর্ত্তব্য-পথে তাহাদের পদস্খলন হয় না। তাহাতেই তাহারা জগতের আদর্শ হইয়া থাকে।

সে যাহা হউক, যাহারা দুষ্ট, যাহারা ঘৃণ্য, যাহাদের জীবন কলঙ্কিত, মল্লিনাথের সঙ্গ লাভ করিয়া সঙ্গগুণে তাহারা সৎ হইল। নিরাপদ, তারাপদ প্রভৃতি সকলেই এখন মল্লিনাথের আশ্রিত শিষ্য।

উষা এখন আর সে উষা নাই। বাসন্তী-উষার মত সে এখন অতি সুন্দর, অতি মধুর—অতি নির্ম্মল। সরস্বতীর প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। রুগ্ন স্বামীকে মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিয়া পাইয়া—তাহারও অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অগ্নিদগ্ধ না হইলে কি স্বর্ণের উজ্জ্বলতা বাড়ে?

প্রেমিক সাধক মল্লিনাথের তখন কি আনন্দ! দীনের দীন, হীনের হীনকে যে উদ্ধার করিতে পারে, ইহকাল ও পরকালের কথা যে বুঝিতে পারে ও বুঝাইতে পারে, পবিত্রতার পথে—উন্নতির পথে মানুষকে যে লইয়া যাইতে পারে, তাহার এমন আনন্দই হইয়া থাকে। এ আনন্দ বুঝাইবার জিনিষ নহে—বুঝিবার জিনিষ; দেখাইবার জিনিষ নহে—ভাবিবার জিনিষ; ব্যক্ত করিবার জিনিষ নহে—ধ্যান ধারণার জিনিষ।

পুত্রের সম্বন্ধে হরসুন্দরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। মল্লিনাথ এ সংসারের মহৎকার্য্য করিতে আসিয়াছিল—সে মহৎ কার্য্যই করিতে লাগিল। বিশ্বপ্রেমিক মল্লিনাথের তখন গুরুদত্ত নাম হইল—প্রেমানন্দ। প্রেমানন্দের প্রেমানন্দে ভক্ত-মণ্ডলী আনন্দের ত্রিধারায় স্নান করিয়া পূত-পুণ্য হইল। ভগবান কাহাকে দিয়া কখন্ কি কার্য্য করান, কোন্ সূত্রে কোন্ কার্য্যের সূচনা হয়, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে কেমন করিয়া তাহা সিদ্ধ হয়, কে সে কথা বলিতে পারে?

মল্লিনাথ আশৈশব ছিল সেবা-ধর্ম্মপরায়ণ। কিন্তু সে সেবা ছিল অহংবুদ্ধির প্রভাবে। তাহার ফল—লোহার বাঁধন। সেই বাঁধনে মল্লিনাথ নর-বিদ্বেষীও হইয়াছিল। স্পর্শমণি গুরুদেবের কৃপায় সে বাঁধন এখন **সোনার বাঁধন**। সকল বাঁধন যেদিন খসিবে, তীব্র

বৈরাগ্যে ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা যেদিন আসিবে, সাধক সেইদিন হইবে বাঁধনহারা; সেইদিনই সাধকের সিদ্ধি। প্রেমানন্দ সিদ্ধি পথই খুঁজিতে লাগিল। মাধবানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"যা'রা নিত্য সিদ্ধের থাক্, সোনার বাঁধনও তা'দের আবদ্ধ কর্‌তে পারে না। ভয় কি বৎস, তোমার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সোনার বাঁধনে তুমি জনকঋষি হও; বাঁধনহারা হ'য়ে ভগবানের দর্শন পা'বে।"

স্বস্তিবাচন প্রেমানন্দ মাথা পাতিয়া লইয়া ধন্য হইল।

